

ଆଞ୍ଚିଷ୍ଟାନ : ଅକ୍ଷୟ ଲାଈବେରୀ . ୨୮/୧୧, ମହାଶ୍ୱା ମିଶ୍ର, କଟକ-୭୫୧ ୦୦୨
ଆଧାର ନିକଟ "ବେଲିଆସବର" ନାମକ ପତ୍ରର ମିଶ୍ର ମାଧବୀ ମଧ୍ୟରେ



ବ୍ରହ୍ମନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ପୁରାଣୋକ୍ତ
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଦୁର୍ଗାମୂର୍ତ୍ତୀ ମହାତି
ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଶ୍ୟାମାଚରଣ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ



ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ।

বৃহন্নদিকেশ্বর পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা

দেব্যাঃ গমনাগমনে যান কথন—রবিশশী গজারূঢ়াশনিভৌমস্তরঙ্গমে। শুরৌ শুক্রে চ দোলায়াং বুধে নৌকা প্রকীর্তিতাঃ ॥

অস্যার্থ—রবি এবং সোমবারে গমনাগমন হইলে-গজে আগমন বা গমন। শনি এবং মঙ্গলবারে গমনাগমন হইলে ঘোড়ায় আগমন বা গমন। বৃহস্পতি এবং শুক্রবারে গমনাগমন হইলে দোলায় আগমন বা গমন। বুধবারে গমনাগমন হইলে নৌকায় গমন বা আগমন হইয়া থাকে।

যান ফলম্—গজে চ জলদা দেবী ছত্রভঙ্গস্তরঙ্গমে। নৌকায়াং সর্বসৌখ্যানি দোলায়াং মড়কং ধ্রুবম্ ॥

অস্যার্থ—গজে গমনাগমনে সুবৃষ্টি হয়। ঘোড়ায় গমনাগমনে মানব ছত্রভঙ্গ হয়। নৌকায় গমনাগমনে সৌখ্যতা বৃদ্ধি হয়। দোলায় গমনাগমনে দেশে মড়ক লাগে।

কল্লারস্ত

কল্লারস্ত বিধি—কল্লারস্তের বিধি সাতপ্রকার। যথা—কৃষ্ণানবমী, প্রতিপদ, বষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, কেবল মহাষ্টমী, কেবল মহানবমী।

এই সপ্তপ্রকার কল্লারস্তের মধ্যে যাহাদের যেরূপ কুলাচার রহিয়াছে, তাঁহারা সেই দিবসে কল্লারস্ত করিবেন।

কল্লারস্ত—কল্লারস্ত দিবসে কর্তা নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া উত্তরাসনে শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্বক আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিবেন।

আচমন—“গোকর্ণাকৃতিহস্তেন মাষমগ্নং জলং পিবেৎ। তন্মূনমধিকং কপি পিবেচ্ছেদ্রুধিরন্ততে ॥”

*সাক্ষ্যমাত্র সর্ববেদীয় গণেরই পাঠ্য।

সূর্য্যার্ঘ্য—কুশীতে জবা অথবা রক্তবর্ণ পুষ্প, আতপ চাউল, দুর্বা, রক্তচন্দন লইয়া মন্ত্র পাঠান্তে অর্ঘ্য দিবেন। (সাম)—“ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মাণ্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িনে ॥ ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ॥” (যজুঃ ও ঋগ্বেদীয়)—“ওঁ এহি সূর্য্যঃ সহস্রাংশো তেজরাশে জগৎপতে। অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকরম্ ॥ এষোহর্ঘ্য ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ॥”

প্রণাম—“ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাসং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্বপাপয়ং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্ ॥” অতঃপর সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—(কৃষ্ণগনবম্যাদি কল্পে)—“বিষ্ণুরোম্য তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি কৃষ্ণপক্ষে নবম্যাস্তিথাবারভ্য মহানবমীং যাবৎ প্রত্যহম্ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা সর্বাপচ্ছান্তিপূর্বক দীর্ঘায়ুষ্টুসর্বপাপপ্রণাশন পরমৈশ্বর্য্যাতুলধনধান্য পুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্ন সন্ততিমিত্রবর্দ্ধন শত্রুক্ষয়োত্তরোত্তর রাজসম্মানদ্যভীষ্টসিদ্ধার্থমমুত্র দেবীলোকপ্রাপ্তয়ে চ (শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামো বা) বার্ষিক শরৎকালীন বৃহন্নিকেশ্বর পুরাণোক্ত শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা কর্মাহং করিষ্যে।” (পরার্থে—“অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্মণস্য” বা “দাসস্য” এবং “করিষ্যে” স্থলে “করিষ্যামি” বলিবেন)।

প্রতিপাদি কল্পে—মন্ত্র সমস্তই একই প্রকার। শুধুমাত্র—“কৃষ্ণপক্ষে নবম্যাস্তিথাবারভ্য” স্থলে “প্রতিপদি তিথাবারভ্য” বলিবেন।

ষষ্ঠ্যাদি কল্পে—মন্ত্র সমস্তই একই প্রকার। শুধুমাত্র—“প্রতিপদি তিথাবারভ্য” স্থলে “ষষ্ঠ্যাং তিথাবারভ্য” বলিবেন।

সপ্তম্যাদি কল্পে—মন্ত্র সমস্তই একই প্রকার। শুধুমাত্র—“ষষ্ঠ্যাং তিথাবারভ্য” স্থলে “সপ্তম্যাস্তিথাবারভ্য” বলিবেন।

মহাস্তম্যাদি কল্পে—মন্ত্র সমস্তই একই প্রকার। শুধুমাত্র—“সপ্তম্যাস্তিথাবারভ্য” স্থলে “শুক্রেপক্ষে মহাস্তম্যাস্তিথাবারভ্য” বলিবেন।

কেবল মহাস্তমী কল্পে—মন্ত্র সমস্তই একই প্রকার। শুধুমাত্র—“শুক্রেপক্ষে মহাস্তম্যাস্তিথাবারভ্য” স্থলে “শুক্রেপক্ষে মহাস্তম্যাস্তিথৌ” বলিবেন।

কেবল মহানবমী কল্পে—মন্ত্র সমস্তই একই প্রকার। শুধুমাত্র—“শুক্রেপক্ষে মহাস্তম্যাস্তিথৌ” স্থলে “শুক্রেপক্ষে মহানবম্যাস্তিথৌ” বলিবেন। অতঃপর স্ব স্ব শাখোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবেন। সঙ্কল্প বাক্য পাঠের পর কুশীটি তাম্রটাটে উপুড় করিয়া দিবেন।

সঙ্কল্পসূক্ত (সাম)—“ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ, পূর্ণাং বিবষ্ট্যাসিচম্। উদ্রা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্ব মাদিহো দেব ওহতে ॥”

সঙ্কল্পসূক্ত (যজুঃ)—“ওঁ যজ্ঞাগ্রতো দূর-মুদৈতি দৈবং, তদু সপ্তস্য তথৈবেতি। দূরঙ্গমং জ্যোতিবাং জ্যোতিরেকং, তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্ত ॥”

সংকল্পসূক্ত (ঋক্)—“ওঁ যা শুঁশুর্যা সিনীবালী, যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রাগীমহ উতয়ে, বরুণানীং স্বস্তয়ে ॥”

অতঃপর কুশীতে পুষ্প দিয়া বলিবেন—“ওঁ সঙ্কল্পিতে হস্মিন্ কর্মণি সিদ্ধিরস্ত ॥” (ওঁ অস্ত) ইতি প্রতিবচন। “ওঁ অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু ॥” (ওঁ ভবতু) ইতি প্রতিবচন।

অতঃপর পূজক ও তন্ত্রধারক বরণ করিবেন। বর্তমানে প্রায় সর্বত্রই সপ্তমী পূজার দিনেই বরণকার্য্য করা হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে সপ্তমী দিবসেই বরণ কার্য্য করিবেন।

ইহা ব্যতীত কুলাচারই প্রধান। অতএব, যাহাদের যেরূপ কুলাচার, তাঁহারা সেইরূপ করিবেন।

বরণ—যজমান পূর্বমুখে এবং ব্রাহ্মণ উত্তরমুখে বসিয়া বরণকার্য্য করিবেন। যজমান ও ব্রাহ্মণ উভয়েই আচমনাদি করিয়া, গুরু, গণেশাদিকে গন্ধপুষ্প দিয়া পূজা সমাপনান্তে, যজমান করযোড়ে বলিবেন—“ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্ ॥” ব্রাহ্মণ বলিবেন—“ও সাধবহমাসে ॥” যজমান বলিবেন—“ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তম্ ॥” ব্রাহ্মণ বলিবেন—“ওঁ অর্চয় ॥”

অতঃপর যজমান গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র, আসন, মাল্য, অঙ্গুরীয়ক, তাম্বুল ও যজ্ঞোপবীত লইয়া বলিবেন—“এতানি গন্ধপুষ্প বস্ত্রাঙ্গুরীয়ক যজ্ঞোপবীতানি ওঁ পূজক (তন্ত্রধারক বা) ব্রাহ্মণায় নমঃ ॥” এই মন্ত্র পাঠান্তে ব্রাহ্মণের হস্তে দিলে, ব্রাহ্মণ “ওঁ স্বস্তি” বলিয়া গ্রহণ করিবেন। অতঃপর যজমান দক্ষিণ হস্তে দুর্বা, পুষ্প ও আতপ তণ্ডুল লইয়া

দক্ষিণহস্তে বামহস্ত স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণের বা তন্ত্রধারকের দক্ষিণ জানু ধারণপূর্বক মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরৌ তৎসদস্য অমুকে মাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (দাসঃ বা) মৎসঙ্কলিত বার্ষিক শরৎকালীন বৃহন্নদিকেশ্বর পুরাণোক্ত বিধিনা দুর্গামহাপূজাকর্মণি পূজক কর্মকরণায় (তন্ত্রধারক হইলে—তন্ত্রধারক কর্ম করণায়) অমুকগোত্রঃ, শ্রীঅমুকদেবশর্মাণং গন্ধাদিভিরভ্যর্চ ভবন্তুমহং বৃণে।” ব্রাহ্মণ (তন্ত্রধারক বা) বলিবেন—“ওঁ বৃতো হস্মি।” অতঃপর করযোড়ে যজমান বলিবেন—“যথাবিহিত পূজককর্ম (তন্ত্রধারক কর্ম) কুরু॥” ব্রাহ্মণ বলিবেন—“ওঁ যথাঙ্কানং করবাণি।” এইরূপে চণ্ডীপাঠকেরও বরণ করিবেন। মন্ত্র একই প্রকার শুধুমাত্র ‘পূজক’ হলে ‘দেবীমাহাত্ম্য পাঠক’ বলিবেন এবং তাঁহার নাম এবং গোত্র উল্লেখ করিবেন।*

ইহা ব্যতীত যদি কুলপ্রথা থাকে বা নিয়ম থাকে, তাহা হইলে—ব্রাহ্মা, হোতা, আচার্য্য ও সদস্য বরণ করিবেন। মন্ত্র সমস্তই একই প্রকার হইবে। শুধুমাত্র “অমুক কর্ম করণায়” হলে “ব্রাহ্মকর্ম করণায়”, “হোতৃকর্ম করণায়”, “আচার্য্যকর্ম করণায়”, “সদস্য কর্ম করণায়” উল্লেখ করিবেন এবং তন্ত্বে নাম ও গোত্র উল্লেখ করিবেন।

এইরূপে বরণকার্য্য সমাপ্ত করিয়া পূজক ব্রাহ্মণ পূজার আসনে বসিয়া আচমন, বিষ্ণুস্মরণাদি, স্বস্তিবাচন এবং স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিয়া সঙ্কল্পাদি করিবেন। এই সময় চণ্ডীপাঠের ও দুর্গানাম জপের সঙ্কল্প করিবেন।

চণ্ডীপাঠ সঙ্কল্প—চণ্ডীপাঠক ব্রাহ্মণ আচমন, বিষ্ণুস্মরণাদি করিয়া—“ওঁ কর্তব্যে হস্মিন্ দেবীমাহাত্ম্য পাঠ কর্মণি, ওঁ পুণ্যাং ভবন্তো” ইত্যাদিরূপে স্বস্তিবাচন এবং যজমানের বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবেন।

*যজমান স্বয়ং পূজায় অসমর্থ বা অনধিকারী হইলে পূজক ও তন্ত্রধারক বরণ করিবেন। বরণকার্য্যটি যজমান প্রথমেই করিবেন। তাহার পর সমস্ত কার্য্য ব্রাহ্মণের, যজমানের নহে। শূদ্র হইলে—“ওঁ” হলে “নমো” বলিবেন “বিষ্ণুরোম্” হলে—“বিষ্ণুর্নমঃ” বলিবেন।

কৃষ্ণনবম্যাদি কল্পে—“বিষ্ণুরৌ তৎসদস্য আশ্বিনে মাসি কৃষ্ণপক্ষে নবম্যাং তিথাবারভ্য মহানবমীং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্মাণঃ বা দাসস্য) মৎসঙ্কলিত বার্ষিক শরৎকালীন বৃহন্নদিকেশ্বর পুরাণোক্ত বিধিনা শ্রীভগবদ্দুর্গামহাপূজায়াং সর্ববিঘ্নোপশমনপূর্বকম্ অতুলধনধন্যসুতান্বিতত্বকামঃ (শ্রীভগবদ্দুর্গা শ্রীতিকামো বা) শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষি বেদব্যাসপ্রোক্ত জয়াখ্য মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য প্রকাশক সন্দর্ভস্য দেবীসূক্তার্গল-কীলক-দেবীকবচ সহিত “সাবর্ণি সূর্য্যতনয়ঃ” ইত্যারভ্য “সাবর্ণিভবিতা মনুঃ” ইত্যন্তদেবীমাহাত্ম্যস্য পঞ্চদশকৃৎঃ পাঠ কর্ম্মহং করিষ্যে।” (পরার্থে—করিষ্যামি)।

প্রতিপদাদি কল্পে—সঙ্কল্প বাক্য একই প্রকার। শুধুমাত্র “কৃষ্ণপক্ষে নবম্যান্তিথাবারভ্য” হলে—“শুক্রেপক্ষে প্রতিপদিতিথাবারভ্য” বলিবেন এবং “পঞ্চদশকৃৎঃ” হলে—“নবকৃৎঃ” বলিবেন।

ষষ্ঠ্যাদি কল্পে—সঙ্কল্প বাক্য একই প্রকার। শুধুমাত্র “শুক্রেপক্ষে প্রতিপদিতিথাবারভ্য” হলে—“শুক্রেপক্ষে ষষ্ঠ্যাং তিথাবারভ্য” বলিবেন এবং “নবকৃৎঃ” হলে—“চতুঃকৃৎঃ” বলিবেন।

সপ্তম্যাদি কল্পে—সঙ্কল্প বাক্য একইরূপ, শুধুমাত্র “ষষ্ঠ্যান্তিথাবারভ্য” হলে—“শুক্রেপক্ষে সপ্তম্যান্তিথাবারভ্য” বলিবেন এবং “চতুঃকৃৎঃ” হলে—“ত্রিকৃৎঃ” বলিবেন। মহাষ্টম্যাদি, কেবল মহাষ্টমী ও কেবল মহানবমী কল্পে—“শুক্রেপক্ষে মহাষ্টম্যান্তিথৌ” বা “মহানবম্যান্তিথৌ” বলিবেন এবং মহাষ্টম্যাদি কল্পে—“মহাষ্টম্যান্তিথাবারভ্য” বলিবেন এবং “ত্রিকৃৎঃ” হলে “দ্বিকৃৎঃ”, কেবল মহাষ্টমী ও কেবল মহানবমীতে—“দ্বিকৃৎঃ” হলে “সকৃৎ” বলিবেন। অতঃপর কুলাচার অনুযায়ী যাঁহাদের দুর্গানাম জপ হয়, তাঁহাদের ক্ষেত্রে দুর্গানাম জপের সঙ্কল্প করিবেন।

দুর্গানাম জপের সঙ্কল্প—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্য আশ্বিনে মাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথাবারভ্য (যেই দিবস কল্পারম্ভ হইবে অথবা যেইদিন হইতে জপ আরম্ভ হইবে তাহাই

উল্লেখ্য এবং কত সংখ্যক জপ হইবে তাহাও উল্লেখ্য) শুক্রামহানবমীং যাবৎ প্রত্যহম্ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্মণঃ বা দাসঃ) শ্রীভগবদ্গুর্গা শ্রীতিকামঃ ইয়ং সংখ্যক (সংখ্যা উল্লেখ্য) “দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা” ইতি নামমন্ত্র (অথবা দুর্গা ইতি নামমন্ত্র) জপ কর্মাহং করিষ্যে ।” (পরার্থে—করিষ্যামি ।) কুলাচার অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যায় জপ হইবে ! অতঃপর পঞ্চগব্য শোধন করিবেন ।

পঞ্চগব্য শোধন—(সামবেদীয়)—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য । গোময়—ওঁ গাবশ্চিদ্বা সমন্যবঃ সজাতেন মরুতঃ সবন্ধবঃ । রিহতে ককুভো মিথঃ ॥” **দুষ্ক—**“ওঁ গব্যো যু গো যথা পুরাশ্বয়োত রথয়া । রবিবস্যা মহো নাম ॥” **দধি—**“ওঁ দধিক্রাবণো অকারিষং, জিষ্ণেগরশ্বস্য বাজিনঃ । সুরভি নো মুখা করং, প্রণ আয়ুংসি তারিষং ॥” **ঘৃত—**“ওঁ ঘটবতী ভুবনানা-মভিশ্রিয়ৌর্বী পৃথ্বী মধুদুষে সুপেশসা । দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা, বিষ্ণুভিতে অজরে তুরিরেতসা ॥” **কুশোদক—**“ওঁ দেবস্য দ্বা সবিতুঃ প্রসবে হস্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণে হস্তাভ্যাং গৃহামি ॥” অতঃপর গায়ত্রী পাঠপূর্বক একীকরণ করিবেন ।

যজুর্বেদীয়—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য । গোময়—“ওঁ গন্ধদ্বারা দুরাধর্বাং নিতাপুষ্ঠাং করীষিণীম্ । ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং দ্বামিহোপহুয়ে শ্রিয়ম্ ॥” **দুষ্ক—**“ওঁ আ প্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণম্ । ভবা বাজস্য সঙ্গথে ॥” **দধি—**“ওঁ দধিক্রাবণো অকারিষং, জিষ্ণেগরশ্বস্য বাজিনঃ । সুরভি নো মুখা করং, প্রণ আয়ুংসি তারিষং ॥” **ঘৃত—**“ওঁ তেজো ঽসি শুক্রমস্য মৃতমসি ধাম নামাসি । প্রিয়ং দেবানামনাধুষ্ঠং দেবযজনমসি ॥” **কুশোদক—**“ওঁ দেবস্য দ্বা সবিতুঃ প্রসবে হস্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণে হস্তাভ্যামাদদে ॥” অতঃপর গায়ত্রী পাঠপূর্বক একীকরণ করিবেন ।

ঋগ্বেদীয়—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য । গোময়—“ওঁ গাবশ্চিদ্বা সমন্যবঃ সজাতেন মরুতঃ সবন্ধবঃ । রিহতে ককুভো মিথঃ ॥” **দুষ্ক—**“ওঁ আপো অদ্যাষচারিষং রসেন সমগম্যহি । পয়স্থানম্ন আগহি তং মা সংসৃজ বর্চসা ॥” **দধি—**“ওঁ উদ্বুধ্যধ্বং সমনসং সখায়ঃ, সময়িমিদ্ধং বহবঃ সনীড়াঃ । দধিক্রামমগ্নিমুঘসঞ্চ দেবীমিত্রাবতো ঽবংসে নিহুয়ে

বঃ ॥” **ঘৃত—**“ওঁ অগ্নিরশ্মি জন্মনা জাতবেদা, ঘটং মে চক্ষুরমৃতং মে আসন । অর্কদ্বিধাতু রজসোবিমানো ঽজস্রো ঘর্মো হবিরশ্মিনাম্ ॥” **কুশোদক—**“ওঁ যোগে যোগে তবস্তরং, বাজে বাজে হবামহে । সখায় ইন্দ্রমৃতয়ে ॥” (আয়ুসে প্রজায়ৈ) । অতঃপর গায়ত্রী পাঠপূর্বক একীকরণ করিবেন । এইরূপে স্ব স্ব বেদোক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া সেই শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা পূজাস্থান শোধন করিবেন । অতঃপর সামান্যার্থ্য স্থাপন করিবেন ।



ধেনুমুদ্রা



যোনিমুদ্রা



অবগঠনমুদ্রা



মৎস্যমুদ্রা



অক্ষয়মুদ্রা

সামান্যার্থ্য স্থাপন—ভূমিতে নিম্নমুখ ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন করিয়া তদ্বাহ্যে বৃত্ত, তদ্বাহ্যে চতুর্দোণমণ্ডল জলদ্বারা অঙ্কন করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিলে। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশঙ্কয়ে নমঃ।” এইক্রমে—ওঁ কুমায় নমঃ, ওঁ অনন্ডায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যে নমঃ।” এইরূপে মণ্ডলমধ্যে পূজাপূর্বক “ফট্” মন্ত্রে কোশা প্রস্থাপন পূর্বক মণ্ডলে স্থাপন করিয়া “নমঃ” মন্ত্রে কোশা জলপূর্ণ করিবেন। অঙ্কুমুদ্রা দ্বারা তদুপরি তীর্থ আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদারীর সরস্বতী। নর্মদা সিংধো কাবেরী জলে হসিন্ সন্নিধিং কুরু ॥”

অতঃপর “ওঁ” মন্ত্রে কোশাহ জলে একটি গন্ধপুষ্প দিয়া কোশার উপরে গন্ধ-পুষ্প অক্ষত-যব-কুশ-তিল দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া ধেনুদ্বারা ও ঘেনিদ্বারা স্বেদিতকৈ। অতঃপর মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক তদুপরি “ওঁ” মন্ত্র আটবার জপ করিবেন। অতঃপর দ্বারপূজা করিবেন।

দ্বারপূজা—“ফট্” মন্ত্রে সামান্যার্থ্যের জলে দ্বারদেশ অভ্যক্ষণ করিয়া আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা দ্বারদেবতাগণের আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ দ্বারদেবতান্যঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধন্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহীত।” এইরূপে আবাহন করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিলে। যথা—(মধ্যে)—ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।” (দক্ষিণে)—“ওঁ শ্রীং মহালক্ষ্ম্য নমঃ” (বামে)—“ওঁ ঐং সরস্বতৌ নমঃ” (দক্ষিণশাখায়)—“ওঁ বিদ্যায় নমঃ” “ওঁ গাং গন্ধপূত্রে নমঃ” “ওঁ যাং যমুনায়ৈ নমঃ” (বামশাখায়)—“ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ” (দেহল্যাম)—“ওঁ অস্ত্রায় নমঃ” অশস্তপক্ষে—“ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ” মন্ত্রে এবাং পূজা করিবেন। অতঃপর বিঘ্নাপসারণ করিবেন।

বিঘ্নাপসারণ—মূলমন্ত্র (ঐং হ্রীং শ্রীং) অথবা (হ্রীং) মন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্যবিশ্ব, “ওঁ অস্ত্রায় ফট্” মন্ত্রে উর্দ্ধে তালি দিয়া অন্তরীক্ষের বিদ্ব এক বামপদের পার্শ্ব (গোড়ালী) দ্বারা মাটিতে তিনবার আঘাত করিয়া ভৌমবিশ্ব অপসারণ পূর্বক মাষভক্তবলি দিবেন।

মাষভক্তবলি—স্ববামে নিম্নমুখ ত্রিকোণমণ্ডল জলদ্বারা অঙ্কিত করিয়া তদুপরি কদলীপত্রে অথবা মৃণ্ময়পাত্রে মাষকলাই, আতপ তণ্ডুল, দধি ও দৃত দিয়া সঙ্ক্ৰিত করিয়া ভূতগণের আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ ভূতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধন্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহীত ॥” অতঃপর “বং এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ” মন্ত্র তিনবার পাঠপূর্বক তিনবার কুশোদকে অভ্যক্ষণ করিয়া, “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মাষভক্তবলয়ে নমঃ” মন্ত্রে উহাতে গন্ধপুষ্প দিয়া, “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ” মন্ত্রে নারায়ণ শিলায় গন্ধপুষ্প দিয়া, “এব মাষভক্তবলি ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে উহাতে কুশোদক দিয়া উৎসর্গ করিয়া, করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহন্ত ময়া দত্তো বলিরেবঃ প্রসাদিতঃ ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পান্যৈবলিভিস্তর্পিতাস্থবা। দেশাদম্মাদ্বিনিসৃত্যঃ পূজাং পশ্যন্ত মৎকৃতাম্ ॥” অতঃপর একগণ্ডু জল লইয়া “ওঁ ভূতাদয়ঃ ক্ষমধ্বম্।” মন্ত্রে ভূমিতে জলগণ্ডু ত্যাগ করিয়া, শ্বেতসরিষা অভাবে আতপ তণ্ডুল লইয়া “ফট্” মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে চারিদিকে বিকিরণ করিবেন। যথা—“ওঁ অপসর্পন্ত তে ভূতাঃ যে ভূতা ভূবি সংহিতাঃ। ভূতানামবিরোধেন দুর্গাপূজাং করোম্যহম্ ॥ ওঁ বেতালামশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্ত তে সর্বৈ চণ্ডিকাশ্চৈব তাড়িতাঃ ॥” অতঃপর আসনশুদ্ধি করিবেন।

আসনশুদ্ধি—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং আধারশঙ্কয়ে কমলাসনায় নমঃ” মন্ত্রে আসনের গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজাপূর্বক উভয় হস্তে আসন ধরিয়া পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ অস্যা আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষি সুতলং ছন্দঃ কূর্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিবুনা ধৃতা। তক্ষ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্ ॥” অনন্তর গুরুপঙ্ক্তি প্রণাম করিবেন।

গুরুপঙ্ক্তি প্রণাম—করযোড়ে (বামে)—“ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ।” (দক্ষিণে)—“ওঁ গণেশায় নমঃ।” (সম্মুখে)—“ওঁ শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যৈ নমঃ।” অতঃপর দিগ্ধ্বজন করিবেন।

দিগ্‌জ্ঞান—“ফট্” মস্ত্রে একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া দুই করতলে পেষণপূর্বক, ঈশানকোণে পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধে তিনটি তালি এবং ছোটিকা (তুড়ি) দ্বারা “ফট্” মস্ত্রে দশদিক বন্ধন করিবেন। অতঃপর পুষ্পশুদ্ধি করিবেন।

পুষ্পশুদ্ধি—“ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্বতে শতায় সম্যক সম্বন্ধায় হুং” মন্ত্র পাঠান্তে নারাচ মুদ্রায় পুষ্প স্পর্শ করিয়া “ওঁ হ্রীং হুং ফট্” মস্ত্রে গুজোপচার দ্রব্য সকল দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প সম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা ॥” অতঃপর ভূতশুদ্ধি করিবেন।

অথ ভূতশুদ্ধি—“রং” ইতি জলধারয়া আত্মানং বহিঃপ্রাকারং বিচিন্ত্য, স্বাক্ষে উত্তানৌ করৌ কৃৎস্না, ‘হংসঃ’ ইতি মস্ত্রেণ হৃদয়স্থং জীবাত্মানং দীপকলিকাকারং মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিন্যা সহ সুষুম্নাবত্মনা মূলাধার-স্বাধিষ্ঠান-মণিপূরকানাহত-বিশুদ্ধাক্ষাথ্য ষট্‌চক্রাণি ভিত্তা, শিরো বহিঃস্থিতাধোমুখসহস্রদল-কমল-কর্ণিকান্তর্গত পরমাগ্নিনি সংযোজ্য, তত্রৈব পৃথিব্যাপ্তেজোবায়ুকাশ-গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-নাসিকা-জিহ্বা-চক্ষু-শ্রব-শোত্র-বাক্-পাণি-পাদ-পায়ুপস্থ প্রকৃতিমনোবুদ্ধ্যহঙ্কাররূপ চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি লীনানি বিভাব্য, (দক্ষিণাস্থুঠেন) দক্ষিণনাসাপুটং ধৃত্বা, ‘যং’ ইতি বায়ুবীজং ধূস্রবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য, তস্য (যং বীজস্য) ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য, (কনিষ্ঠানাসিকাত্যাং) বামনাসাপুটমপি ধৃত্বা, তস্য (যং বীজস্য) চতুঃষষ্টিবারজপেন কুণ্ডকং কৃৎস্না, বামকুক্ষিঃ কৃষ্ণবর্ণ-পাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোষ্য দক্ষিণনাসাপুটং ত্যক্ত্বা তস্য (যং বীজস্য) দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততো দক্ষিণনাসাপুটে ‘রং’ ইতি বহিঃবীজং রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা, তস্য (রং বীজস্য) ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য, অস্থুঠেন পুনঃ দক্ষিণনাসাপুটং ধৃত্বা তস্য (রং বীজস্য) চতুঃষষ্টিবারজপেন কুণ্ডকং কৃৎস্না, পাপপুরুষেণ সহ দেহং দক্ষ্য বামনাসাপুটং ত্যক্ত্বা তস্য (রং বীজস্য) দ্বাত্রিংশদ্বার জপেন বামনাসয়া ভস্মনাসহ বায়ু রেচয়েৎ।



নারাচমুদ্রা

ততঃ ‘ঠং’ ইতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং বামনাসাপুটে ধ্যাত্বা, তস্য (ঠং বীজস্য) ষোড়শবারজপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বা, বামনাসাপুটং ধৃত্বা, ‘বং’ ইতি বরুণবীজস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুণ্ডকং কৃৎস্না, ললাটস্থচন্দ্রাদ্গলিত সুধয়া মাতৃকাবর্ণাঙ্ঘ্রিকয়া সমস্তদেহং বিরচ্য, দক্ষিণনাসাপুটং ত্যক্ত্বা ‘লং’ ইতি পৃথ্বীবীজস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দেহং সুদৃঢ়ং বিচিন্ত্য, দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ সো হং ইতি মস্ত্রেণ জীবাত্মানং স্বহৃদয়মানীয়, কুলকুণ্ডলিনীং পৃথিব্যাদীনীং চ যথাহানে স্থাপয়েৎ।—ইতি ভূতশুদ্ধি।

ভূতশুদ্ধির ব্যাখ্যা—‘রং’ মস্ত্রে জলধারা দ্বারা নিজে কে বহিঃপ্রাচীর-বেষ্টিত চিন্তাপূর্বক স্বীয় ক্রোড়ে উত্তানভাবে বামহস্তোপরি দক্ষিণ হস্ত স্থাপনপূর্বক ‘হংসঃ’ মস্ত্রে হৃদয়স্থিত দীপকলিকারার জীবাত্মাকে মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনীসহ সুষুম্নাপথে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত ও বিশুদ্ধাক্ষাথ্য এই ষট্‌চক্র ভেদপূর্বক ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থিত অধোমুখ সহস্রদল কমলকর্ণিকাতে পরমাত্মার সহিত সংযোগ করতঃ তথায় পৃথিবী, জল, তেজঃ (অগ্নি), বায়ু, আকাশ, গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দ-নাসিকা-জিহ্বা-চক্ষু-শ্রব-শোত্র-বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থ-প্রকৃতি-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কাররূপচতুর্বিংশতি তত্ত্ব লীন চিন্তাপূর্বক দক্ষিণ অস্থুঠদ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধরিয়া ‘যং’ বায়ুবীজ ধূস্রবর্ণ বামনাসাপুটে চিন্তা করিয়া ‘যং’ বীজ ষোড়শবার জপদ্বারা দেহপূর্ণ করিবেন অর্থাৎ পূরক করিবেন। অতঃপর কনিষ্ঠা এবং অনামিকা দ্বারা বামনাসাপুটও ধরিয়া ‘যং’ বীজ চতুঃষষ্টিবার জপদ্বারা কুণ্ডক করিয়া বামকুক্ষিঃ পাপপুরুষ সহিত দেহ শোধন করিয়া, দক্ষিণনাসাপুট ত্যাগপূর্বক ‘যং’ বীজ দ্বাত্রিংশদ্বার জপদ্বারা বায়ু রেচন অর্থাৎ ত্যাগ করিবেন। অতঃপর দক্ষিণনাসাপুটে ‘রং’ এই বহিঃবীজকে রক্তবর্ণ চিন্তাপূর্বক ‘রং’ বীজকে ষোড়শবার জপদ্বারা দেহ বায়ুপূরণ করিয়া, অস্থুঠদ্বারা পুনঃ দক্ষিণনাসাপুট ধরিয়া ‘রং’ বীজকে চতুঃষষ্টিবার জপদ্বারা কুণ্ডক করিয়া পাপপুরুষ সহ দেহ দক্ষ চিন্তাপূর্বক বামনাসাপুট ত্যাগ করতঃ ‘রং’ বীজ দ্বাত্রিংশদ্বার জপদ্বারা বামনাসায় ভস্মসহ বায়ু রেচন করিবেন। অতঃপর ‘ঠং’ এই চন্দ্রবীজকে শুক্লবর্ণ চিন্তাপূর্বক বামনাসাপুটে ‘ঠং’ বীজকে ষোড়শবার জপদ্বারা ললাটে চন্দ্র আনিয়া, বামনাসাপুট ধরিয়া ‘বং’ এই বরুণবীজকে চতুঃষষ্টিবার জপপূর্বক কুণ্ডক করিয়া, ললাটস্থ চন্দ্র হইতে গলিত সুধাদ্বারা মাতৃকাবর্ণাঙ্ঘ্রিকা সমস্ত দেহ রচনাপূর্বক; দক্ষিণ নাসাপুট ত্যাগ করিয়া ‘লং’ এই পৃথ্বীবীজকে দ্বাত্রিংশদ্বার জপপূর্বক স্বীয় দেহ সুদৃঢ় চিন্তা করিয়া দক্ষিণনাসায়

বায়ু রেচন করিবেন। অতঃপর “সো হং” মন্ত্রে জীবাঙ্কাকে স্বহৃদয়ে আনিয়া কুলকুণ্ডলিনী পৃথিব্যাদিনী যথাহানে স্থাপন করিবেন।

সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি—“রং” মন্ত্রে আপনার চতুর্দিকে জলধারা দিয়া নিজেকে বহিঃপ্রাচীর-বেষ্টিত চিন্তাপূর্বক নাসাপুটদ্বয় টিপিয়া নিম্নোক্ত চারিটি মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ মূলশৃঙ্গাটচ্ছিরঃ সুবুন্নাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ পরমশিব সুবুন্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমূলসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হংসঃ সো হং স্বাহা ॥ ৪ ॥” অতঃপর ন্যাসাদি করিবেন।

মাতৃকান্যাস—“ওঁ অস্য মাতৃকান্যাসস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো, মাতৃকা সরস্বতী দেবতা, হলো বীজানি, স্বরাঃ শক্তয়ো, লিপিন্যাসে বিনিয়োগঃ। (শিরসি)—“ওঁ ব্রহ্মাণে ঋষয়ে নমঃ।” (মুখে)—“ওঁ গায়ত্রৌ ছন্দসে নমঃ।” (হৃদি)—“ওঁ মাতৃকাসরস্বতৌ দেবতায়ৈ নমঃ।” (গুহে)—“ওঁ হলভ্যো বীজেভ্যো নমঃ।” (পাদয়োঃ)—“ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ।” (সর্বাঙ্গে)—“ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ ॥”

করন্যাস—“অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঙং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং উং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হং। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অং করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্ ॥”

অঙ্গন্যাস—“অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঙং শিরসে স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং উং শিখায়ৈ বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হং। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অং অস্ত্রায় ফট্ ॥”

অন্তর্মাতৃকান্যাস—“ওঁ আধারে লিঙ্গনাভৌ হৃদয়সরসিজৈ তালুমূলে ললাটে, দ্বিপদ্রে ষোড়শারে দ্বিদশ-দশদলে দ্বাদশার্কে চতুষ্কে। বাসান্তে বালমধ্যে ড-ফ-ক-ঠ সহিতে কণ্ঠদেশে স্বরাণাং, হং ক্ষং তদ্ব্যর্থযুক্তং সকলদলগতং বর্ণরূপং নমামি ॥” অং আং ইং ঈং উং, উং ঋং ঙং ঞং ঙং এং ঐং ওং ঔং অং অং নমঃ (কণ্ঠে)। কং খং গং ঘং ঙং

চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং নমঃ (হৃদয়ে)। ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং নমঃ (নাভৌ)। বং ভং মং যং রং লং নমঃ (লিঙ্গমূলে)। বং শং ষং সং নমঃ (মূলাধারে) হং ক্ষং নমঃ (ক্রমধ্যে) ॥”

বাহ্যমাতৃকান্যাস—“ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্ত মুখদোঃ-পদ্মধাবক্ষঃস্থলাং, ভাস্কর্যমৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গন্তনীম্। মুদ্রামক্ষণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাঙ্ঘ্রিজৈর্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে ॥” অং নমঃ (ললাটে), আং নমঃ (মুখবৃত্তে), ইং নমঃ (দক্ষিণনেত্রে), ঈং নমঃ (বামনেত্রে), উং নমঃ (দক্ষিণকর্ণে), ঊং নমঃ (বামকর্ণে), ঋং নমঃ (দক্ষিণনাসাপুটে), ঙং নমঃ (বামনাসাপুটে), ঞং নমঃ (দক্ষিণগণ্ডে), ঞং নমঃ (বামগণ্ডে), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ঐং নমঃ (অধরে), ওং নমঃ (উর্দ্ধদন্তপংক্তৌ), ঔং নমঃ (অধোদন্তপংক্তৌ), অং নমঃ (মস্তকে), অং নমঃ (মুখে), কং নমঃ (দক্ষিণবাহুমূলে), খং নমঃ (কূপরে), গং নমঃ (মণিবন্ধে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঙং নমঃ (অঙ্গুল্যাগ্রে), চং নমঃ (বামবাহুমূলে), ছং নমঃ (কূপরে), জং নমঃ (মণিবন্ধে), ঝং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঞং নমঃ (অঙ্গুল্যাগ্রে), টং নমঃ (দক্ষিণপাদমূলে), ঠং নমঃ (জানুনি), ডং নমঃ (গুল্ফে), ঢং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ণং নমঃ (অঙ্গুল্যাগ্রে), তং নমঃ (বামপাদমূলে), থং নমঃ (জানুনি), দং নমঃ (গুল্ফে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), নং নমঃ (অঙ্গুল্যাগ্রে), পং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ভং নমঃ (নাভৌ), মং নমঃ (উদরে), যং নমঃ (হৃদি), রং নমঃ (দক্ষিণকর্ণে), লং নমঃ (ককুদি), বং নমঃ (বামকর্ণে), শং নমঃ (হৃদয়াদি দক্ষিণকরাগ্রে), ষং নমঃ (হৃদয়াদি বামকরাগ্রে), সং নমঃ (হৃদয়াদি দক্ষিণপাদাগ্রে), হং নমঃ (হৃদয়াদি বামপাদাগ্রে), লং নমঃ (হৃদয়াদি জঠরে), ক্ষং নমঃ (হৃদয়াদি মুখে)।

সংহারমাতৃকান্যাস—“ওঁ অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্কং, বিদ্যাং কীরেবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্। অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং, বর্ণেশ্বরী প্রণমতন্তনভারনশ্রাম্ ॥” ক্ষং নমঃ (হৃদয়াদিমুখে), লং নমঃ (হৃদয়াদি জঠরে), হং নমঃ (হৃদয়াদি বামপাদাগ্রে), সং নমঃ (হৃদয়াদি দক্ষিণপাদাগ্রে), ষং নমঃ (হৃদয়াদি বামকরাগ্রে), শং নমঃ (হৃদয়াদি

দক্ষিণকরাগ্রে), বং নমঃ (বামস্কন্ধে), লং নমঃ (ককুদি), রং নমঃ (দক্ষিণস্কন্ধে), যং নমঃ (হৃদি), মং নমঃ (উদরে), ভং নমঃ (নাভী), বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), পং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), নং নমঃ (বামপাদাঙ্গুল্যগ্রে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), দং নমঃ (গুল্ফে), থং নমঃ (জানুনি), তং নমঃ (বামপাদমূলে), গং নমঃ (দক্ষিণপাদাঙ্গুল্যগ্রে), চং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ডং নমঃ (গুল্ফে), ঠং নমঃ (জানুনি), টং নমঃ (দক্ষিণপাদমূলে), ঞং নমঃ (বামকরাঙ্গুল্যগ্রে), ঝং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), জং নমঃ (মণিবন্ধে), ছং নমঃ (কুপরে), চং নমঃ (বামবাহুমূলে), ঙং নমঃ (দক্ষিণকরাঙ্গুল্যগ্রে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), গং নমঃ (মণিবন্ধে), খং নমঃ (কুপরে), কং নমঃ (দক্ষিণবাহুমূলে), অং নমঃ (মুখে), অং নমঃ (মস্তকে), ঔং নমঃ (অধোদন্তপংক্তৌ), ওং নমঃ (উর্দ্ধদন্তপংক্তৌ), ঐং নমঃ (অধরে), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ঙ্ং নমঃ (বামগণ্ডে), ঞং নমঃ (দক্ষিণগণ্ডে), ঞ্ং নমঃ (বামনাসাপুটে), ঞ্ং নমঃ (দক্ষিণনাসাপুটে), উং নমঃ (বামকর্ণে), উং নমঃ (দক্ষিণকর্ণে), ঈং নমঃ (বামনেত্রে), ইং নমঃ (দক্ষিণনেত্রে), আং নমঃ (মুখবৃত্তে), অং নমঃ (ললাটে)। অতঃপর প্রাণায়াম করিবেন।

প্রাণায়াম—দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধরিয়া (হ্রীং) মূলমন্ত্র ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বামনাসায় বায়ুপূরণ অর্থাৎ পূরক করিবেন। ইহাই পূরক। অতঃপর অনামিকা ও কনিষ্ঠাদ্বারা বামনাসাপুট ধরিয়া (হ্রীং) মূলমন্ত্র চতুঃষষ্টিবার জপপূর্বক বায়ুরোধ করিবেন। ইহাই কুস্তক। অতঃপর দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা (হ্রীং) মূলমন্ত্র দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিতে করিতে বায়ুত্যাগ করিবেন। ইহাই রেচক। অতঃপর অনামিকা ও কনিষ্ঠাদ্বারা বামনাসাপুট রুদ্ধ করিয়া (হ্রীং) মূলমন্ত্র ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বায়ুপূরণ করতঃ অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণনাসাপুট রুদ্ধ করিয়া (হ্রীং) মূলমন্ত্র চতুঃষষ্টিবার জপ করিতে করিতে বায়ুরুদ্ধ করিবেন। অনন্তর বামনাসাপুট ত্যাগ করিয়া (হ্রীং) মূলমন্ত্র দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিতে করিতে বামনাসায় বায়ুত্যাগ করিবেন। অতঃপর দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া (হ্রীং) মূলমন্ত্র ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বামনাসাপুটে বায়ু পূরণ করিবেন। অনামিকা ও কনিষ্ঠাদ্বারা বামনাসাপুট রুদ্ধ করতঃ (হ্রীং) মূলমন্ত্র চতুঃষষ্টি বার জপ করিতে করিতে বায়ু রুদ্ধ করিবেন। অতঃপর

দক্ষিণনাসাপুট ত্যাগ করিয়া (হ্রীং) মূলমন্ত্র দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ুত্যাগ করিবেন। বামহস্তে জপ সংখ্যা রাখিবেন। এইরূপে বিপরীতক্রমে তিনবার করিলে একবার প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়। অশুদ্ধপক্ষে—ষোড়শবারস্থলে চারিবার, চতুঃষষ্টিবার স্থলে ষোড়শবার এবং দ্বাত্রিংশদ্বার স্থলে অষ্টবার জপ করিবেন। অতঃপর পীঠন্যাস করিবেন।

পীঠন্যাস—দক্ষিণ অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ন্যাস করিবেন। যথা—(হৃদয়ে) ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ কূর্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ, মুখে—ওঁ অধর্মায় নমঃ। বামপার্শ্বে—ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। নাভী—ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—ওঁ অনৈশ্বর্যায় নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ সং সত্যায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ওঁ তং তমসে নমঃ, ওঁ আং আত্মনে নমঃ, ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। হৃৎপদ্মে—ওঁ আং প্রভায়ৈ নমঃ। ওঁ ঙ্ং মায়ায়ৈ নমঃ, ওঁ উং জয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ এং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, ওঁ ঐং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ। ওঁ ওং নন্দিন্যৈ নমঃ, ওঁ ঐং সুপ্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ অং সর্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ। মধ্যে—ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হং ফট নমঃ।

করন্যাস—“হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্, হ্রৌং অনামিকাভ্যাং হং, হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট ॥”

অঙ্গন্যাস—“হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রুং শিখায়ৈ বষট্, হ্রৌং কবচায় হং, হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রঃ অস্ত্রায় ফট ॥”



কূর্মমুদ্রা

পাদদেশ হইতে মস্তক স্পর্শ করিবেন।

(মুখে) — “ও গায়ত্রী ছন্দে নমঃ।” (হৃদি) — “ও শ্রীদুর্গদেবতায়ৈ নমঃ।” অতঃপর কুমুদ্রায় পুষ্পাদি লইয়া দেবার বাণী কার্যে নিযুক্ত হইল।

চিত্তয়েৎ সততং দেবীং ধর্মকামার্থ মোক্ষদাম্॥” এইরূপ ধ্যানান্তে পুষ্পটি নিজ মস্তকে দিয়া মানস পূজা করিবেন।

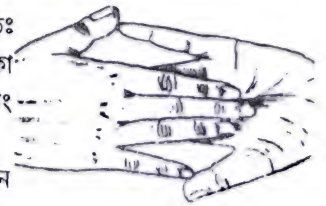
অথ মানসপূজনম—সেবীং ধ্যানা, স্বশরিসি পুষ্পং দত্তা, হং পথ্য মধ্যে পাঠ্যাসোক্ত কালিত পাঠে তেজোময়ং দেবার্যাসি। নাত্য
পাদ্যং চরণয়োদ্যানন্দার্থং প্রকল্পয়েৎ ॥ আচামমমুতেনৈব স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতম্। আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং স্যাৎ গন্ধং স্যাৎ ক্ষিতিতত্ত্বকম্। চিত্রং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং দূপং প্রাণং

প্রকল্পেৎ ॥ তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধামুখিঃ । অনাহতধ্বনিঘণ্টা বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্ ॥ সহস্রারং ভবেচ্ছত্রং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকম্ । নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্মণি পূজামিখং
প্রকল্পেৎ ॥

অন্যার্থ—দেবীর ধ্যানান্তে পুষ্পটি স্বমৃত্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিবেন। যথা—পীঠন্যাসোক্ত কল্পিত পীঠে তেজোময় দেবীরূপ চিত্তাপূর্বক হৃদয়পদ্ম আসনরূপে দিবেন। সহস্রার হইতে ক্ষরিত অমৃতকে পাদ্যরূপে চরণে দিবেন। মনকে অর্থ্যরূপে, সহস্রদল ক্ষরিত অমৃতকে আচমনীয় এবং স্নানীয়রূপে, আকাশতত্ত্বকে বস্ত্ররূপে, ক্ষিত্তিতত্ত্বকে গন্ধরূপে, চিত্তকে পুষ্পরূপে, প্রাণকে ধূপরূপে, তেজস্তত্ত্বকে দীপরূপে, সহস্রার ক্ষরিত সুধাকে নৈবেদ্যরূপে, অনাহতধ্বনিকে ঘণ্টারূপে, বায়ুতত্ত্বকে চামররূপে, সহস্রদল পদ্মকে ছত্ররূপে, শব্দতত্ত্বকে গীতারূপে, ইন্দ্রিয়কর্ম সমূহকে নৃত্যরূপে দেবীকে নিবেদন করিবেন। অতঃপর বিশেষার্থ স্থাপন করিবেন।

বিশেষাৰ্থ্য স্থাপন—স্বৰামে নিম্নমুখ ত্ৰিকোণমণ্ডল জলদ্বারা অঙ্কন করিয়া তদুপরি ত্ৰিপদিকা স্থাপনপূর্বক “ফট” মন্ত্ৰে শঙ্খ প্রক্ষালন করতঃ “নমঃ” মন্ত্ৰে শঙ্খোপরি গন্ধ, পুষ্প, বিশ্বপত্র, দুর্বা ও অক্ষতাদি দ্বারা অৰ্ঘ্য সাজাইবেন। অতঃপর বিমল জলে বা গঙ্গোদক দ্বারা বিলোমমাতৃকা পাঠপূর্বক শঙ্খ ত্ৰিভাগ পূরণ করিবেন। যথা—“ওঁ ঋং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং চং ডং ঠং টং-ঞং ঙং জং ছং চং ঙং ঘং গং ঞং কং অং আং ঔং ওং ঐং এং ঊং ঝং ঞং উং ঠং ঙং ইং আং অঃ ॥”

অতঃপর “হুইং” মূলমন্ত্রে জলদ্বারা শঙ্খ সম্পূর্ণ পূরণ করিয়া পূজা করিবেন। যথা—(ত্রিপদিকাতে)—“ওঁ মং বহুমণ্ডলায় দশকলায়ানে নমঃ।” (শঙ্খে)—“ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়ানে নমঃ।” (জলে)—ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলায়ানে নমঃ।” অতঃপর অক্ষুশমুদ্রাযোগে (পৃঃ ১৯) শঙ্খজলে তীর্থাবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ গঙ্গৈ চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধো কাবেরি জলে হস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥”



গালিনীমুদ্রা

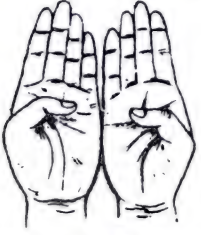
মন্ত্র পাঠান্তে—“ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবতি দুর্গে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিধাষ, ইহ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।” অতঃপর “হং” মন্ত্রে অবগুষ্ঠনমুদ্রা, (পৃঃ ১৯) “বৌষট্” মন্ত্রে গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দুর্গে হৃদয়ায় নমঃ।” এইক্রমে—“ওঁ দুর্গে শিরসে স্বাহা, ওঁ দুর্গায়ৈ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ভূতরক্ষণি কবচায় হং, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ দুর্গে দুর্গে অস্ত্রায় ফট্।” এইরূপে গন্ধপুষ্প দ্বারা শঙ্খজলে দেবীর ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন। অতঃপর মৎস্যমুদ্রা দ্বারা শঙ্খ আচ্ছাদনপূর্বক “হ্রীং” বীজমন্ত্র জপ করিয়া “বং” মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা (পৃঃ ১৯) প্রদর্শন করাইয়া শঙ্খ জল প্রাক্ষণীপাত্রে (কোশায়) কিঞ্চিৎ দিয়া সেই জলদ্বারা নিজেকে ও পূজোপকরণ সমূহ তিনবার অভ্যক্ষণ করিবেন। অতঃপর—“এষ সচন্দন পুষ্পবিস্ত্রপত্রাজলি ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ (বা—এং হ্রীং শ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ)।” মন্ত্রে দেবীর উদ্দেশ্যে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া তাহার পর পীঠপূজা করিবেন।

পীঠপূজা—পঞ্চগুড়ি দ্বারা পূর্বকৃত সর্বতোভদ্রমণ্ডলে * (প্রথমেই সর্বতোভদ্রমণ্ডলের চিত্র দেওয়া হইয়াছে) পীঠদেবতার আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ পীঠদেবতাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধাষ, ইহসন্নিধাধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহীতঃ।” অতঃপর সর্বতোভদ্রমণ্ডলে অথবা অষ্টদল পদ্মমধ্যে পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।” এইক্রমে—“ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ কুমার্যৈ নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ স্তেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিগুপ্তায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ।” অগ্নাদি চতুষ্কোণে—“ওঁ ধর্মায় নমঃ, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ ঐশ্বর্যায় নমঃ।” পূর্বাদি চতুর্দিকে—“ওঁ অধর্মায় নমঃ, ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ অনৈশ্বর্যায় নমঃ।” মধ্যে—“ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়ানে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলায়ানে নমঃ, ওঁ মং বহিমণ্ডলায় দশকলায়ানে নমঃ, ওঁ সং সত্বায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ওঁ তং তমসে নমঃ,

* সর্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কনে অসুবিধা বা অশস্ত হইলে পঞ্চগুড়ি দ্বারা অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিবেন।

ওঁ আং আয়ানে নমঃ, ওঁ অং অন্তরায়ানে নমঃ, ওঁ পং পরমায়ানে নমঃ, ওঁ হ্রীং জ্ঞানায়ানে নমঃ।” পূর্বাদি কেশরে—“ওঁ আং প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ ইং মায়ায়ৈ নমঃ, ওঁ উং জয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ এং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, ওঁ ঐং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ, ওঁ ওং নন্দিন্যৈ নমঃ, ওঁ ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ আং বিজয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ অং সর্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ।” পুনর্মণ্ডল মধ্যে—“ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হং ফট্ নমঃ॥” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা পীঠদেবতাগণের পূজা করিয়া দেবীর পুনর্দান (পৃঃ ২৮) করিয়া আবাহন করিবেন।

আবাহন—“ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবতি দুর্গে স্বকীয় গণসহিতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিধাষ, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ॥” এই মন্ত্রে পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করাইবেন, যথা—আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিধাপনী, সন্নিরোধনী এবং সন্মুখীকরণীমুদ্রা। অতঃপর অবগুষ্ঠনমুদ্রা (পৃঃ ১৯) প্রদর্শন করাইবেন। অতঃপর দেব্যঙ্গে ষড়ঙ্গপূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দুর্গে হৃদয়ায় নমঃ।” এইক্রমে—“ওঁ দুর্গে শিরসি স্বাহা, ওঁ দুর্গায়ৈ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ভূতরক্ষণি কবচায় হং, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি অস্ত্রায় ফট্।” এইরূপে ষড়ঙ্গ পূজাপূর্বক ঘটস্থাপন করিবেন।



আবাহনীমুদ্রা



স্থাপনী



সন্নিধাপনীমুদ্রা



সন্নিরোধনীমুদ্রা



সন্মুখীকরণীমুদ্রা

ঘটস্থাপন বিধি—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র অথবা মৃত্তিকা নির্মিত নাতি বৃক্ষ নাতি দীর্ঘ ছিদ্রাদি রহিত সুদৃঢ় ঘট লইয়া “ফট” মন্ত্রে প্রক্ষালনপূর্বক গন্ধপুষ্প লইয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কুন্ডায় নমঃ।” মন্ত্রে পূজাপূর্বক সর্বতোভদ্রমণ্ডলে মৃত্তিকা, ধান্য বা পঞ্চশস্য দিয়া তদুপরি ঘট বসাইয়া, ঘটে সর্বৌষধি মিশ্রিত শুদ্ধজল, তন্মধ্যে নবরত্ন বা স্বর্ণখণ্ড অভাবে রৌপ্যখণ্ড দিবে। ঘটে পঞ্চপল্লব তদুপরি এক সরা আতপ চাউল, তদুপরি ডাব ও বস্ত্র অভাবে গামছা দিবে। ঘটে দধি ও অক্ষতাদি লিপ্ত করিয়া সিন্দূরাদি দিবে এবং ললিতা দ্বারা অলঙ্কৃত সহ দুর্বা বাঁধিয়া দিয়া চন্দ্রমালা ও পুষ্পমালা দিবে। স্ববেদোক্ত বা যজ্ঞমানের বেদোক্ত মন্ত্রে ঘটস্থাপন করিবে।*

ঘটস্থাপন মন্ত্র (সামবেদী) : (ভূমিস্পর্শে)—“ওঁ মহিষীণা-মবরস্ত, দুক্ষং মিত্রস্যার্যমণঃ। দুরাধৰ্ষং বরুণস্য ॥” (অথবা—ওঁ ভূমিরন্তরীক্ষং দ্বৌ দ্বা ভূতয়াঃ)। (ধান্যস্পর্শে)—“ওঁ ধান্যবস্ত্রং করস্তিণ-মপূবস্ত-মুক্‌থিনম্। ইন্দ্রপ্রাতজ্জুৰ্ষ নঃ।” (ঘটস্পর্শে)—“ওঁ আবিসন্ কলশং সূতো, বিশ্বা অর্বন্নভিশ্রিয়ঃ। ইন্দুরিত্রায় ধীয়তে ॥” (জলস্পর্শে)—“ওঁ অ নো মিত্রাবরুণা, ঘটৈর্গব্যুতি মুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সুকৃতু ॥” (পল্লবস্পর্শে)—“ওঁ অয়মুর্জাবতো বৃক্ষ, উর্জীবি ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নুহা নুহা ১ সূর্যতাং ররি ॥” (ফলস্পর্শে)—“ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে, যৎ পার্থা যুনজতে ধিয়ন্তাঃ। শূরোনৃষাতা শ্রবসশ্চকাম, আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নমঃ ॥” (বস্ত্রস্পর্শে)—“ওঁ যুবা সুবাসঃ পরিবীত আগাং, স উ শ্রেয়ান ভবতি জায়মানঃ। তং ধীবাসঃ কবয়ঃ উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ ॥” (সিন্দূর স্পর্শে)—“ওঁ সিন্ধোরুচ্ছানে পতয়ন্ত-মুক্ষণঃ। হিরণ্যপাবঃ পশুমপসু গৃভ্ণতে ॥” (পুষ্পস্পর্শে)—“ওঁ শ্রীরসি ময়ি রমস্ব ॥” (হিরীকরণে)—“ওঁ দ্বাবতঃ পুরুবসো, বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ। স্মসি হাতহরীণাম্ ॥” (করষোড়ে পাঠ্য)—“ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি, সর্বদেবি-সমম্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ ॥”

* হোমাদিরচিতং কুন্ডং ফট ইতি প্রক্ষাল্য, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কুন্ডায় নমঃ ইতি সম্পূজ্য, ওঁ মিত্রি পীঠকুন্ডায়োরৈক্যং বিভাষ্য পীঠমধ্যে ধান্যপুষ্পোপরি (পঞ্চশস্যোপরি বা) স্থাপিত্বা, সর্বৌষধি মিশ্রিত শুদ্ধজলপূর্ণং পঞ্চরত্ন (নবরত্ন) গর্ভং ফলপল্লবমুখং দধ্যাক্ষতলিগুং সিন্দূরাক্তং মিরাবর্তরত্নসূত্রেণ বদ্ধালঙ্কৃতপত্রং বস্ত্রবন্ধগ্রীবং বস্ত্রাচ্ছাদিতং পুষ্পাদিবিভূষিতং কৃৎবা বক্ষ্যমাণ মন্ত্রাণ পঠেৎ।

ঘটস্থাপন মন্ত্র (যজুবেদী) : (ভূমিং ধৃত্বা)—“ওঁ ভুরসি ভূমিরস্যাদিতরসি, বিশ্বায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্মী। পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃষ্টং পৃথিবীং মা হি স্তীঃ ॥” (ধান্যং ধৃত্বা)—“ওঁ ধান্যমসি, ধিনুহি দেবান, ধিনুহি যজ্ঞম্। ধিনুহি যজ্ঞপতিং, ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্ ॥” (ঘটং স্পৃষ্ট্বা)—“ওঁ আ জিহ্ব কলসং মহা দ্বা বিশস্তিবঃ। পুনরুর্জা নিবর্তস্ব, সা নঃ সহস্রং ধুক্কোরুধারা পয়স্বতী, পুনর্মা বিশতাদ্রয়িঃ ॥” (জলং স্পৃষ্ট্বা)—“ওঁ বরুণস্যোত্তমমসি। বরুণস্য ঋতসজ্জনী হুঃ বরুণস্য ঋতসদন্যসি। বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ ॥” (পল্লবং স্পৃষ্ট্বা)—“ওঁ ধম্বনা গা ধম্বনাজিৎ জয়েম ধম্বনা তীত্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধম্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম ॥” (ফলং স্পৃষ্ট্বা)—“ওঁ যাঃ ফলিনীর্বা অফ লা, অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিনীঃ। বৃহস্পতিঃ প্রসূতা স্তা নো মুঞ্চত্বগুং হসঃ ॥” (বস্ত্রং স্পৃষ্ট্বা)—“ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীতঃ আগাং, স উ শ্রেয়ান ভবতি জায়মানঃ। তং ধীবাসঃ কবয়ঃ উন্নয়ন্তি, স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ ॥” (সিন্দূরং স্পৃষ্ট্বা)—“ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো, বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহাঃ। ঘটস্য ধারা অরুণো ন বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দুমুমিভিঃ পিহমানঃ ॥” (পুষ্পং স্পৃষ্ট্বা)—“ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পদ্মা অহোরাত্রে পার্শ্বে, নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাভম্। ইঞ্চন্নিবাগামুশ্ব ইবাণ, সর্বলোকশ্ব ইবাণ ॥” (হিরীকরণম্)—“ওঁ হিরো ভব বীড়স্ব, আশুর্ভব বাজ্যর্বন। পৃথুর্ভব সুষদন্তমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ ॥” (কৃতাজ্জলি পঠেৎ)—“ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি, সর্বদেবি-সমম্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ ॥” ততঃ ঘটে গায়ত্রীং পঠেৎ ॥”

ঘটস্থাপন মন্ত্র (ঋগ্বেদী) : (ভূমিং ধৃত্বা)—“ওঁ উর্বা সদনী বৃহতী ঋতেন, হবেদেবানামবসা জনিত্রী। দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে, দ্যাভা রক্ষতং পৃথিবী নো অভাং ॥” (ধান্যং ধৃত্বা)—“ওঁ ধান্যবস্ত্রং করস্তিণ-মপূবস্ত-মুক্‌থিনম্। ইন্দ্র প্রাতজ্জুৰ্ষ নঃ ॥” (ঘটং ধৃত্বা)—“ওঁ এতানি ভদ্রা কলস ক্রিয়াম্, কুরুশ্রবণ দদতো মঘানি। দান ইদ্ বো মঘবানঃ সো অন্তর্যক্ষ সোমো হৃদিং যং বিভর্মি ॥” (জলং স্পৃষ্ট্বা)—“ওঁ বরুণস্যোত্তমমসি, বরুণস্য ঋতসজ্জনী হুঃ বরুণস্য ঋতসদন্যসি, বরুণস্য ঋতসদনমসি, বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ ॥” (পল্লবং ধৃত্বা)—“ওঁ ধম্বনা গা ধম্বনাজিৎ জয়েম, ধম্বনা তীত্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি, ধম্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম ॥” (ফলং ধৃত্বা)—“ওঁ যাঃ ফলিনীর্বা

অফলা, অপুষ্ণা যাশ্চ পুষ্পিনীঃ। বৃহস্পতি প্রসূতা স্তা নো মুঞ্চত্বং হসঃ ॥” (বস্ত্রং ধৃত্বা) — “ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ, স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তৎ ধীরাসঃ কবয়ঃ উন্নয়ন্তি, স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ ॥” (সিন্দূরং স্পৃষ্ট্বা) — “ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো, বাতপ্রমিয়ঃ পয়তন্তি যহাঃ। যৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী কাষ্ঠা, ভিন্দুমিভিঃ পিষমানঃ ॥” (পুষ্পং স্পৃষ্ট্বা) — “ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পদ্মাবহারোত্রৈ পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমস্থিনৌ ব্যাভম্। ইক্ষণ্মিষাণামুশ্ম ইষাণ, সর্বলোকস্ম ইষাণ ॥” ততঃ — “ওঁ স্থিরো ভব বীহুঙ্গ, আগুর্ভব বাজার্জন। পৃথুর্ভব সুষদঙ্কমগ্নে পুরীষবাহনঃ ॥” (ইতি হিরীকুর্য্যাৎ)। ততঃ কৃতাজ্জলিঃ পঠেৎ — “ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্বদেবি-সমম্বিতম্। ইমং ঘটং সমাক্রুহ্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ ॥” ইহার পর কাণ্ডরোপণ করিবেন।

কাণ্ডরোপণ — “ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষস্পরি। এবা নো দুর্বে প্র তনু সহস্রেন শতেন চ ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ঘটের চারি কোণে চারিটি তীরকাঠি (মাটির উপর) প্রোথিত (রোপণ) করিবেন।

সূত্রবেষ্টন — “ওঁ সূত্রমাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মাণ-মদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রা-মনাগস, মশ্ববন্তী-মা রুহেমা স্বস্তয়ে ॥” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক সূত্রবেষ্টন করিবেন। অতঃপর বিতান শোধন করিবেন।

বেদীশোধন — “ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে, বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্। যুপেন যুপ আপ্যতে, প্রণীতো অগ্নিরগ্নিনা ॥”

বিতান শোধন — “ওঁ উর্দ্ধ উ বৃ ণ উতয়ে, তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা। উর্দ্ধো বাজস্য সনিতা যদঞ্জিভি-বীঘন্ডির্বিহুয়ামহে ॥” উক্ত মন্ত্র পাঠপূর্বক শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা বিতান শোধন করিবেন। অতঃপর আবাহন করিবেন।

আবাহন — কূর্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া দেবীর ধ্যান করিবেন। যথা — “ওঁ জটাজুটসমায়ুক্তম্” ইত্যাদি (পৃঃ ২৮) পাঠান্তে পুষ্পটিতে দেবীর আবির্ভাব চিন্তাপূর্বক ঘটোপরি দিয়া আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিবেন। যথা — “ওঁ ভূভুবঃ স্বর্ভগবতি দুর্গে পরিবারগণ সহিতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ ॥” অতঃপর “হুং” মন্ত্রে অবগুষ্ঠনমুদ্রা (পৃঃ ১৯), “বং” মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা (পৃঃ ১৯) ও পরমীকরণমুদ্রা দেখাইয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা — “ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবার সমম্বিতে। যাবদ্ব্যং পূজয়িষ্যামি তারত্বং সুস্থিরা ভব ॥” অতঃপর গণেশাদির পূজা করিবেন।



পরমীকরণমুদ্রা

গণেশপূজা : ধ্যান — “ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্, প্রসাদম্মদগন্ধলুন্ধ-মধুপব্যালোল গণ্ডস্থলম্ ॥ দস্তাঘাত বিদারিতারি রুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং। বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্ ॥” এইরূপে ধ্যানান্তে — “এতৎ পাদ্যং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। ইদমর্ঘ্যং (যজুর্বাং—এবো ২র্ঘ্যঃ) ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। ইদমাচমনীয়ম ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। ইদং স্নানীয়ং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এষ গন্ধঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতৎ নৈবেদ্যম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ ॥” এইরূপে দশোপচারে পূজাপূর্বক প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবেন।

প্রার্থনা মন্ত্র — “ওঁ সর্ববিঘ্নহরং দেব-একদন্তো গজানন। দেবীগৃহে ২র্চিতঃ প্রীত্যা সর্ববিঘ্নং বিনাশয় ॥” অতঃপর প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র — “ওঁ একদন্তং মহাকায়ং-লম্বোদর গজাননম্। বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণামাম্যহম্ ॥” অতঃপর সূর্য্যের পূজা করিবেন।

সূর্য্যপূজা : ধ্যান — “ওঁ রক্তাঙ্গজাসন-মশেষগুণৈকসিদ্ধুং, ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাজৈর্মণিকা মৌলি-মরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্ ॥”

এতৎ পাদ্যম্ ওঁ শ্রীসূর্যায় নমঃ ।” ইত্যাদিক্রমে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন ।

প্রণাম মন্ত্র—“ওঁ জবাকুসুম সঙ্কশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্ । ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতো হস্মি দিবাকরম্ ॥” অতঃপর বিষুং পূজা করিবেন ।

বিষ্ণুপূজা : ধ্যান—“ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী নারায়ণঃ, সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ কেয়ুরবান্ কনককুণ্ডলবান্, কিরীটিহারী হিরণ্ময়বপুর্ধ্বত শঙ্খচক্রঃ ॥” “এতৎ পাদ্যং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন ।

প্রণাম মন্ত্র—“ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ । জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥” অতঃপর শিবের পূজা করিবেন ।

শিবপূজা : ধ্যান—“ওঁ ধ্যয়েন্নিতাং মহেশং রজত গিরিনিভং চরুচন্দ্রাবতংসং, রত্নাকল্লোলজ্বলাঙ্গং পরশুমুগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্ । পদ্মাসীনং সমান্তাৎ স্তম্ভ-মমরগণৈব্যাকৃতিং বসানং, বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবজ্রং ত্রিনেত্রম্ ॥” “এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিরায়ে ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন ।

প্রণাম মন্ত্র—“ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে । নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥” অতঃপর জয়দুর্গার পূজা করিবেন ।

জয়দুর্গাপূজা : ধ্যান—“ওঁ কালাত্রাভাং কটাক্ষৈ-ররিকুলভয়দাং মৌলিবন্ধেন্দুরেখাং, শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্ । সিংহস্কন্ধাধিকৃতাং ত্রিভুবন মখিলং তেজসাপূরয়ন্তীং, ধ্যয়েদুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিশপরিবৃত্তাম্ সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ॥” “এতৎ পাদ্যং ওঁ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন ।

প্রণাম মন্ত্র—“ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে । শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমো হস্ততে ॥”

অতঃপর “এষ গন্ধঃ ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ । এতৎ পুষ্পম্ ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ । এষ ধূপঃ ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ । এষ দীপঃ ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ । এতৎ নৈবেদ্যম্ ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ ।” মন্ত্রে আদিত্যাদি নবগ্রহের, ইন্দ্রাদি দশদিকপালের, মংস্যাদি দশাবতারের, কাল্যাদি দশমহাবিদ্যার পঞ্চোপচারে

পূজা করিয়া শেষে “ওঁ সর্বভো দেবদেবীভ্যো নমঃ” মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন ।

দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা—কুমুমদ্রাযোগে পুষ্পাদি লইয়া দেবীর ধ্যান (পৃঃ ২৮) পূর্বক পুষ্পটি ঘটে প্রদান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন । যথা—১। রজতাসন লইয়া—“বৎ এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ ।” মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যক্ষণকরতঃ “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ ।” এইরূপে অর্চনা করিয়া—“ইদং রজতাসনং হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ ।” (অথবা—“এং হ্রীং শ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ”) এইরূপে উৎসর্গ করিয়া নিবেদন করিবেন । এইক্রমে—২। ওঁ দুর্গে দেবি স্বাগতং তে? ওঁ ইহ সুস্বাগতম্ ॥” প্রতিবচন মনে মনে পাঠ করিবেন । ৩। পূর্ববৎ পাদ্য অর্চনা করিয়া—নিবেদন করিবেন । ৪। এইরূপে অর্ঘ্য নির্মাণ করিয়া—“ইদমর্ঘ্যং (যজুবেদী—এষো হর্ঘ্যঃ) হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ” (অথবা—“এং হ্রীং শ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ”) মন্ত্রে দেবীর মস্তকে বা মস্তকোদ্দেশে দিবেন । ৫। ইদমাচমনীয়ং । ৬। এষ মধুপর্কঃ । ৭। ইদম্ পুনরাচমনীয়ম্ । ৮। ইদং স্নানীয়জলং । ৯। এতৎ বস্ত্রম্ । ১০। ইদং রজতাভরণম্ । ১১। এতৎ সিন্দূরম্ । ১২। এষ গন্ধঃ । ১৩। এতৎ পুষ্পম্ । ১৪। এতৎ বিষ্ণপত্রম্, ইদং মাল্যং । ১৫। এষ ধূপঃ, এষ দীপঃ, ইদং নেত্রাঞ্জলং । ১৬। এতন্নৈবেদ্যং (‘ফট্’ মন্ত্রে নৈবেদ্য অভ্যক্ষণপূর্বক পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া চক্রমুদ্রা দ্বারা অভিরক্ষণকরতঃ তদুপরি মূলমন্ত্র (এং হ্রীং শ্রীং) বা ‘ওঁ হ্রীং’ আটবার জপপূর্বক ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া, “এতৎ সোপকরণমাত্র নৈবেদ্যং হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ ।” মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া “ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা ।” মন্ত্রে জলগণ্ডুষ দিয়া বামহস্তে গ্রাসমুদ্রা করিয়া দক্ষিণ হস্তে মুখে অর্পণ করার ভঙ্গীতে “ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা ।” বলিয়া নৈবেদ্যে তদ্ব্যমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন । অতঃপর “অমৃতপিধানমসি স্বাহা ।” মন্ত্রে জলগণ্ডুষ দিবেন । অতঃপর—“ইদমাচমনীয়ম্ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ ।” “এতৎ পানার্থোদকম্ ।” “ইদং তাম্বলং” এইক্রমে দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা সমাপ্ত করিয়া—“এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ” (অথবা—“এং হ্রীং শ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ”) মন্ত্রে বীরত্রয় পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অতঃপর যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপান্তে একগণ্ডুষ জল লইয়া—“ওঁ

গুহ্যতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণস্মৎকৃতং জপম্। সিদ্ধিৰ্ভবতু মে দেবি ত্বংপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরী ॥” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক দেবীর অধোস্থ নাগপাশযুক্ত বাম হস্তোদ্দেশে জলগণ্ডুষ দিবেন। অনন্তর দেবীমাহাত্ম্য পাঠ এবং ভোগাদি নিবেদন করিয়া আরত্রিকাদি সমাপনপূর্বক প্রার্থনাদি করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—প্রথমে “ওঁ প্রসীদ ভগবতি।” বলিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবৈ সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমো হুস্ততে॥” অতঃপর “ওঁ দুর্গে দেবি জয় জয়।” মন্ত্র বলিয়া বিশেষার্থ্যাটি ঘাটে দিয়া, একগণ্ডুষ জল লইয়া পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দেবি! ময়া সুকৃতদুষ্কৃতম্। তৎ সর্বং ত্বয়িসংন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্॥” মন্ত্র পাঠান্তে জলগণ্ডুষ ত্যাগ করিবেন।

[এইরূপে প্রত্যহ পূজা করিবেন। সপ্তমীতে বিশেষভাবে পূজার উল্লেখ আছে। প্রত্যহ ষোড়শোপচারে পূজায় অসমর্থ হইলে দশোপচারে পূজা করিবেন। কিন্তু কল্লারস্তম্ভদিনে, মহানবমীদিনে ষোড়শোপচারে পূজা অবশ্য করণীয়।]*

প্রমাণম্—*“কল্লারস্ত বিধিনা প্রত্যহং পূজয়েৎ, সপ্তম্যাদৌ তু বিশেষো বক্ষ্যতে। প্রত্যহং ষোড়শোপচারৈঃ পূজা হসামর্থং দশোপচারৈঃ পূজয়েৎ, “আদ্যন্তে মহতী পূজা” ইতি বচনাৎ কল্লারস্তদিনে মহানবমীদিনে চ ষোড়শোপচারপূজা অবশ্যং করণীয়া।”

শাস্ত্রে আরও বলা হইয়াছে যে—“প্রতিপদাদিকল্পে সমর্থশ্চেৎ প্রতিপদি পূজানন্তর কেশসংস্কারদ্রব্যাদি দ্বিতীয়ায় পট্টডোরকং তৃতীয়ায় অলঙ্ককং, সিন্দূরং, দর্পণঞ্চ পৃথক পৃথক নিবেদয়েৎ। চতুর্থায় মধুপর্কং, সুবর্ণাদিনির্মিতং তিলকং কজুলঞ্চ। পঞ্চম্যায় অঙ্গরাগান্, যথাশক্তি অলঙ্কারাংশ্চ দদ্যাৎ।”

অসার্থ—প্রতিপদে কল্লারস্ত হইলে সামর্থ্য হইলে প্রতিপদের পূজার পরে কেশসংস্কার দ্রব্যাদি দিবেন। দ্বিতীয়ায় পট্টডোর, তৃতীয়ায় অলঙ্কক (আলতা), সিন্দূর, দর্পণ পৃথক পৃথকভাবে নিবেদন করিবেন। চতুর্থীতে মধুপর্ক, স্বর্ণাদি নির্মিত তিলক, কজুল (কাজল), পঞ্চমীতে অঙ্গরাগ দ্রব্যাদি; যথাশক্তি অলঙ্কার নিবেদন করিবেন।

উৎসর্গবিধি—“বৎ এতেভ্যঃ কেশসংস্কারদ্রব্যেভ্যো নমঃ” তিনবার মন্ত্র পাঠান্তে তিনবার কুশোদকে অভ্যক্ষণ করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যঃ কেশসংস্কারদ্রব্যেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যয়ে ওঁ বিষবৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ, এতানি কেশসংস্কারদ্রব্যাদি হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।” এইক্রমে—পট্টডোরকের অর্চনা করিয়া “এতৎ পট্টডোরকং হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। এতৎ অলঙ্ককং, এতৎ সিন্দূরং, এষ দর্পণঃ, এষ মধুপর্কঃ, এতত্তিলকং, এতৎ নেত্রাঞ্জলং, এতে অঙ্গরাগাঃ, এতে অলঙ্কারাঃ” ইত্যাদি বলিয়া উৎসর্গ করিবেন।

বোধন

ষষ্ঠীর দিন সায়ংকালে বিশ্ববৃক্ষের নিকট গমন করিয়া শুদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া যথারীতি আচমন, বিষ্ণুস্মরণ করতঃ সামান্যার্থ্য স্থাপন, গণেশাদি পঞ্চদেবতা, গুরু, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপালকে গন্ধপুষ্প দিয়া, স্বস্তিবাচন করিবেন।

স্বস্তিবাচন—“ওঁ কর্তব্যে হস্মিন্ শ্রীভগবদুর্গাদেব্যঃ বোধন কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ক্রবন্ত ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ক্রবন্ত। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্ ॥ ওঁ কর্তব্যে হস্মিন্ শ্রীভগবদুর্গাদেব্যঃ বোধন কর্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ॥ ওঁ কর্তব্যে হস্মিন্ শ্রীভগবদুর্গাদেব্যঃ বোধন কর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ক্রবন্ত। ওঁ ঋধ্যতাম্, ওঁ ঋধ্যতাম্, ওঁ ঋধ্যতাম্ ॥” অতঃপর স্ব স্ববেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত (পৃঃ ১২) পাঠ করিবেন। তৎপরে সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন।

সাক্ষ্যমন্ত্র—“ওঁ সূর্য্যঃ সোমঃ যমঃ কালঃ সন্ধ্যো ভূতান্যাহক্ষণা। পবনোদিকপতির্ভূমিরাকাশং খচরা মরাঃ। ব্রাহ্মাণ্ড শাসনমাহ্বায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্ ॥” অতঃপর সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—তাম্রপাত্রে (কুশীতে) কুশত্রিপত্র, তিল, হরীতকী, পুষ্প ও আতপ তণ্ডুল লইয়া বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদন করিয়া সঙ্কল্প করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম তৎসদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লপক্ষে ষষ্ঠাতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্গুণপূজাকর্মণি তদঙ্গতয়া বিশ্ববৃক্ষে শ্রীভগবদ্গুণা দেব্যাঃ বোধন কর্মাহং করিষ্যে।” (কৃষ্ণনবমীতে—“কৃষ্ণপক্ষে নবম্যাং তিথৌ” বলিবেন)। অতঃপর স্ববেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত (পৃঃ ১৫) পাঠ করিবেন। তৎপরে “এষ গন্ধঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ”, এইরূপে—পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য (অক্ষত) দ্বারা পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক মাষভক্তবলি স্থাপন করিবেন। যথা—স্বামে নিম্নমুখ ত্রিকোণমণ্ডল জলদ্বারা অঙ্কন করিয়া তদুপরি কদলীপত্রে অথবা নবমুখ্য পাত্রে মাষকলাই, দধি, আতপ চাউল, একত্র করিয়া ভূতাদির আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ ভূতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধন্ত, ইহসন্নিধাধ্বম্ অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহীত।” মন্ত্রে আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা ভূতগণের আবাহন করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ” মন্ত্রে উহাতে গন্ধপুষ্প দিয়া, “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ” মন্ত্রে নারায়ণ শিলায় গন্ধপুষ্প দিয়া, “এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।” মন্ত্র বলিয়া মাষভক্তবলিতে গন্ধপুষ্প দিয়া, করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহন্ত ময়া দত্তো বলিরেষঃ প্রসাদিতঃ ॥ পুজিতা গন্ধপুষ্পাদৌ বলিভিত্তিপিতাস্তথা। দেশাদম্মাদিনিসূতঃ পূজাং পশ্যন্ত মৎকৃতাম্ ॥” মন্ত্র পাঠান্তে—“এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে কুশোদ্বীক দিবেন। অতঃপর একগণ্ড জল লইয়া—“ওঁ ভূতদয় ক্ষমধ্বম্।” মন্ত্রে জলগণ্ডুষ তাগ করিয়া শ্বেতসর্বপ বা আতপ তণ্ডুল লইয়া—“ফট্” মন্ত্রে সাতবার অভিমুখিত করতঃ মন্ত্র পাঠপূর্বক চারিদিকে বিকিরণ করিবেন। যথা—“ওঁ অপসর্পন্ততে ভূতা যে ভূতা ভূমিপালকাঃ। ভূতানাং বিরোধেন দুর্গা পূজাং করোম্যহম্ ॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাস্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্ত তে সর্বচণ্ডিকাশ্চ্রেণ তড়িতাঃ ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। অতঃপর আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, ঘটস্থাপনাদি (পৃঃ ২১-৩৪) করিয়া বিশ্ববৃক্ষে দেকীকে — “ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবতি দুর্গে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন্যাদি মুদ্রাদ্বারা আবাহনপূর্বক ঘণ্টে গণপত্যাди দেবতার পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া, ঋষ্যাদিন্যাস, করন্যাস,

অঙ্গন্যাস, করিয়া “ওঁ জটাজুট সমাযুক্তাং” ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীর ধ্যান (পৃঃ ২৮) করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপনপূর্বক “ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা, হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন। অতঃপর বিশ্ববৃক্ষের পূজা করিবেন।

বিশ্ববৃক্ষের পূজাঃ ধ্যান—“ওঁ চতুর্ভুজং বিশ্ববৃক্ষং রজতাভং বৃহস্পতিম্। নানালঙ্কার সংযুক্তং জটামণ্ডল ধারিণম্ ॥ বরাভয়করং দেবং খড়্গাখটাদ্রধারিণম্। ব্যাস্রচর্মাস্বরধরং শশিমৌলিত্রিলোচনম্ ॥” এইরূপে ধ্যানান্তে—“ওঁ বিশ্ববৃক্ষায় নমঃ।” মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

কৃষ্ণনবমী বোধনে—“ওঁ ইবে মাস্যাসিতে পক্ষে নবম্যাদ্র্যযোগতঃ। শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পূজাং করোম্যহম্ ॥ ওঁ ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যন্তুয়ি কৃতঃ পুরা ॥”

ষষ্ঠী বোধনে—“ওঁ ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যন্তুয়ি কৃতঃ পুরা ॥ অহমপাশ্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়ামি বৈ শক্রেণাপি চ সোধো প্রাপ্তং রাজ্যং সুরালয়ে ॥ তস্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি, বিভূতিরাজ্য প্রতিপত্তিহেতোঃ। যথৈব রামেণ হতো দশাস-স্তথৈব শক্রন্বিনিপাতয়ামি ॥”

এইমন্ত্র পাঠপূর্বক গীতবাদ্যাদি সহ দেবীর বোধন করিবেন। অতঃপর দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ব্যতীত পুষ্পাঞ্জলি দান, যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ ও জপ সমর্পণ করিবেন।*

আমন্ত্রণ

পত্নীপ্রবেশ পূর্বদিনে অর্থাৎ ষষ্ঠীর সায়াংকালে রঙা, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিষ্ণু, দাড়িম্ব, অশোক, মানকচু ও ধান্য এই নবপত্রিকা এককীকরণ করিয়া শ্বেত অপরাজিতা-লতাদ্বারা বেটনপূর্বক কলাপেটোর মধ্যে রাখিয়া, পট্টরজ্জুদ্বারা বন্ধনপূর্বক সায়াং সময়ে বিশ্ববৃক্ষের নিকটে গিয়া নবপত্রিকা তাহার পার্শ্বে স্থাপনপূর্বক উত্তরাস্যে বসিয়া আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ

*যদি আমন্ত্রণ ও অধিবাস একত্রে করিতে হয়, তাহা হইলে পুষ্পাঞ্জলি দানাদি এখানে হইবে না। সর্বকার্য্য সমাপ্তির পর করিবেন।

করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন। যথা—“ওঁ কর্তব্যে হস্মিন্ স্বঃ কর্তব্য বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্গূর্ণপূজা কর্মণি তদঙ্গতয়া বিল্ববৃক্ষে শ্রীভগবদ্গূর্ণায়াঃ আমন্ত্রণ কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং ॥ ওঁ কর্তব্যে হস্মিন্ স্বঃ কর্তব্য বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্গূর্ণপূজা কর্মণি তদঙ্গতয়া বিল্ববৃক্ষে শ্রীভগবদ্গূর্ণায়াঃ আমন্ত্রণ কর্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ॥ ওঁ কর্তব্যে হস্মিন্ স্বঃ কর্তব্য বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্গূর্ণপূজা কর্মণি তদঙ্গতয়া বিল্ববৃক্ষে শ্রীভগবদ্গূর্ণায়াঃ আমন্ত্রণ কর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্ ॥” অতঃপর স্ব স্ববেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত (পৃঃ ১২) পাঠপূর্বক ‘সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ’ ইত্যাদি সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—তাম্রপাত্রে যথারীতি তিল, জল, হরীতকী ও পুষ্পাদি লইয়া দক্ষিণ জানু পাতিত করিয়া বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন; যথা—“বিষ্ণুরৌ তৎসদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লপক্ষে ষষ্ঠাতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীভগবদ্গূর্ণ প্রীতিকামঃ স্বঃ কর্তব্য * বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্গূর্ণপূজা কর্মণি তদঙ্গতয়া বিল্ববৃক্ষে শ্রীভগবদ্গূর্ণায়াঃ আমন্ত্রণ কর্মাহং করিষ্যে।” এইরূপে সঙ্কল্পপূর্বক কুশীটি তাম্রপাত্রে উপুড় করিয়া দিয়া স্ব স্ববেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত (পৃঃ ১৫) পাঠ করিবেন। অতঃপর সামান্যার্থ স্থাপন, মাঘভক্তবলি ইত্যাদি হইতে বিশেষার্থ (পৃঃ ১৯ পং ১ হইতে পৃঃ ২৯ পং ৭) পর্য্যন্ত করিয়া, পূর্বস্থাপিত বোধন ঘটে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপাল ইত্যাদির পূজাতে “জটাজুট সমায়ুক্তা” ইত্যাদি দেবীর ধ্যান (পৃঃ ২৮) করিয়া “ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষীণি স্বাহা ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে ষোড়শোপচারে বা দশোপচারে অথবা যথাশক্তি উপচারে দেবীর পূজা করিবেন। অতঃপর বিল্ববৃক্ষের ধ্যানান্তে (পৃঃ ৪১) পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক দেবীর আমন্ত্রণ মন্ত্র পাঠ করিবেন।

* সপ্তম্যাং কল্পে “বার্ষিক শরৎকালীন” স্থলে “স্বঃ কর্তব্য বার্ষিক শরৎকালীন” বলা দোষের নহে, কিন্তু অন্যত্র ইহা প্রয়োগ নিবিদ্ধ।

আমন্ত্রণ মন্ত্র—“ওঁ মেরুমন্দরকৈলাস হিমবচ্ছিত্রে গিরৌ। জাতঃ শ্রীফলবৃক্ষ ত্রুম্ অম্বিকায়ঃ সদা প্রিয়ঃ ॥ ওঁ শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকেতনঃ। নেতব্যোহসি ময়া গচ্ছ পূজ্যো দুর্গাস্বরূপতঃ ॥” অতঃপর অচ্ছিন্নাবধারণাদি করিয়া আমন্ত্রণ কার্য সমাপ্ত করিবেন।—ইতি বোধনম্।

অধিবাস

পত্নীপ্রবেশের পূর্বদিনে অর্থাৎ ষষ্ঠীর দিন সায়ংকালে নবপত্রিকা * বন্ধনপূর্বক বিল্ববৃক্ষের পার্শ্বে রাখিয়া উত্তরাস্যে বসিয়া আচমন, বিষ্ণুস্মরণ ও গন্ধাদির অর্চনাপূর্বক, গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।” এইক্রমে—“এং শ্রীগুরবে নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ, ওঁ শিবায় নমঃ, ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।” ইত্যাদি ক্রমে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজাপূর্বক স্বস্তিবাচন করিবেন, যথা—“ওঁ কর্তব্যায়োরণয়ো শ্রীভগবদ্গূর্ণদেব্যাঃ শুভাধিবাস কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্ ॥ ওঁ কর্তব্যায়োরণয়ো শ্রীভগবদ্গূর্ণদেব্যাঃ শুভাধিবাস কর্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ॥ ওঁ কর্তব্যায়োরণয়ো শ্রীভগবদ্গূর্ণদেব্যাঃ শুভাধিবাস কর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্ ॥” এইরূপে স্বস্তিবাচন পূর্বক স্ব স্ববেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত (পৃঃ ১২) পাঠ করিবেন। অতঃপর “ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ” ইত্যাদি সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন। অতঃপর সঙ্কল্প করিবেন।

* রত্না কটী হরিদ্রা চ জয়ন্তী বিল্বদাড়িমৌ। অশোক মানকশৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকা। অর্থাৎ রত্না, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম্ব, অশোক, মানকচু এবং ধানগাছ। ইহাই নবপত্রিকা।

সঙ্কল্প—কুশীতে তিল, হরীতকী, কুশ, পুষ্প, জল ও আতপ চাউল লইয়া উত্তরাস্যে উপবেশন পূর্বক দক্ষিণ জানু মাটিতে পাতিয়া সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—
“বিষ্ণুরোম তৎসদস্য আশ্বিনে মাসি শুক্রেপক্ষে ষষ্ঠ্যাতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্মণঃ বা দাসঃ) শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামঃ বার্ষিক
শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গামহাপূজাপ্রভৃত বিষ্ণুবৃক্ষাধিকরণক শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যাঃ শুভাধিবাস কর্মণ্যহং করিষ্যে।” (পরার্থে—“করিষ্যামি”)। অতঃপর স্ব দ্ববেদোক্ত সঙ্কল্পনৃত্ত
(পৃঃ ১৫) পাঠ করিবেন।

বিঃ দ্রঃ—যদি আমন্ত্রণ অধিবাস একত্রে করা হয় তাহা হইলে স্বস্তিবাচনে—“শ্রীভগবদ্দুর্গা দেব্যাঃ আমন্ত্রণাধিবাস কর্মণি” বলিবেন এবং সঙ্কল্পে—“শ্রীভগবদ্দুর্গা
মহাপূজাপ্রভৃত বিষ্ণুবৃক্ষাধিকরণক শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যাঃ আমন্ত্রণাধিবাস কর্মণ্যহং করিষ্যে।” (পরার্থে—“করিষ্যামি”) বলিবেন।

অতঃপর সামান্যার্থ স্থাপনপূর্বক, ভূতাপসারণ, আসনশুদ্ধাদি করিয়া—গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপাল, মৎস্যাদি দশাবতার, কাল্যাদি
দশমহাবিদ্যা। বাস্তুদেব-দেবী, ইষ্টদেব-দেবী, গ্রাম্য-দেবদেবী ও প্রত্যক্ষ দেব-দেবীর পূজান্তে—“ওঁ জটাজুট” ইত্যাদি ধ্যান (পৃঃ ২৮) করিয়া যথাশক্তি উপচারে দেবীর পূজা
করিবেন। অতঃপর বিষ্ণুবৃক্ষের ধ্যানান্তে (পৃঃ ৪১) পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক, করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ মেরুমন্দরকৈলাস হিমবচ্ছিতরেগিরৌ। জাতঃ শ্রীফলবৃক্ষ ত্বম্
অম্বিকায়্যাঃ সদা প্রিয়ঃ ॥ ওঁ শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকেতনঃ। নেতব্যোহসি ময়া গচ্ছ পূজ্যো দুর্গায়রূপতঃ ॥” অতঃপর প্রশস্তিপাত্র অর্থাৎ বরণডালার দ্রব্যাদি দ্বারা
ঘণ্টাবাদ্য সহকারে দুর্গাদেবীর অধিবাস করিবেন।

অধিবাস মন্ত্র (সামবেদী) : (মহী)—“ওঁ মহি-ত্রীণা মবরন্ত, দুক্ষ্যং মিত্রস্যার্যামণঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য ॥ ওঁ অনয়া মহা অস্যাঃ শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যাঃ নবপত্রিকায়্যা বিষ্ণুবৃক্ষস্য
চ শুভাধিবাসনমস্ত ॥” (সর্বত্র এইরূপ) (গন্ধ)—“ওঁ অলর্বিরাতিং বসুদামুপস্থতি, ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ। যো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি, মনো দানায় চোদয়ন।” ওঁ অনেন গন্ধেন

ইত্যাদি ॥ (শিলা)—“ওঁ বি ত্বদাপোন পর্বতস্য পৃষ্ঠা, দুকুথেভি-রগ্নে জনয়ন্ত দেবাঃ। তং ত্বা গিরঃ সুষ্ঠুতয়ো বাজয়তাজিৎ ন গির্বাহো জিগুরশ্বাঃ ॥” ওঁ অনয়া শিলয়া ইত্যাদি।
(ধান্য)—“ওঁ ধানাবন্তং করন্তিণ-মপূপবন্ত-মুক্থিনম্। ইন্দ্র প্রাতজ্জ্বষস্ব নঃ ॥” ওঁ অনেন ধানেন ইত্যাদি। (দুর্বা)—“ওঁ যজ্ঞায়থা অপূর্বা মঘবন বৃহত্যায়া। তৎ পৃথিবীমপ্রথয়,
স্তদস্তভ্ভউতো দিবম্ ॥” ওঁ অনয়া দুর্বয়া ইত্যাদি। (পুষ্পম)—“ওঁ পবমান ব্যাশ্বুহি রশ্মিভির্বাজসাতমঃ। দধৎ স্তোত্রে সুবীর্যম্ ॥” ওঁ অনেন পুষ্পেন ইত্যাদি। (ফলং)—“ওঁ ইন্দ্রং
নরো নেমধিতা হবন্তে, যৎ পার্থা যুনজতে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃষাতা শ্রবসশ্চ কান, আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং ন ॥” ওঁ অনেন ফলেন ইত্যাদি। (দধি)—“ওঁ দধিক্রাবণো অকারিষং,
জিহ্বেগরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করং, প্রণ আয়ুংসি তারিষৎ ॥” অনয়া দধা ইত্যাদি। (ঘৃত)—“ওঁ ঘটবতী ভুবনানামভিশ্রিয়ৌবাঁ, পৃথ্বী মধুদুগ্ধে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী
বরুণস্য ধর্মণা, বিষ্ণুভিতে অজরে ভুরিরেতসা ॥” অনেন ঘৃতেন ইত্যাদি। (স্বস্তিক)—“ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি ন পৃষা বিশ্বেবেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো
বৃহস্পতির্দধাতু ॥” ওঁ অনেন স্বস্তিকেন ইত্যাদি। (সিন্দূর)—“ওঁ সিন্ধোরুচ্ছাসে পতয়ন্ত মুক্ষণং ঘটস্য পাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্নতো ॥” ওঁ অনেন সিন্দূরেণ ইত্যাদি। (শঙ্খং)—“ওঁ
স সুৰে যো বসুনাং, যো রায়্যা-মানেতা য ইড়ানাম্। সোমো যঃ সুক্ষিতীনাং ॥ ওঁ অনেন শঙ্খেন ইত্যাদি। (কঙ্কল)—“ওঁ অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে, ক্রতুং বৃহন্তি মধ্বাভ্যজতে ॥”
অনেন কঙ্কলেন ইত্যাদি। (রোচনা)—“ওঁ অধঃ জে না অধ বা দিবো, বৃহতো রোচনাদধি, অয়া বর্দ্ধস্ব তন্নাগিরা, মম জাতা সুক্রতো পুণ ॥” ওঁ অনয়া রোচনয়া ইত্যাদি। (কাঞ্চন)
—“ওঁ তং গুর্ধ্বয়া স্বর্ণরং দেবাসো, দেবম্ রতিং দধন্নিরে। দেবত্রা হবামুহিষে ॥” ওঁ অনেন কাঞ্চনেণ ইত্যাদি। (রৌপ্যং)—“ওঁ যদ্ বর্চ হিরণ্যস্য যদ্বা বর্চো গবামূত। সত্যস্ব ব্রহ্মণো
বর্চস্তেন মাং সং সৃজামসি ॥” ওঁ অনেন রৌপ্যেন ইত্যাদি। (তাম্র)—“ওঁ বন্মহাঁ অসি সূর্য্য বড়াদিত্য মহাঁ অসি। মহন্তে সতো মহিমা পনিষ্টম, মহা দেব মহাঁ অসি ॥” অনেন
তাম্রেণ ইত্যাদি। (চামর)—“ওঁ বাত বা বাতু ভেষজং, শম্বু ময়োভু নো হদে। প্রণ আয়ুংসি তারিষৎ ॥” ওঁ অনেন চামরেণ ইত্যাদি। (দর্পণ)—“ওঁ আদিং প্রত্নস্য রেতসো,
জ্যোতিঃ স্পশ্যন্তি বাসরম্ পরো যদিধ্যতে দিবি ॥” ওঁ অনেন দর্পণেন ইত্যাদি। (দীপ)—“ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে, গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সংসি বহিষি ॥” ওঁ অনেন দীপেন

ইত্যাদি। (প্রশস্তিপাত্র)—“ওঁ উদ্যোক্তাকল্পরোচয়ঃ, প্রজা ভূতমরোচয়ঃ। বিশ্বভূত মরোচয়ঃ” ওঁ অনেন প্রশস্তিপাত্রেণ ইত্যাদি। (মাস্তল্যদ্রব্য)—ওঁ অনেন মাস্তল্য দ্রব্যেন ইত্যাদি। (হরিদ্রারঞ্জিত দূর্বাবিত সূত্র)—“ওঁ সূত্রামানং পৃথিবী দ্যামনে হসং, সুশর্মাণমমদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগস মশ্ববন্তী মা রুহেমা সন্তয়ে” ওঁ অনেন মাস্তল্য সূত্রেণ...” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে হরিদ্রারঞ্জিত সূত্রটি সিন্দূর চিহ্নিত বিশ্বশাখায় বাঁধিবেন।

অধিবাস মন্ত্র (যজুঃ ও ঋগ্বেদি): (মহী)—ওঁ ভূরসি ভূমিরস্য দিতিরসি, বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্ৰী, পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃশুং, পৃথিবীং মা হিগুংসী ॥ ওঁ অনয়া মহ্যা অস্যাঃ শ্রীভগবদুর্গাদেব্যাঃ শুভাধিবাসন মন্ত্ৰ ॥ [এইরূপে সর্বত্র] (গন্ধ)—ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করিষীণাম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং ত্র্যমিহোপহুয়ে শ্রিয়ম্।” ওঁ অনেন গন্ধেন ইত্যাদি ॥ (শিলা)—ওঁ প্র পর্বতস্য বৃষভস্য পৃষ্ঠ-নাবশচরন্তি স্বসি চ ইয়ানাঃ। তা আবনত্রন্নধরা-শুদজ্জা, অহিং বধ্য-মনুরীয়মানাঃ ॥ ওঁ অনয়া শীলয়া ইত্যাদি। (ধান্য)—ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান, ধিনুহি যজ্ঞম্। ধিনুহি যজ্ঞপতিং, ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্ ॥ ওঁ অনেন ধান্যেন ইত্যাদি। (দুর্বা)—ওঁ কাণ্ডাং কাণ্ডাং প্ররোহন্তী, পরুষঃ পরুষস্পরি। এবা নো দুর্বে প্রতনু, সহস্রেণ শতেন চ ॥ ওঁ অনয়া দুর্বয়া ইত্যাদি। (পুষ্প)—ওঁ শ্রীশতে লক্ষ্মীশ্চ পদ্ম্যা-বহোরাত্রৈ পার্শ্বে, নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনো ব্যাতম্। ইক্ষুন্নিবাণা মুশ্ম ইষাণ, সর্বলোকস্ম ইবাণ ॥ ওঁ অনেন পুষ্পেণ ইত্যাদি। (ফল)—ওঁ যাঃ ফলিনীর্ষা অফলা, অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিনীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্তুগুংহসঃ ॥ ওঁ অনেন ফলেণ ইত্যাদি। (দধি)—ওঁ দধিক্রাবণো অকারিষং, জিষ্ণেগরশস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করং, প্র গ আয়ুংসি তারিষং ॥ ওঁ অনয়া দধ্যা ইত্যাদি। (ঘৃত)—ওঁ তেজো হসি শুক্রমস্যামৃতমসি, ধাম নামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাধুষ্ঠং দেবযজনমসি ॥ ওঁ অনেন ঘৃতেন ইত্যাদি। (স্বস্তিক)—ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তাক্ষো অরিষ্টনেমি স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ ওঁ অনেন স্বস্তিকেন ইত্যাদি ॥ (সিন্দূর)—ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাত প্রমিয় পতয়ন্তি যহাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুযো ন বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দনুমিভিঃ পিষমানাঃ ॥ ওঁ অনেন সিন্দূরেণ ইত্যাদি। (শঙ্খ)—ওঁ প্রতিশ্রুতকায়ার্তনং, ঘোষায় ভষমন্তায়-বহ্বাদিন-মনন্তায় মুকণ্ঠং, শব্দায়াড়ম্বরা ঘাতস্মহসে বীণাবাদং, ক্রোশায় তৃণবধ্ণং মবরম্পরায় শঙ্খাঘ্নং বনায়

বলপ, মন্যতো হরণায় দাবপম্ ॥ ওঁ অনেন শঙ্খেন ইত্যাদি। (কজ্জল)—ওঁ সমিদ্ধো অঙ্কন কৃদরং যতীনাং, ঘটমগ্নে মধুমং পিষমানঃ। বাজী বহন বাজিনাং জাতবেদা, দেবানাং বন্ধি প্রিয়-মা সধম্ ॥ ওঁ অনেন কজ্জলেণ ইত্যাদি। (রোচনা)—ওঁ যুঞ্জন্তি ব্রহ্মরুচং চরন্তং পরিতত্বুযঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি ॥ ওঁ অনয়া রোচনয়া ইত্যাদি। (সিদ্ধার্থ)—ওঁ রক্ষোহনো বো বলগহনঃ প্রোক্ষামি বৈষ্ণবান্। রক্ষোহনো বো বলগহনাহুয়ামি। রক্ষোহনো বো বলগহনো বৃক্শ্ণামি বৈষ্ণবান্। রক্ষোহনো বাং বলগহনা উপদধামি বৈষ্ণবী। রক্ষোহনো বাং বলগহনো পর্যুহামি বৈষ্ণবী। বৈষ্ণবমসি, বৈষ্ণবীং স্ব ॥ ওঁ অনেন সিদ্ধার্থেন ইত্যাদি। (কাঞ্চন)—ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে, ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ওঁ অনেন কাঞ্চনেণ ইত্যাদি। (রৌপ্য)—ওঁ রূপেন বো রূপমভ্যাগাং, তুথো বো বিশ্বদেবা বিভজতু। স্বতস্য পথা প্রেত চন্দ্রদক্ষিণা, বি স্বঃ পশ্য ব্যস্তরিক্ষং যতস্বঃ সদস্যৈ ॥ ওঁ অনেন রৌপ্যেন ইত্যাদি ॥ (তাম্র)—ওঁ অসৌ যস্তাম্রো অরুণ, বক্রঃ সুমঙ্গলঃ। যে চেমাণ্ডং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ, সহস্রশো হবৈষাণ্ডং হেড় ঈমহে ॥ ওঁ অনেন তাম্রেণ ইত্যাদি ॥ (চামর)—ওঁ বাতো বা মনো বা গন্ধর্বাঃ সপ্তবিগুশতিঃ। তে অগ্রে অশ্বমযুঞ্জ-স্তে অশ্বিঞ্জবমাদধুঃ ॥ ওঁ অনেন চামরেণ ইত্যাদি। (দর্পণ)—ওঁ আ কৃষ্ণেণ রজসা বর্তমানো, নিবেশয়ন-মৃতং মর্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন ॥ ওঁ অনেন দর্পণেন ইত্যাদি। (দীপ)—ওঁ মনোজুতির্জুষতামাজ্যস্য, বৃহস্পতির্বজ্রমিমং তনো, হুরিষ্টং যজ্ঞগুং সমিমং দধাতু। বিশ্বদেবা স ইহ মাদয়ন্তা মৌ প্রতিষ্ঠ ॥ ওঁ অনেন দীপেন ইত্যাদি। (প্রশস্তিপাত্র)—ওঁ প্রতিপদসি প্রতিপদে ত্বা, নুপদস্যনুপদে ত্বা, সম্পদসি সম্পদে ত্বা, তেজো হসি তেজসে ত্বা ॥ ওঁ অনেন প্রশস্তিপাত্রেণ ইত্যাদি। (মাস্তল্যদ্রব্য)—ওঁ অনেন মাস্তল্য দ্রব্যেন ইত্যাদি। (দূর্বায়ুক্ত হরিদ্রাসূত্র)—ওঁ সূত্রামানং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মাণ মদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রা-মনাগস মশ্ববন্তী-মা রুহেমা সন্তয়ে ॥ ওঁ অনেন মাস্তল্যসূত্রেণ...” ইত্যাদি। মন্ত্র পাঠপূর্বক হরিদ্রাসূত্র সিন্দূর চিহ্নিত বিশ্বশাখায় বাঁধিবেন।

অতঃপর দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ব্যতীত “এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া, জলগণ্ডুষ লইয়া—“ওঁ গুহ্যতিগুহ্যগোপ্ত্রী

ত্বং গৃহাণাম্মাতং কৃতং জপম্। সিদ্ধিৰ্ভবতু মে দেবি তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরী ॥” মন্ত্র পাঠান্তে দেবীর অধস্থ নাগপাশযুক্ত বামহস্ত-উদ্দেশ্যে জলগণ্ডুষ দিয়া জপ সমর্পণ করিবেন। অতঃপর—“ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমো হস্ততে ॥” মন্ত্রে প্রণামপূর্বক একগণ্ডুষ জল লইয়া—“ওঁ যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দেবি ময়া সূকৃতদৃষ্টতম্। তৎ সর্বং ত্বয়ি সংন্যস্ত ত্বং প্রযুক্তং করোম্যহম্ ॥” মন্ত্রে দেবীর উদ্দেশ্যে জলগণ্ডুষ তাত্রটাটে দিয়া দেবীকে সব সমর্পণ করিবেন। এই সময় কুলাচার অনুসারে পঞ্চগব্য দ্বারা দেবী প্রতিমা প্রোক্ষণ করতঃ শুধুমাত্র প্রশস্তি পাত্র দ্বারা প্রতিমায় অধিবাস করিবেন। অতঃপর দূর্বায়ুক্ত হরিদ্রারঞ্জিত সূত্র দেবীর নাগপাশযুক্ত অধো বামহস্তে বাঁধিয়া নীরাঙ্গন (আরত্ৰিক) করিয়া কর্ম সমাপ্ত করিবেন।—ইতি অধিবাস বিধি।

সপ্তমী পূজা

কৃতনিত্যক্রিয় পূজক সপ্তমী দিবসে প্রাতঃকালে বিশ্ববৃক্ষের নিকটে গমনপূর্বক আচমন, বিষ্ণুস্মরণাদি, গন্ধাদির অর্চনা করিয়া বিশ্ববৃক্ষের ধ্যান (পৃঃ ৪৪) পূর্বক “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিশ্ববৃক্ষায় নমঃ” মন্ত্রে বিশ্ববৃক্ষের পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক শ্বেত সর্বপ গ্রহণ করিয়া “ফট্” মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া মন্ত্র পাঠান্তে বিকীরণ করিবেন। মন্ত্র যথা—“ওঁ বেতালাশচ পিশাচাশচ রাক্ষসাশচ সন্নীসূপাঃ। অপসর্পন্ততে সর্ব্যে যাবৎ পূজাং করোম্যহম্ ॥” অনন্তর করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ মেরুমন্দরকৈলাস হিমবচ্ছিখরে গিরৌ। জাতঃ শ্রীফলবৃক্ষ ত্বম অম্বিকায়ঃ সদা প্রিয়ঃ ॥ শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকেতনঃ। নেতব্যো হসি ময়া গচ্ছ পূজ্যো দুর্গাস্বরূপতঃ ॥ শ্রীফলো হসি মহাভাগ সদা ত্বং শঙ্করপ্রিয়ঃ। চণ্ডিকারোপণার্থায় ত্বামহং বরহে প্রভোঃ ॥ ওঁ বিশ্ববৃক্ষ মহাভাগ সদা ত্বং শঙ্করপ্রিয়ঃ। গৃহীত্বা তব শাখাঞ্চ দুর্গাপূজাং করোম্যহম্ ॥ শাখাচ্ছেদোদ্ভবং দুঃখং ন চ কার্য্যং ত্বয়া প্রভো। দৈবৈগৃহীত্বা তে শাখাং পূজ্যো দুর্গেতি বিশ্রুতি ॥”

অতঃপর পূর্বদিবসের সিন্দূর চিহ্নিত বিশ্বশাখাটি মন্ত্র পাঠপূর্বক তীক্ষ্ণধার অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিবেন। যথা—“ওঁ ছিক্কি ছিক্কি হং ফট্ স্বাহা ॥” মন্ত্রে ছেদন করিয়া নবপত্রিকায় সংযুক্ত করিয়া, করযোড়ে মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ পুত্রায়ুর্ধনবৃদ্ধ্যর্থং নেষ্যামি চণ্ডিকালয়ম্। বিশ্ববৃক্ষং সমাশ্রিত্য লক্ষ্মীং রাজ্যং প্রযচ্ছ মে ॥ ওঁ আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সর্বকল্যাণ হেতবে। পূজাং গৃহাণ সুমুখি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে ॥ দেবি চণ্ডাঙ্ঘ্রিকে চণ্ডি চণ্ডবিগ্রহকারিণী। বিশ্বশাখাং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ ॥”

অনন্তর বিশ্বশাখায়ুক্ত নবপত্রিকা লইয়া বাদ্যাদি সহকারে নদী, গঙ্গা বা জলাশয়ে গমনপূর্বক স্নান করাইয়া লইয়া আসিয়া, মাঙ্গল্যসূত্র বন্ধন করিয়া বিচিত্র পীঠাসনে স্থাপন করিবেন।

নবপত্রিকা উক্তরূপে স্থাপনপূর্বক পূজক আসনে বসিয়া আচমন ও বিষ্ণুস্মরণপূর্বক—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।” ইত্যাদিক্রমে গণেশাদি পঞ্চদেবতার গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজান্তে স্বস্তিবাচন করিবেন। যথা—“ওঁ কর্তব্যে হস্মিন্ বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদুর্গামহাপূজা কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ক্রবন্ত ॥” ওঁ কর্তব্যে হস্মিন্ বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদুর্গামহাপূজা কর্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত ॥ ওঁ কর্তব্যে হস্মিন্ বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদুর্গামহাপূজা কর্মণি, ওঁ স্বাঙ্ঘি ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ স্বাঙ্ঘি ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ স্বাঙ্ঘি ভবন্তো ক্রবন্ত ॥ ওঁ স্বাঙ্ঘাতাম্, ওঁ স্বাঙ্ঘাতাম্, ওঁ স্বাঙ্ঘাতাম্ ॥” * অতঃপর স্ববেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত (পৃঃ ১৩) পাঠ করিবেন। অতঃপর সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ সূর্য্যাঃ সোমো যমঃ কালঃ সঙ্কোভূতান্যহ ঋক্ষাঃ, পবনাদিকপতিভূমি রাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মাণ্য শাসনমাহ্বায় কল্পধর্মহি সিন্ধিধিম্ ॥”

এইরূপে সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠান্তে মহাপূজার সঙ্কল্প করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লপক্ষে সপ্তম্যাতিথাবারভ্য অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—

* যজুর্বেদীয় ও ঋগ্বেদীয় গণ প্রথমে ‘স্বস্তি’ তাহার পরে ‘স্বাঙ্ঘি’ তাহার পরে ‘পুণ্যাহম্’ বলিবেন ॥

অমুক-গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশৰ্মণঃ দাসঃ বা) সৰ্বাপছাষ্টিপূৰ্বক দীৰ্ঘায়ুষ্ণ সৰ্বপাপ প্রণাশন পরমৈশ্বর্যাতুলধনধান্য পুত্রপৌত্রাদানবচ্ছিন্ন সন্ততিমিত্রবৰ্দ্ধন শত্রুক্ষয়োত্তরোত্তর সৰ্বাভীষ্টসিদ্ধার্থং দেবীলোক প্রাপ্তয়ে (শ্রীভগবদ্দুৰ্গা প্ৰীতিকামো বা) যথাকল্পিতোপচাৰৈৰ্ভূতনন্দিকেশ্বর পুৰাণানুগৃহীত ভবিষ্যপুৰাণোক্ত বিধিনা বাৰ্ষিক শরৎকালীন সপ্তমীবিহিত নবপত্ৰিকা স্পননম্ শ্রীভগবদ্দুৰ্গা মহাস্পননম্ গণেশাদিদেবতাপূজাপূৰ্বক শ্রীভগবদ্দুৰ্গাপূজা বলিদান * * কৰ্মাহং কৰিষ্যে ।” (পরার্থে—“কৰিষ্যামি” । অতঃপর স্ববেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত (পৃঃ ১৫) পাঠ কৰিবেন । অতঃপর সামান্যার্থ্য হাপন (পৃঃ ১৯ পং ১) কৰিয়া নবপত্ৰিকা স্নান কৰাইবেন ।

নবপত্ৰিকা স্নান—প্রথমে সঙ্কল্প কৰিবেন । যথা—“বিষ্ণুরোম তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লপক্ষে সপ্তম্যাতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশৰ্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ, দাসঃ বা) সপ্তজন্মকৃত পাপমোচনকামঃ (শ্রীভগবদ্দুৰ্গা প্ৰীতিকামো বা) শ্রীভগবদ্দুৰ্গাদেবীমহং স্নাপয়িষ্যে ।” (পরার্থে—“স্নাপয়িষ্যামি”) । অতঃপর তৈল-হরিদ্রা লইয়া মন্ত্ৰ পাঠপূৰ্বক নবপত্ৰিকায় দিবেন । মন্ত্ৰ, যথা—

সামবেদী —“ও শ্রায়ন্ত ইব সূৰ্য্যং, বিশ্বৈদ্ৰিদ্ৰস্য ভক্ষতা বসুনি জাতে জনিমান্যোজসা, প্রতি ভাগং ন দীধিম ॥”

যজুৰ্বেদী ও ঋগ্বেদী —“ও কো হসি কতমো হসি কস্মৈ ত্বা, কায় ত্বা । সুশ্রোক সুমঙ্গল সত্যরাজন ॥”

অতঃপর স্ববেদোক্ত পঞ্চগব্য শোধন (পৃঃ ১৯) পূৰ্বক প্রত্যেক দ্রব্যদ্বারা স্নান কৰাইবেন । যথ, গোমূত্র—“ও হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ।” গোময়—“ও হ্রীং শিরসে স্বাহা ।” দুগ্ধ—“ও হ্রুং শিখায়ৈ ববট ।” দধি—“ও হ্রৈং কবচায় হং ।” ঘৃত—“ও হ্রৌং নেত্রয়ায় বৌষট্ ।” কুশোদক—“ও হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ ।” অতঃপর শোধিত পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান কৰাইবেন । যথা, শৰ্করা—ও পাং হৃদয়ায় নমঃ ।” মধু—“ও পীং শিরসে স্বাহা ।” দধি—“ও পুং শিখায়ৈ ববট্ ।” ঘৃত—“ও পৈং কবচায় হং ।” দুগ্ধ—ও পৌং নেত্রয়ায় বৌষট্ ।” একত্রিত * * বলিদান না থাকিলে সঙ্কল্পে বলিদান উল্লেখ হইবে না ।

পঞ্চামৃত—“পঃ অস্ত্রায় ফট্ ।” তুলসী-চন্দন মিশ্ৰিত উষ্ণজলে—“ও কদলীতরুসংস্থাসি বিষ্ণেৰ্বক্ষস্থলাশ্রিতে । নমস্তে পত্ৰিকে দেবি নমস্তে সুরনায়িকে ॥ ও ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ ॥ ১ ॥ পুষ্পোদকে—“ও কচ্চি ত্বং স্থাবরস্থাসি সদা সিদ্ধিপ্রদায়িনী । দুৰ্গারূপেণ ত্বং দেবি স্নানেন বিজয়ং কুরু । ও কালিকায়ৈ নমঃ ॥ ২ ॥ উষ্ণোদকে—“ও হরিদ্রে হর (রুদ্র) রূপাসি শঙ্করস্য সদা প্রিয়ে । রুদ্ররূপেণ সাদেবি মম শান্তিং প্রযচ্ছতু । ও দুৰ্গায়ৈ নমঃ ॥ ৩ ॥ গন্ধোদকে—“ও জয়ন্তি জয়রূপাসি জগতাং জয়হেতবে । ভক্ত্যা সম্পূজয়ামি ত্বাং জয়ং দেহি নমো হস্ততে । ও কাক্তিকো নমঃ ॥ ৪ ॥ সৰ্বৌষধি জলে—“ও শ্রীফল শ্রীনিকেতো হসি সদা বিজয়বৰ্দ্ধনঃ । দেহি মে হিতকামাংশ্চ প্রসন্নো ভব সৰ্বদা । ও শিবায়ৈ নমঃ ॥ ৫ ॥ পঞ্চকষায়যুক্ত জলে—“ও দাড়িমী পুণ্যবৃক্ষা চ শঙ্করস্য সদা প্রিয় । বিশ্বরূপেণ সা দেবি মম শান্তিং প্রযচ্ছতু । ও রক্তদন্তিকায়ৈ নমঃ ॥ ৬ ॥ সুগন্ধি জলে—“ও অশোকঃ শোকনিৰ্মাণো নিৰ্মিতঃ শোকশান্তয়ে । সুপ্রসন্না সদা দেবি অশোক ত্বং প্রযচ্ছমে । ও শোকরহিতায়ৈ নমঃ ॥ ৭ ॥ কপূর মিশ্ৰিত জলে—“ও মান্যা ত্বং মানবৃক্ষেষু মাননীয় সুরাসুরৈঃ । নমামি ত্বাং মহাদেবীং মানং দেহি নমোহস্ততে । ও চামুণ্ডায়ৈ নমঃ ॥ ৮ ॥ গঙ্গাজলে—“ও লক্ষ্মীত্বং ধান্যরূপাসি সৰ্বেষাং প্রাণদায়িনী । স্থিৰাত্যন্তং হি নো ভূত্বা গৃহে কামপ্রদা ভবঃ । ও মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ ॥ ৯ ॥ অতঃপর সুবাসিত জলে—“ও সহস্রশীৰ্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাং । স ভূমিং সৰ্বতোবৃদ্ধা অত্যতিষ্ঠ দশাঙ্গুলম্ ॥” অতঃপর অষ্টকলস দ্বারা স্নান কৰাইবেন ।

গঙ্গাজলপূৰিত ঘটেন—“ও দেবাস্তামভিষিঞ্চন্ত ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদয়ঃ । ব্যোমগঙ্গান্বপূৰ্ণেন আদ্যেন কলসেন তু ॥ ১ ॥” বৃষ্টিজলপূৰিত ঘটেন—“ও মরুতশ্চাভিষিঞ্চন্ত ভক্তিমন্তঃ সুরেশ্বরী । মেঘান্বপূৰিপূৰ্ণেন দ্বিতীয় কলসেন তু ॥ ২ ॥” সরস্বতী নদীজলপূৰিত ঘটেন—“ও সারস্বতেন তোয়েন সম্পূৰ্ণেন সুরোত্তমে । বিদ্যাধারা (অ) ভিষিঞ্চন্ত তৃতীয় কলসেন তু ॥ ৩ ॥” সাগরোদকপূৰ্ণ ঘটেন—“ও শক্রাদ্যাশ্চাভিষিঞ্চন্ত লোকপালাঃ সমাগতাঃ । সাগরোদক পূৰ্ণেন চতুর্থ কলসেন তু ॥ ৪ ॥” পদ্মরজমিশ্ৰিত জল পূৰ্ণ ঘটেন—“ও বারিণা পরিপূৰ্ণেন পদ্মরেণুসুগন্ধিনা । পঞ্চমেনাভিষিঞ্চন্ত নাগাশ্চ কলসেন তু ॥ ৫ ॥” পৰ্বতশৃঙ্গনিৰ্গত জলপূৰিত ঘটেন—“ও হিমবন্ধেমুকুটাদ্যাশ্চাভিষিঞ্চন্ত পৰ্বতাঃ । নিৰ্বরোদক পূৰ্ণেন ষষ্ঠেন কলসেন তু ॥ ৬ ॥” সৰ্বতীৰ্থজলপূৰিত ঘটেন—“ও সৰ্বতীৰ্থান্বপূৰ্ণেন কলসেন সুরেশ্বরী । সপ্তমেনাভিষিঞ্চন্ত ঋষয়ঃ সপ্তখেচরাঃ ॥ ৭ ॥”

চন্দন মিশ্রিত জলপূর্ণ ঘটেন—“ওঁ বসবশচাভিষ্কৃত কলসেনাষ্টমেন তু। অষ্টমঙ্গলসংযুক্তে দুর্গে দেবি নমো হস্ততে॥ ৮ ॥” অতঃপর মন্ত্র পাঠপূর্বক নবপত্রিকাকে বস্ত্র পরাইবেন। যথা—“ওঁ পরিধন্ত বাসসৈনাং শতায়ুষীং কৃণতু দীর্ঘমায়ু। শতঞ্চ জীব শরদঃ সুবর্চা বসুনি চার্যো বিভূজাসি জীবন॥” অতঃপর পত্রীপ্রবেশ করাইবেন।

পত্রিকাপ্রবেশ—নবপত্রিকার সম্মুখে চামুণ্ডার আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ চামুণ্ডে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসম্নিকৃধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।” এইরূপে আবাহন করিয়া, পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবেন, যথা—পাদ্যজল লইয়া—“এতস্মৈ বং পাদ্যজলায় নমঃ।” মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যক্ষণ করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পাদ্যজলায় নমঃ।” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া, “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, সম্প্রদানায় ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।” এইরূপে প্রতিটি দ্রব্যের অর্চনা করিয়া নিবেদন করিবেন। যথা, অর্ঘ্য—অর্চনাতে “ইদমর্ঘ্যং (যজুঃ-এবো হৃদ্য) ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।” আচমনীয়—অর্চনাতে “ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।” পুনরাচমনীয়—অর্চনাতে “ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।” স্নানীয়—অর্চনাতে “এতৎ স্নানীয়ং ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।” গন্ধ—অর্চনাতে “এষ গন্ধঃ ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।” পুষ্প—অর্চনাতে “এতৎ পুষ্পম্ ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।” ধূপ—অর্চনাতে “এষ ধূপঃ ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।” দীপ—অর্চনাতে “এষ দীপঃ ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।” নৈবেদ্য—অর্চনাতে “এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।” পানার্থ—অর্চনাতে “এতৎ পানার্থোদকম্ ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।” পুনরাচমনীয়—অর্চনাতে “এতৎ পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।”

অতঃপর করঘোড়ে পাঠ করিবেন—“ওঁ আগচ্ছ মদগৃহে দেবি সর্বকল্যাণহেতবে। বলিপূজামিমাং সর্বাং গৃহাণ পরমেশ্বরী ॥ ওঁ আগচ্ছ মদগৃহে দেবি সর্বাভিঃ শক্তিভিঃ সহ। পূজাং গৃহাণ বিধিবৎ মম কল্যাণকারিণী ॥ ওঁ দেবি চণ্ডাঙ্কিকে চণ্ডি চণ্ডবিগ্রহকারিণি। বিশ্বশাখাং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ ত্বং হি যথাসুখম্ ॥” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক পত্রিকা দুই হস্তে ধরিয়া—“ওঁ চামুণ্ডে চল চল চালয় চালয় শীঘ্রং দুর্গে মম পূজালয়ং প্রবিশ। ওঁ হ্রীং হুং ফট্ স্বাহা ॥” অতঃপর পত্রিকার মূলদেশে হস্ত দিয়া—“ওঁ হ্রাং হ্রীং স্বাং স্বীং স্থিরোভব।” মন্ত্রে

স্থিরীকরণ করিয়া, বিষ্ণুধিবাসিনী দুর্গার আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ বিষ্ণুধিবাসিনী দুর্গে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ”, ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রায় আবাহনপূর্বক পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—“এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।” এইক্রমে—“ইদমর্ঘ্যম্ (যজুঃ-এবো হৃদ্য) ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।” “ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।” “ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।” “এষ গন্ধঃ ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।” “এতৎ পুষ্পম্ ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।” “এষ ধূপঃ ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।” “এষ দীপঃ ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।” “এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।” “এতৎ পানার্থোদকম্ ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।” “এতৎ পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।”

অতঃপর মৃন্ময় প্রতিমার মৃত্তিকাদিগত অপবিত্র দ্রব্যাদি শুদ্ধির জন্য মাষভক্তবলি প্রদান করিবেন। সম্মুখে জলদ্বারা নিম্নমুখ ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কনপূর্বক তদুপরি কদলী পত্র বা নব মৃন্ময় খুরীতে আতপ চাউল, মাষকলাই, যব ও দধি দিয়া সাজাইয়া সঙ্কল্প করিবেন।—“বিষ্ণুরোম তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লপক্ষে সপ্তম্যাতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অস্যা মুখ্যার্থ্যা দুর্গাপ্রতিমায়্যা মৃত্তিকাদিগতাপবিত্র দ্রব্যশুদ্ধিকামো বেতালাদিভ্যো যবসাদিযুক্ত বলিমহং দদে।” (পরার্থে—“দদানি”)। এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া যথারীতি বলির অর্চনা করিবেন। যথা—“বং এতস্মৈ যবসাদিযুক্ত বলয়ে নমঃ।” মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যক্ষণ করতঃ, “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ যবসাদিযুক্ত বলয়ে নমঃ।” “এতদধিপত্যে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।” “এতৎ সম্প্রদানেভ্যো ওঁ বেতালাদিভ্যো নমঃ।” “ওঁ বাং বীং বৃং বৌং বঃ বেতালাভ্যঃ এষ বলিনর্মাঃ।” মন্ত্রে বলি প্রদানপূর্বক—“ওঁ

চাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস—“চাং হ্রায়্য নমঃ” মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি লইয়া ধ্যান করিবেন।

ধ্যান—“ওঁ চামুণ্ডাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং, রক্তাঙ্কীং বিকশিত দশনাং নাগযজ্ঞোপবীতিনাম্। কৃষ্ণবর্ণবিভূষণাং জটাজুটেনমণ্ডিতাং চতুর্ভুজাম্ ॥”

এইরূপে ধ্যানান্তে—“ও হ্রীং চামুণ্ডে ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহনপূর্বক “এতৎ পাদ্যং ও হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“ও মেরুমন্দরকৈলাস হিমবচ্ছিতরে গিরৌ। জাতঃ শ্রীফলবৃক্ষ ত্বম অম্বিকায়ঃ সদা প্রিয়ঃ ॥ শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিবৃত্তনঃ। নেতব্যো হসি ময়া গচ্ছ পূজ্যো দুর্গাস্বরূপতঃ ॥ ও দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সন্নিধ্যমিহ কল্পয়। যজ্ঞভাগান্ গৃহাণ ত্বম অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ ॥ ও দুর্গে ত্বং দুর্গাক্রপাসি দূরতঃকো মহাবলে। মনোনন্দ করে দেবি সর্বসিদ্ধিঞ্চ দেহি মে ॥ ও এহোহি ভগবত্য স্ব শত্রুক্ষয়জয়প্রদে। ভক্তিতঃ পূজয়ামি ত্বাং নবদুর্গে সুরার্চিত্তে ॥ ও আগচ্ছ মদগৃহে দেবি সর্বাভিঃ শক্তিভিঃ সহ। শারীদীয়ামীমাং পূজাং করোমি কমলেক্ষণে ॥ ও যে দেবা যা হি দেব্যশ্চ চলিত যাশ্চলন্তি যে। আবাহয়িষ্যে তান্ সর্বান্ চণ্ডিকে পরমেশ্বরী ॥” অতঃপর প্রতিমার আদান করিয়া পাঠ করিবেন—“ও চামুণ্ডে চল চল চালয় চালয় শীঘ্রং দুর্গে ত্বং মম পূজালয় প্রবিশ। ও হ্রীং নমঃ স্বাহা ॥” মন্ত্র পাঠপূর্বক ভদ্রপীঠে প্রতিমা স্থাপন করিয়া প্রতিমা স্পর্শপূর্বক — “ও আবাহয়িষ্যে দেবি ত্বাং মূৰ্খয়ে শ্রীফলে হপি চ। হিরাত্যন্তং হি নো ভূত্বা গৃহে কাম প্রদাভব ॥ ও হ্রাং হ্রীং হ্রুং হ্রৈং হ্রাং হ্রীং হিরাভব ॥” মন্ত্র পাঠ পূর্বক হিরীকরণ করিবেন।

মহাস্নান—প্রথমে দেবীর মুখ প্রক্ষালনার্থ অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ বিশ্বকাষ্ঠনির্মিত দন্তকাষ্ঠ ও উষ্ণোদক নিবেদন করিবেন। মন্ত্র যথা—“ও আয়ুর্বলং যশোবর্চঃ প্রজাঃ পশুবনুনি চ। ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ তন্মোদেহি বনস্পতে ॥ ও ব্যুহধ্বং সোমো রাজা যমাগমৎ। সমে মুখং প্রক্ষালতে যশসা চ ভগেন চ ॥” অতঃপর মুখ প্রক্ষালন নিমিত্ত কিঞ্চিৎ জল মন্ত্র পাঠপূর্বক দিবেন। যথা—“ও চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাম্বেঃ। অ প্রাদাব্য পৃথিবী আভরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তদ্ব্যবশ্চ ॥” অতঃপর চক্ষুর্নামিলন জন্য করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“ও তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুরু মুচরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং, জীবেম শরদঃ শতং, শৃণুয়াম শরদঃ শতং, প্রব্রুয়াম শরদঃ শতং, অদীনাং স্যাম শরদঃ শতং, ভূয়শ্চ শরদঃ শতম্ ॥” অতঃপর দেবী প্রতিমা প্রতিফলিত দর্পণে মন্ত্র পাঠপূর্বক তৈল এবং হরিদ্রা লেপন করিবেন। যথা—“ও নানারূপধরে দেবি দিব্যবস্ত্রাবশুষ্টিতে। তবানুলেপমাত্রেণ চিত্রদোষো বিনশ্যতু ॥ ও উদ্বর্তয়ামি দেবি ত্বাং যথেষ্টং চন্দনাদিভিঃ। উদ্বর্তনপ্রদানেন প্রাপ্তুয়াং শ্রিয়মুক্তমাম্ ॥” অতঃপর প্রতিমা নির্মাণগত দোষত্রুটিনিবারণার্থ

পূনর্ব্বার কদলীপত্রে আতপ চাউল, মাষকলাই, যব ও দধি দ্বারা বলিদ্রব্য সজ্জিত করিয়া, অর্চনা করিবেন। যথা—“বৎ এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।” মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যক্ষণ করতঃ, “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।” “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ও বিষ্ণবে নমঃ।” “এতৎ সম্প্রদান্য ও বেতালায় নমঃ।” অতঃপর উৎসর্গবাক্য পাঠ করিয়া কুশোদক দিবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লপক্ষে সপ্তম্যাঙ্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা ভবগবত্যা মৃগথ্য্যা বিচিত্রনির্মাণ কর্মণি যদ্বৈশ্বণ্যং জাতং তদ্যোষ প্রশমনায় এষ মাষভক্তবলিঃ ও বাৎ বাৎ বৃৎ বৈৎ বৌৎ বঃ বেতালায় নমঃ।” মন্ত্রে বলি উৎসর্গ করিয়া, মহাস্নান নিমিত্ত করযোড়ে মন্ত্র পাঠান্তে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবেন। যথা—“ও আজ্ঞাপয় মহাদেবি স্নানার্থং পরমেশ্বরী। আদর্শে স্নাপয়ামি ত্বাং নানাদ্রব্যৈঃ স্বশক্তিতঃ ॥”

এইরূপে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া স্নান করাইবেন। প্রথমে শীতোষ্ণসুवासিত জলপূর্ণ ঘটেন—“ও পরমেশ্বরী ধর্মায় যজ্ঞায় জ্ঞানরূপিণে। তপসে পাপনাশায় স্নাপয়ামি কৃপাং কুরু ॥” অতঃপর শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে স্নান করাইবেন। যথা—গোমূত্র—“ও হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।” গোময়—“ও হ্রীং শিরসে স্বাহা।” দুগ্ধ—“ও হ্রুং শিখায়ৈ বষট্।” দধি—“ও হ্রৈং কবচায় হুং।” ঘৃত—“ও হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।” কুশোদক—“ও হ্রুঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামজ্জায় ফট্।” ভূঙ্গারপূরিত নদীজলে—“ও আত্রৌ ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী। সরযুগুপ্তী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী ॥ ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা। সর্বাঃ সুমনসো ভূত্বা ভূঙ্গারৈ স্নাপয়ন্ত তাম্ ॥ ও সুরাত্মাভিবিধঃস্ত ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরঃ। বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ ॥ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে। আখণ্ডলোহগ্নির্ভগবান যমো বৈ নৈঋতস্তথা ॥ বরুণ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মাণা সহিতঃ শেযো দিকপালাঃ পাস্ত তে সদা ॥ কীর্তিলক্ষ্মীধৃতির্মোহা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ কান্তিঃ শান্তিস্তৃষ্টিশ্চ মাতরঃ ॥ এতাস্তামভিবিধঃস্ত ধর্মপত্ন্যাঃ সমাগতাঃ। আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বৃহজ্জীবসিতার্কজাঃ ॥ গ্রহাস্তামভিবিধঃস্ত রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ। দেবদানবগন্ধর্বাঃ যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ ॥ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এষ চ। দেবপত্ন্যাঃ ধ্রুবা নাগা দৈত্যাস্চানরসাং গণাঃ ॥ অস্ত্রাণি সর্বশস্ত্রাণি রাজনো বাহনানি চ। ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে ॥ সরিতঃ

সাগরাঃ শৈলান্তীর্থানি জলদা নদাঃ । এতে ত্র্যমভিষিক্ত্ব ধর্মকামার্থ সিদ্ধয়ে ॥ ওঁ সিদ্ধুভৈরব শোণাদ্যা যে হ্রদা ভূবি সংস্থিতাঃ । সর্বৈ সুমনসো ভূত্বা ভূঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্ত তাম্ ॥ ওঁ কুরুক্ষেত্রঃ প্রয়াগশ্চ অক্ষয়ো বটসংস্কৃতকঃ । গোদাবরী বিষদগঙ্গা নর্মদা মণিকর্ণিকা ॥ সর্বাণ্যেতানি তীর্থানি ভূঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্ত তাম্ ॥ ওঁ তক্ষশাদ্যাশ্চ যে নাগাঃ পাতঙ্গতঃ সর্বশিখাঃ । সর্বৈ সুমনসো ভূত্বা ভূঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্ত তাম্ ॥ ওঁ দুর্গা চণ্ডেশ্বরী চণ্ডী বারাহী কার্তিকী তথা । হরসিদ্ধা তথা কালী ইন্দ্রাণী বৈষ্ণবী তথা ॥ ভদ্রকালী বিশালাক্ষী ভৈরবী সর্বকর্ষকী । এতাঃ সুমনসো ভূত্বা ভূঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্ত তাম্ ॥” শঙ্খোদক— “ওঁ সর্বৈষা যধিপো দেব ঈশানো নাম নামতঃ । শূলপার্মিহাদেবো ভূঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তিতাম্ ॥ গান্ধোদক— “ওঁ মন্দাকিন্যাস্ত যদ্বারি সর্বপাপহরং শুভম্ । স্বর্গস্রোতস্ত বৈষ্ণব্যং স্নানং ভবতু তেন তে ॥” উষ্ণোদক— “ওঁ পরমং পবিত্রমুৎকং বহিঃস্রোতিঃ সমদ্রিতম্ । দ্বীকং সর্বপাপহরং ভূঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তিতাম্ ॥ গান্ধোদক— “ওঁ গন্ধাঢ্য শোভনঞ্চৈব শীতলং সুমনোহরম্ । সর্বপাপহরং বারি ভূঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তিতাম্ ॥” শুদ্ধজল— “ওঁ আপো তিষ্ঠা মদ্রো ভূব ত্বন উর্জে দধাতনঃ । মহেরণায় চক্ষসে ॥ ওঁ যো ব শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ । উশতীরিব মাতরঃ ॥ ওঁ তস্মা অরং গম্য বো বস্য ক্ষয়্য জিহ্বথ । আপো জনরথ চ নঃ ॥ ওঁ শনো দেবীরভিষ্টয়ে শনো (যজুঃ—আপো) ভবন্ত পীতয়ে । শংযোরভি শ্রবন্ত নঃ ॥” পুষ্পোদক— “ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা, অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপ-মন্দিরৈঃ ব্যাভম্ । ইষ্মনিষাণা-মুখ্য ইষাণ সর্বলোকস্য ইষাণ ॥” ফলোদক— “ওঁ যাঃ ফলিনীয়া অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিনীঃ । বৃহস্পতিপ্রসূতাত্তানো মুঞ্চত্বং হসঃ ॥” ইন্দুরস— “ওঁ নারায়ণো বিদ্বাহে চণ্ডিকায়ৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ ॥ সর্বৌষধিজল— “ওঁ সর্বদা সর্বপাপময়মিষ্টানাং বিঘাতকম্ । সর্বৌষধি জলন্তেন স্নাপয়ামি সুরেশ্বরীম্ ॥ ওঁ হ্রীং পার্বত্যৈ নমঃ ॥” মহৌষধিজল— “ওঁ নারায়ণো বিদ্বাহে ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ ॥” সর্বৌষধি-মহৌষধি মিশ্রিত জল— “ওঁ বা ওদহীঃ সোমরাজ্ঞীবহ্নীঃ শতবিচক্ষণাঃ । তামহমগ্নিন্নাসনে অচ্ছিদাঃ শর্ম যচ্ছত ॥” পঞ্চরত্নোদক— “ওঁ নানারত্নং মহেশানি সাগরে বিধিনির্মিতম্ । রত্নোদকং মহাপুণ্যং দেবাঃ স্নানন্ত পাবনম্ ॥” পুনরায় বৈদিক মন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইবেন, যথা—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—(সাম)—“ওঁ গাবশ্চিদ্বা সমন্যবঃ, সজাতোন মরুতঃ সবন্ধবঃ ।

রিহতে ককুভো মিথঃ ॥” দুগ্ধ—“ওঁ গব্যো যু গো যথা পুরা, স্বয়োত রথয়া । রবিবস্যা মহোনাম্ ॥” দধি—“ওঁ দধিক্রাবণো অকারিষং জিহ্বোরশস্য বাজিনঃ । সুরভি নো মুখা করং, প্রণ আয়ুংসি তারিষং ॥” ঘৃত—“ওঁ ঘটবতী ভুবনানা-মভিশ্রিয়ৌর্বা পৃথুভী মধুদুগ্ধে সুপেশসা । দ্যাবাপৃথিবী বক্রণস্য ধর্মণা বিহ্রভিতে অজরে ভুরিরেতসা ॥” কুশোদক— “ওঁ দেবস্য হ্রা সবিতুঃ প্রসবে হৃশ্বিনোর্বাহভ্যাং পুষ্ণেহস্তাভ্যাং গৃহামি ॥” যজুর্বেদীয়গণ নিম্নলিখিত মন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইবেন । গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—“ওঁ গন্ধদ্বারাং দূরাধর্বাং, নিত্যপুষ্ঠাং করীবিণীম্ । ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং ত্বামিহোপহৃয়ে শ্রিয়ম্ ॥” দুগ্ধ—“ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোম বৃষ্যম্ । ভবা বাজস্য সঙ্গথে ॥” দধি—“ওঁ দধিক্রাবণো অকারিষং জিহ্বোরশস্য বাজিনঃ । সুরভি নো মুখা করং, প্রণ আয়ুংসি তারিষং ॥” ঘৃত—“ওঁ তেজো হসি শুক্রমসামৃতমসি ধাম নামাসি । প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি ॥” কুশোদক— “ওঁ দেবস্য হ্রা সবিতুঃ প্রসবে হৃশ্বিনোর্বাহভ্যাং পুষ্ণেহস্তাভ্যাং মাদদে ॥”

ঋগ্বেদীয়গণ নিম্নলিখিত পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্রে স্নান করাইবেন । গোমূত্র—গায়ত্রী । গোময়—“ওঁ গাবশ্চিদ্বা সমন্যবঃ, সজাতোন মরুতঃ সবন্ধবঃ । রিহতে ককুভো মিথঃ ॥” দুগ্ধ—“ওঁ আপো অদ্যাষচারিষং, রসেনসমগম্যহি । পয়স্বানগ্ন আ গহি, তং মা সংসৃজ বর্চসা ॥” দধি—“ওঁ উদবৃধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ, সমগ্নি-মিহ্বং বহবঃ সনীড়াঃ । দধিক্রামগ্নিমুঘসঞ্চ দেবী, মিত্রাবতোহবসে নিহুয়েবঃ ॥” ঘৃত—“ওঁ অগ্নিরগ্নি জন্মনা জাতবেদা, ঘটং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্ । অর্কস্থিধাতু রজসো বিমানো হুজ্র ঘর্মো হবিরগ্নিনাম্ ॥” কুশোদক— “ওঁ যোগে-যোগে তবস্তরং, বাজে বাজে হবামহে । সখায়-মিত্রমৃতয়ে ॥”

অতঃপর শোধিত পঞ্চগব্য একত্রিত করিয়া স্নান করাইবেন, যথা—“ওঁ পঞ্চগব্যমিদং পুণ্যং সর্বপাপনিবৃদনম্ । তন্তোয়ৈঃ স্নাপয়ামি ত্বাং মম পাপং ব্যাপো হুয়ঃ ॥ পঞ্চামৃত—(সাম)—“ওঁ গব্যোযু গো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক “ওঁ হ্রীং শিবায়ৈ নমঃ । ঘৃত—“ওঁ ঘটবতী ভুবনানা” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক—“ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ ॥” দধি—“ওঁ

দধিক্রাবণো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক—“ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ ॥”

যজুবেদীয়গণ—দুষ্ক—“ওঁ আপ্যায়স্ব” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক—“ওঁ হ্রীং শিবায়ৈ নমঃ ॥” যত—“ওঁ তেজো হসি” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক—“ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ ॥”

দধি—“ওঁ দধিক্রাবণো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক—“ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ ॥”

ঋগ্বেদীয়গণ—দুষ্ক—“ওঁ গাবশ্চিদ্বা” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক—“ওঁ হ্রীং শিবায়ৈ নমঃ ॥” যত—“ওঁ অগ্নিরশ্মি” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক—“ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ ॥”

দধি—“ওঁ উদবুধ্যধ্বং” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক—“ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ ॥” শর্করা (সর্ববেদীর পাঠ্য)—“ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং । স ভূমিং সর্বতো বৃদ্ধা অত্যন্তিষ্ঠদশাঙ্গুলম্ ॥ ওঁ হ্রীং প্রচণ্ডায়ৈ নমঃ ॥” মধু (সর্ববেদীর পাঠ্য)—“ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ । মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধী মধু নক্তমূতসসো, মধুমং পার্থিবং রজঃ । মধুনৌরস্ত নঃ পিতা ॥ ওঁ মধুমাত্রো বনস্পতির্মধুর্মা অস্ত সূর্যো, মাধ্বীর্গাবো ভবন্ত নঃ ॥” “ওঁ হ্রীং গৌর্যৈ নমঃ ॥”

অতঃপর একত্রিত পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবেন । যথা—“ওঁ পঞ্চামৃতমিদং পূতং শ্রুতিভিঞ্চ সুসংস্কৃতম্ । তজ্জোয়েঃ স্নাপয়ামি ত্বাং তুষ্ঠা ভব মহেশ্বরী ॥” স্বর্গোদক—“ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ ॥” রৌপ্যজলে—“ওঁ অশ্বিকে বরদে দেবি জগতাং হিতকারিণি । রৌপ্যোদকেন দেবী ত্বাং স্নাপয়ামি সুশোভনে ॥ ওঁ শ্রীফলবাসিন্যৈ নমঃ ॥” নারিকেলোদক—“ওঁ মাহেশ্বর্যৈ নমঃ ॥” শিথিরোদক—“ওঁ শিবায়ৈ নমঃ ॥” গুড়োদক—“ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ ॥” কর্পূরোদক—“ওঁ ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ ॥” পঞ্চকষায়মুক্তজল—“ওঁ জম্বু-শাল্মলিবাট্যাল বকুলং বদরং তথা । এতমিশ্রিত তোয়েন স্নাপয়ামি সুশোভনে ॥ ওঁ হ্রীং ভদ্রকাল্যৈ নমঃ ॥” পঞ্চশস্যমিশ্রিত জল—ওঁ যবগোধূমমুদগাশ্চ তিলাশ্চ ধান্যসেব চ । এতভোয়েন দেবেশি স্নাপয়ামি প্রসীদ মে ॥ ওঁ হ্রীং উমায়ৈ নমঃ ॥” কুঙ্কমোদক—“ওঁ কৌশিক্যৈ নমঃ ৷” শর্করামিশ্রিত জল—“ওঁ শর্করে মধুনা স্নিঞ্জে দেবামোদবিবর্দ্ধিনি । দেবানাং তুষ্টিদে শীঘ্রং মাতর্নিত্যং প্রসীদ মে ॥ ওঁ হ্রীং শিবায়ৈ নমঃ ॥” গোরোচনামিশ্রিত জল—“ওঁ হ্রীং পার্বত্যৈ নমঃ ৷” সুগন্ধিজল—“ওঁ যো হসৌ মলয়জো বৃক্ষঃ সৌগন্ধ্যানিলয়ঃ সদা ॥

তজ্জলস্নানমাত্রেণ বরদা ভব শোভনে ॥ ওঁ হ্রীং কাল্যৈ নমঃ ॥” যবধান্যাদিচূর্ণমিশ্রিত জল—“ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ ॥” বন্দীকমৃত্তিকা—“ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ ॥” বরাহমৃত্তিকা—“ওঁ বারাহ্যৈ নমঃ ॥” বেশ্যাঘারমৃত্তিকা—“ওঁ মঙ্গলায়ৈ নমঃ ॥” বৃষশৃঙ্গমৃত্তিকা—“ওঁ মাহেশ্বর্যৈ নমঃ ॥” অশ্বদন্তমৃত্তিকা—“ওঁ কৌবের্যৈ নমঃ ॥” গজদন্তমৃত্তিকা—“ওঁ ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ ॥” পর্বতমৃত্তিকা—“ওঁ মাহেশ্বর্যৈ নমঃ ॥” দেবদ্বারমৃত্তিকা—“ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ ॥” সরোবর-মৃত্তিকা—“ওঁ পদ্মাবত্যৈ নমঃ ৷” নদীর উভয়কূল-মৃত্তিকা—“ওঁ ত্রিনেত্রায়ৈ নমঃ ॥” যজ্ঞশালা-মৃত্তিকা—“ওঁ নারায়ণ্যৈ নমঃ ॥” রাজদ্বার-মৃত্তিকা—“ওঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ ॥” চতুষ্পাশ্ব-মৃত্তিকা—“ওঁ জয়ন্ত্যৈ নমঃ ॥” গঙ্গামৃত্তিকা—“ওঁ হৈমবত্যৈ নমঃ ॥” কুশমূল-মৃত্তিকা—“ওঁ শিবায়ৈ নমঃ ॥”

অতঃপর পুরুষসূক্ত মন্ত্রে স্নান করাইবেন (সামগানাং)—“ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং । স ভূমিং সর্বতো বৃদ্ধাত্যন্তিষ্ঠদশাঙ্গুলম্ ॥ ১ ॥ ওঁ ত্রিপাদূর্দ্ধং উদেৎ পুরুষঃ পাদস্যোহাভবৎ পুনঃ । তথা বিশ্বঙ্ ব্যক্রামদশনানশনে অভিঃ ॥ ২ ॥ পুরুষ এবেদং সর্বং যদভূতং যচ্চ ভাব্যম্ । পাদো হস্য সর্বা ভূতানি, ত্রিপাদ মৃতং দিবি ॥ ৩ ॥ তাবানস্য মহিমা, ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ । উতামৃতত্বস্যোশানো, যদম্নেনাতি রোহিত ॥ ৪ ॥ ততো বিরাড্জায়ত, বিরাজো অধি পুরুষঃ । স জাতো অত্যরিচ্যত, পশ্চাদ্ভূমি মথো পুরঃ ॥ ৫ ॥

যজুষ্—“ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ, সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং । স ভূমিং সর্বতঃ স্পৃহা, ত্যন্তিষ্ঠদশাঙ্গুলম্ ॥ ১ ॥ পুরুষ এবেদং সর্বং, যদভূতং যচ্চ ভাব্যম্ । উতামৃতত্বস্যোশানো যদম্নেনাতি রোহিত ॥ ২ ॥ এতাবানস্য মহিমা-তো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ, পাদো হস্য বিশ্বা ভূতানি, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩ ॥ ত্রিপাদূর্দ্ধ-মুদেৎ পুরুষঃ পাদস্যোহা ভবৎ পুনঃ । এতো বিশ্বঙ্ ব্যক্রামৎ, সশনানশনে অভিঃ ॥ ৪ ॥ ততো বিরাড্জায়ত, বিরাজো অধি পুরুষঃ । স জাতো অত্যরিচ্যত, পশ্চাদ্ভূমি মথো পুরঃ ॥ ৫ ॥ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্বহত, সন্ততং পৃষদাজ্যম্ । পশুংস্তাংশ্চক্রে ব্যায়ব্যা, নারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৬ ॥ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্বহত, ঋচঃ সামাণি জজ্ঞিরে । ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্, যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৭ ॥ তস্মাদস্থা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ । গবো হ যজ্ঞিরে তস্মাৎ, তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥ ৮ ॥ ওঁ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রোক্ষণ্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ । তেন দেবা অযজন্ত, সাধ্য ঋষয়শ্চ যে ॥ ৯ ॥ যং পুরুষং

ব্যদধুঃ, কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমসাসীৎ। কিং বাহু কিমুরু পাদা উচ্যতে ॥ ১০ ॥ ব্রাহ্মণো হস্য মুখমাসীদ, বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ। উরু তদস্য যদ বৈশ্যঃ, পদ্ম্যং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১১ ॥ চন্দ্রমা মনসো জাত-শ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত। শ্রোত্রাদ্ বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখদগ্নিরজায়ত ॥ ১২ ॥ নাভ্যাং আসীদন্তরীক্ষঃ শীর্ষে দৌঃ সমবর্তত। পদ্ম্যং ভূমির্দিশঃ শোত্রাৎ, তথা লোকী অকল্পয়ন্ ॥ ১৩ ॥ যৎ পুরুষেণ হবিষা, দেবা যজ্ঞমতৰত। বসন্তোহস্যাসীদাজ্যং, গ্রীষ্ম ইক্ষাঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ১৪ ॥ সপ্তাস্যসেন পরিপদ, দ্বিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতঃ। দেবা যদ যজ্ঞং তবান, অবধন্ পুরুষং পশুম্ ॥ ১৫ ॥ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবা,—স্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্। তে হ নাকং মহিমানং সচস্ত যত্র পূর্বে সপ্যঃ সতি দেবাঃ ॥ ১৬ ॥

ঋগ্বেদিনাং—ও সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ, সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্তাত্তিষ্ঠদশাদুলম্ ॥ ১ ॥ পুরুষ এবদং সর্বং যদভূতং যচ্চ ভাব্যম্। উতানুতদ্বৈশোনো যদগ্নেনাতি রোহিত ॥ ২ ॥ এতাবানস্য মহিমা-তো জ্যায়াম্শ্চ পুরুষঃ। পানোহস্য বিশ্বা ভূতানি, ত্রিপাদস্য মৃতং দিবি ॥ ৩ ॥ ত্রিপাদুর্দ্ধমুদং পুরুবঃ, পানোহস্যোহভবৎ পুনঃ। ততো বিশ্বঙ-ব্যক্রামৎ, সাশনানশনে অভিঃ ॥ ৪ ॥ তস্মাদ্ বিরাড্জায়ত, বিরাজো অধিপুরুষ। ন জাতো অতির্য্যচ্যত, পশ্চাদ্-ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫ ॥ যৎ পুরুষেণ তবিক, দেবা যজ্ঞমতৰত। বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং, গ্রীষ্ম ইক্ষাঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ৬ ॥ তৎ যজ্ঞং বহির্বি গৌক্ষণ পুরুষং জাতমগ্রতঃ। তেন দেবা অযজন্ত, সাধ্যা ঋবয়শ্চ যে ॥ ৭ ॥ তস্মাৎ যজ্ঞং সর্বভূতঃ, সর্বভূতঃ পৃথদাজ্যম্। পশুংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যা-নারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৮ ॥ তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহত, ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। হ্নদাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ, যজুঃস্মাদজায়তে ॥ ৯ ॥ তস্মাদগ্না অজায়ন্ত, যে কে চোভয়াদতঃ। গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥ ১০ ॥ যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্য কৌ বাহু, কৌ উরু পাদ উচ্যতে ॥ ১১ ॥ ব্রাহ্মণো হস্য মুখমাসীদ, বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ। উরু তদস্য যদ বৈশ্যঃ, পদ্ম্যং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১২ ॥ চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ, সূর্য্যো অজায়ত। মুখাদিন্দ্রশ্চ হগ্নিশ্চ, প্রাণাদ্ বায়ুরজায়ত ॥ ১৩ ॥ নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষঃ, শীর্ষে দৌঃ সমবর্তত। পদ্ম্যং ভূমির্দিশঃ শোত্রাৎ, তথা লোকী অকল্পয়ন্ ॥ ১৪ ॥ সপ্তাস্যসেন পরিপদ, দ্বিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতঃ। দেবা যদ যজ্ঞং তবান, অবধন্ পুরুষং পশুম্ ॥ ১৫ ॥ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেব, স্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্। তে হ নাকং মহিমানং সচস্ত, যত্র পূর্বে সপ্যঃ সতি দেবাঃ ॥ ১৬ ॥

অতঃপর সহস্রধারা জলে—“ও সাগরাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সর্বাত্মোতো নদান্তথা। সর্বৌষধিভিঃ পাপঘ্নাঃ সহস্রৈঃ ঋপয়ন্ত তে ॥ ও লবণেন্দ্রবাসিনীর্দিশঃ কলসেন তু ॥ ১ ॥ (মালবরাগে বিজয়বাদ্যম্)। সহস্রধারয়া দেবীং ঋপয়ামি মহেশ্বরীম্ ॥ ও সাগরাঃ সরিতঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। রত্নৌষধিভিঃ পাপঘ্না ভূসারৈঃ ঋপয়ন্ত তে ॥” নদ জলেন—“ও দেবী নদীভিঃ সাক্ষাৎ নদা যে শোনঘর্ঘরাঃ। সর্বৈ সূমনসো ভূত্বা ভূসারৈঃ ঋপয়ন্ত তে ॥ ও সিদ্ধুভৈরব শোনাদ্যা যে নদা ভূবি সংস্থিতাঃ। সর্বৈ সূমনসো ভূত্বা ভূসারৈঃ ঋপয়ন্ত তে ॥”

ঘটচতুষ্টয় পূর্ণ জলে—“ও অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমুদ্বিজং। হোতারং রত্নধাতমম্ ॥ ১ ॥” “ও ইবে হোজর্জে দ্বা বায়বঃ হু। দেবো বঃ সকিতা প্রাপ্যতু। শ্রেষ্ঠতমস্ব কর্মণে ॥ ২ ॥” “ও অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সংসি বহিষি ॥ ৩ ॥” “ও শম্রো দেবীরভিষ্টয়ে শম্রো (যজুঃ—আপো) ভবন্ত পীতয়ে। শং যোরভি ভবন্ত নঃ ॥ ৪ ॥”

অষ্টকলস দ্বারা স্নান। গঙ্গাজল পূরিত ঘটেন—“ও সুরাস্ত্রামভিষিক্ত ব্রহ্মাবিকুণ্ডশিবাদয়ঃ। ব্যোমগঙ্গাষুপূর্ণেন আদ্যেন কলসেন তু ॥ ১ ॥ (মালবরাগে বিজয়বাদ্যম্)। বৃষ্টিজল পূরিত ঘটেন—“ও মরুতশ্চাভিষিক্ত ভক্তিমন্তঃ সুরেশ্বরি। মেঘাষু পরিপূর্ণেন দ্বিতীয় কলসেন তু ॥ ২ ॥ (ললিতরাগো দেববাদ্যম্)। সরস্বতী নদীজলপূর্ণ ঘটেন—“ও সারস্বতেন তোয়েন সম্পূর্ণেন সুরোত্তমো। বিদ্যাধরা (অ) ভিষিক্ত তৃতীয় কলসেন তু ॥ ৩ ॥” (বিভাসরাগো দুন্দুভিবাদ্যম্)। সাগরোদক পূর্ণ ঘটেন—“ও শত্রুদাশ্চাভিষিক্ত লোকপালা সমাগতাঃ। সাগরোদকপূর্ণেন চতুর্থকলসেন তু ॥ ৪ ॥ (ভৈরবরাগো ভীমবাদ্যম্)। পদ্মরেণুমিশ্রিত জলপূর্ণ ঘটেন—“ও বারিণা পরিপূর্ণেন পদ্মরেণুসুগন্ধিনা পঞ্চমেনাভিষিক্ত নাগাশ্চ কলসেন তু ॥ ৫ ॥” (কেদাররাগঃ ইন্দ্রাভিষেকবাদ্যম্)। পর্বতশৃঙ্গনির্গত জলপূর্ণ ঘটেন—“ও হিমবন্ধে মুকুটাদ্যাশ্চাভিষিক্ত পর্বতাঃ। নির্ঝরোদক পূর্ণেন ষষ্ঠেন কলসেন তু ॥ ৬ ॥” (বরারিরাগঃ শঙ্খবাদ্যম্)। সর্বতীর্থজলপূর্ণ ঘটেন—“ও সর্বতীর্থষুপূর্ণেন কলসেন সুরেশ্বরি। সপ্তমেনাভিষিক্ত ঋবয়ঃ সপ্তযোচরাঃ ॥ ৭ ॥” (বসন্তরাগঃ পঞ্চশব্দবাদ্যম্)। চন্দনমিশ্রিত জলপূর্ণ ঘটেন—“ও বসবশ্চাভিষিক্ত কলসেনাষ্টমেন তু। অষ্টমঙ্গলসংযুক্তো দুর্গে দেবি নমো হস্ততে ॥ ৮ ॥” (ধানসিরাগো ভৈরববাদ্যম্)।

অতঃপর সুগন্ধি জলে—“ওঁ সূর্য্যঃ সোমঃ কুবেরশ্চ বরুণো যাদসাং পতিঃ । এতে সুমনসো ভূত্বা ভূঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্ত তে ॥ ওঁ অদিতিশ্চ দিতিশ্চৈব তথৈবাকুরুতী সতী । এতঃ সুমনসো ভূত্বা ভূঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্ত তা ॥ ওঁ ব্যাসশ্চ নারদশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ । এতে সুমনসো ভূত্বা ভূঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্ত তে ॥ ওঁ ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকঃ কুমুদশ্চ দিশাং গজাঃ । এতে সুমনসো ভূত্বা ভূঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্ত তে ॥ ওঁ বৃহস্পতিঃ সুরাচার্য্যো দৈত্যানামর্চিতঃ কবিঃ । অরুণো বরুণশ্চৈব স্নাপয়ন্ত শিবপ্রিয়াম্ ॥ ওঁ দেবকন্যা নাগকন্যা তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ । গন্ধোদক সমুদ্রেন ঘটেন স্নাপয়ন্তিমাম্ ॥ ওঁ বিদ্যাধরঃ পুষ্পদন্তো হাহা হৃহশ্চ বীর্য্যবান্ । গীতবাদিত নাট্যেন স্নাপয়ন্ত মহেশ্বরীম্ ॥ ওঁ দৈত্যশ্চ দানবশ্চৈব যাতুধানাঃ সহস্রশঃ । সর্ব্বে সুমনসো ভূত্বা ভূঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্ত তে ॥ ওঁ দুর্গা চণ্ডেশ্বরী চণ্ডী বারাহী কার্তিকী তথা । হরসিদ্ধা তথা গৌরী কামাখ্যা সর্বদেবতাঃ । এতঃ সুমনসো ভূত্বা ভূঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তাম ॥”—ইতি মহাস্নান ।

অতঃপর ধান্য, দুর্বা এবং পরিষ্কার নববস্ত্র দ্বারা দর্পণ মুছিয়া, সিন্দূর চন্দনাদি দিয়া মস্ত্র পাঠপূর্ব্বক নববস্ত্র দ্বারা অবগুষ্ঠিত করিয়া দেবীর আসনে স্থাপন করিবেন । মস্ত্র, যথা—
“ওঁ পরিধন্ত বাসসৈনাং শতায়ুধীং কণ্ঠত দীর্ঘমায়ুঃ । শতঞ্চ জীব শরদঃ সুবচা বসুনি চার্য্যে বিভূজাসি জীবন্ ॥” অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন । যথা—“ওঁ কৃতং নানাধিকং বাপি যদ্বেদ্যোঃ স্নানকর্মণি । তচ্ছিদ্ৰং ভবত্বদ্য ত্বং প্রসাদান্মহেশ্বরী ॥”

অতঃপর কল্লারন্তের ন্যায় সমস্ত কার্য্য এবং দ্বারদেবতা পূজা, ন্যাসাদি সমাপ্ত করিয়া দেবী ঘটস্থাপন, কাণ্ডরোপণ, সূত্রবেষ্টন প্রভৃতি (পৃঃ ৩২ পং ১ হইতে পৃঃ ৩৪ পং ৯) পর্যন্ত করিবেন । তৎপরে স্ব স্ব বেদোক্ত মন্ত্রে গণেশ ঘটস্থাপন করিয়া সেই ঘটে গণেশ, শিবা দি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপাল, বিষ্ণু, মৎস্যাদি দশাবতার প্রভৃতির আবাহনপূর্ব্বক পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবেন ।

অতঃপর গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন । যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ”, এইক্রমে—“বাসুকায, বরাহায়, জম্বুদ্বীপায়, প্রঙ্কদ্বীপায়, কুশদ্বীপায়, শাকদ্বীপায়,

শাল্মলীদ্বীপায়, পুষ্করদ্বীপায়, সপ্তস্বর্গেভ্যঃ, সপ্তপাতালেভ্যঃ, সুমেরবে, কৈলাসায়, হিমাশ্রয়ে, সপ্তসমুদ্রেভ্যঃ, গিরিপীঠায়, কালগিরিপীঠায়, পাদুকা পীঠায়, নীলমণিগৃহাদিভ্যঃ, সিংহাসনায়, পদ্মাসনায়, বৃষাসনায়, শ্বেতচ্ছত্রায়, রত্নপাদুকায়ৈ, শ্বেতচামরায় ।” মন্ত্রে আদিত্যে “ওঁ” অন্তে “নমঃ” যোগে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন । অতঃপর মূলমন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবেন ।

করন্যাস—“হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । হ্রীং তজ্জনীভ্যাং স্বাহা । হ্রুং মধ্যমাভ্যাং বযট্ । হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হং । হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামন্ত্রায় ফট্ ।”

অঙ্গন্যাস—“হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ । হ্রুং শিরসে স্বাহা । হ্রুং শিখায়ৈ বযট্ । হ্রৈং কবচায় হং । হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামন্ত্রায় ফট্ ।” অতঃপর কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্পাদি লইয়া দেবীর ধ্যান করিবেন ।

ধ্যান—“ওঁ জটাজুটসমায়ুক্তামর্দ্ধেন্দু কৃতশেখরাম্ । লোচনত্রয় সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্ ॥ অতসী পুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্ ।

নবযৌবনসম্পন্নাং সর্বাভরণভূষিতাম্ ॥ সুচারুদশনাং তীক্ষ্ণাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ । ত্রিভঙ্গস্থান-সংস্থানাং মহিষাসুরমর্দিনীম্ ॥ মৃণালশায়তসংস্পর্শ দশবাহুসমম্বিতাম্ । ত্রিশূলং দক্ষিণে পালৌ খড়্গাং চক্রং ক্রমাদধঃ ॥ তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণেন বিচিন্তয়েৎ । খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ ॥ ঘট্যাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ ॥ অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ ॥ শিরোচ্ছেদে ভবং তদ্বদানবং খড়্গা পাণিন (ক) ম্ । হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্র বিভূষিতম্ ॥ রক্তারক্তীকৃতান্ধঞ্চ রক্তবিস্মুরিতেক্ষণম্ ॥ বেষ্টতং নাগপাশেন ক্রকুটি ভীষণাননম্ ॥ সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া । বমদ্রুধিরবজ্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ ॥ দেব্যাস্ত দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিহিতম্ ॥ কিঞ্চিদুর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি ॥ প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্বকামফলপ্রদাম্ । শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাম্ ॥ স্তম্ভমানঞ্চ তদ্রূপ-মমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ । উগ্রচণ্ডা



কূর্ম্মমুদ্রা

প্রচণ্ড চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা। চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা ॥ আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্। চিত্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্মকামার্থ মোক্ষদাম্ ॥”

ধ্যানান্তে পুষ্পটি স্বমস্তকে দিয়া তেজোময় দেবতারূপ চিত্তাপূর্বক মানসোপচারে পূজান্তে বিশেষার্থ্য স্থাপন (পৃঃ ২৯ পং ৭) পূর্বক, পীঠদেবতাগণের আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ পীঠদেবতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধবত, ইহসন্নিধবধম, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ মম পূজাং গৃহীত ॥” মন্ত্রে আবাহনপূর্বক পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।” এইক্রমে আদিত্যে “ওঁ” অস্ত্রে “নমঃ” বলিয়া পূজা করিবেন। যথা—“প্রকৃতি, কূর্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যে, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদিকায়, রত্নসিংহাসনায়, ধর্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, অধর্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়, অনন্তায়, পদ্মায়, অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়নে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলায়নে, মং বহুমণ্ডলায় দশকলায়নে, সং সত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আয়নে, পং পরমায়নে, হ্রীং জ্ঞানায়নে। (পূর্বাদ্যষ্ট কেশরে)—আং প্রভায়ৈ, ঈং মায়ায়ৈ, উং জয়ায়ৈ, এং সূক্ষ্মায়ৈ, ঐং বিশুদ্ধায়ৈ, ওং নন্দিন্যে, ওং সুপ্রভায়ৈ, অং বিজয়ায়ৈ। (মধ্যো)—অং সর্বসিদ্ধিদায়ৈ। (পীঠোপরি)—ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হং ফট্ নমঃ।” অসমর্থপক্ষে—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে একত্রে পূজা করিবেন। অতঃপর চক্ষুর্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন।

চক্ষুর্দান—বিলম্বিত্রে ঘৃতদ্বারা কঙ্জুল করিয়া কুশদ্বারা দেবীর উর্দ্ধনেত্রে, তৎপরে বামনেত্রে, তৎপরে দক্ষিণনেত্রে মন্ত্র পাঠপূর্বক কঙ্জুল দিবেন। ত্রিনেত্র পুরুষ দেবতার অগ্রে উর্দ্ধনেত্রে, তৎপরে দক্ষিণনেত্রে, পরে বামনেত্রে কঙ্জুল দিবেন। দ্বিনেত্র দেবতা হইলে অগ্রে দক্ষিণনেত্রে পরে বামনেত্রে কঙ্জুল দিবেন। দ্বিনেত্র দেবী হইলে—অগ্রে বামনেত্রে পরে দক্ষিণনেত্রে কঙ্জুল দিবেন। মন্ত্র যথা—“ওঁ কয়ান শিত্র আভুব দূতী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ॥” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক দেবীপ্রতিমার উর্দ্ধনেত্রে কঙ্জুল দিবেন। “ওঁ আ প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষগম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে ॥” এই মন্ত্রে দেবীর বামনেত্রে কঙ্জুল দিবেন। “ওঁ চিত্রং দেবানামদগাদনীকং, চক্ষুর্মিত্রস্য

বরুণস্যাগ্নেঃ। আ প্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতন্তুষ্ণশ্চ ॥” এই মন্ত্রে দেবীর দক্ষিণনেত্র কঙ্জুল দিবেন। অতঃপর প্রতিমাস্থ দেব-দেবীগণের চক্ষুর্দান করিবেন। পুং দেবতার অগ্রে “চিত্রং দেবানাম্” ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণনেত্রে। এবং “আ প্যায়স্ব” ইত্যাদি মন্ত্রে বামনেত্রে; এবং স্ত্রীদেবতার অগ্রে “আ প্যায়স্ব” ইত্যাদি মন্ত্রে বামনেত্রে, এবং “চিত্রং দেবানাম্” ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণনেত্রে কঙ্জুল দিবেন। মহিষাসুর, মহাসিংহ, নাগপাশ, ময়ূরাদিরও চক্ষুর্দান করা বিধেয়। অতঃপর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—দক্ষিণহস্তে কুশ ও পুষ্প গ্রহণ করিয়া প্রতিমার মস্তকে অষ্টোত্তর শতবার (১০৮) মূলমন্ত্র (ঐং হ্রীং শ্রীং অথবা—হ্রীং) জপ করিবেন। পরে মূলমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে দেবীর মস্তক হইতে পাদপীঠ পর্যন্ত স্পর্শ করিবেন। অতঃপর অঙ্গুষ্ঠ অনামিকার দ্বারা তদ্বিমুদ্রায় দেবী প্রতিমার ললাটদেশ স্পর্শ করিয়া (হ্রীং) মূলমন্ত্রে দেবীর



লেনিহামুদ্রা

ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। যথা—“হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীং শিরসে স্বাহা। হ্রুং শিখায়ৈ বষট্। হ্রুং কবচায় হং। হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রুং অন্ত্রায় ফট্।” অতঃপর প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীভগবদুর্গায়াঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীভগবদুর্গায়াঃ জীব ইহস্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীভগবদুর্গায়াঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীভগবদুর্গায়াঃ বাজ্ঞনশ্চক্ষুশ্চোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা ॥” অতঃপর লেলিহামুদ্রা দ্বারা দেবীর হৃদয় স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ মনোজুতির্জুষতামাজ্যস্য, বৃহস্পতির্বজ্রমিমং তনোত্ব। অরিস্তং যজ্ঞং সমিমং দধাতু, বিশ্বদেবাস ইহ মাদয়ন্তা-মৌ প্রতিষ্ঠ। ওঁ অসৌ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অসৌ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অসৌ



ওম মুদ্রা

দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা ॥” তাহার পর নিম্নোক্ত পাঁচটি মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষণ, সন্ধোতা বেদিবদতিথির্দুরোগসৎ। নৃবদ্রসদৃশং বোহনসজ্জা
গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ ১ ॥ ওঁ প্রতদ্বিষুঃ স্তবেন বীর্ঘ্যেন, মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। অস্যোক্ষু ত্রিষু বিক্রমণেধধিক্ষিত্তি ভুবনানি বিশ্বা ॥ ২ ॥ ওঁ বিদ্রবর্ধনঃ
কল্পয়তু, ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতাগর্ভং দধাতু তে ॥ ৩ ॥ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেন্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৪ ॥ ওঁ হ্রস্বতঃ
যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টবর্দ্ধনম্। উর্বাক্ক মিব বন্ধনা-মৃত্যুমুক্ষীয মামৃতাৎ ॥ ৫ ॥” এই প্রকারে প্রতিমাহ্ দেব-দেবীগণের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন। যথা—“ওঁ আং হ্রীং” ইত্যাদি
“শ্রীগণেশস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ” ইত্যাদি। “ওঁ আং হ্রীং” ইত্যাদি “শ্রীলক্ষ্ম্যঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ” ইত্যাদি। “ওঁ আং হ্রীং” ইত্যাদি “শ্রীসরস্বত্যাঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ” ইত্যাদি। “ওঁ
আং হ্রীং” ইত্যাদি “কার্ত্তিকেশস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ” ইত্যাদি। “ওঁ আং হ্রীং” ইত্যাদি “মহাসিংহস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ” ইত্যাদি। “ওঁ আং হ্রীং” ইত্যাদি “মহিবাদুরস্য প্রাণাঃ ইহ
প্রাণাঃ” ইত্যাদি। “ওঁ আং হ্রীং” ইত্যাদি “নাগপাশস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ” ইত্যাদি। “ওঁ আং হ্রীং” ইত্যাদি “মূষিকস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ” ইত্যাদি। “ওঁ আং হ্রীং” ইত্যাদি
“ময়ূরস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ” ইত্যাদি। দেবীর বামে—“ওঁ আং হ্রীং” ইত্যাদি “জয়ায়াঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ” ইত্যাদি। দেবীর দক্ষিণে—“ওঁ আং হ্রীং” ইত্যাদি “বিজয়ায়াঃ প্রাণাঃ
ইহ প্রাণাঃ” ইত্যাদি। চিত্রহ—“ওঁ আং হ্রীং” ইত্যাদি “শিবস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ” ইত্যাদি। অতঃপর “অসৌ প্রাণাঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন। মন্ত্র সমস্তই একই
প্রকার, শুধুমাত্র মন্ত্রে পুংলিঙ্গে “অসৌ” স্থলে “অস্মৈ” বলিবেন। এইরূপে সমস্ত প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া আবাহন করিবেন।

আবাহন—প্রথমে “হ্রীং” মূলমন্ত্রে করাসন্যাস করিবেন। যথা—হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস এবং “হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া
কূর্মমূদ্রা যোগে পুষ্প গ্রহণ করিয়া “দেবীর “জটাজুটসমায়ুক্তামর্কেন্দু কৃতশেখরাম্” ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান (পৃঃ ২৮) করিয়া পুষ্পটি ঘটে দিয়া দেবীর আবাহন করিবেন। যথা—
“ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবতি দুর্গে দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধৌহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।” অতঃপর “হং” মন্ত্রে অবগুষ্ঠনমূদ্রা প্রদর্শন

করাইয়া দেবীর ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। যথা—“ওঁ হ্রাং দুর্গায়াঃ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীং দুর্গায়াঃ শিরসে স্বাহা। ওঁ হ্রুং দুর্গায়াঃ শিখায়ৈ বসট। ওঁ হ্রৈং দুর্গায়াঃ কবচায় হুং। ওঁ হ্রৌং দুর্গায়াঃ
নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ হ্রঃ দুর্গায়াঃ অস্ত্রায় ফট্।” অতঃপর “বং” মন্ত্রে ধেনুমূদ্রা প্রদর্শন করাইয়া পরমীকরণমূদ্রা প্রদর্শন করািবেন। অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—
“ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবার সমন্বিতে। যাবত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্বং সুস্থিরা ভব ॥ ওঁ অমৃতোদভব শ্রীবৃক্ষং মহাদেবিপ্রিয়ঃ সদা। পবিত্রস্তে প্রযচ্ছামি শ্রীফলঞ্চ সুরেশ্বরি ॥”
ওঁ আগচ্ছ মদগৃহে দেবি অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ। পূজাং গৃহাণ বিধিবৎ সর্বকল্যাণকারিণি ॥ ওঁ এহেহি ভগবত্যস্ব শত্রুক্ষয়-জয়প্রদে। ভক্তিতঃ পূজয়ামি ত্বাং নবদুর্গে সুরাচিতে ॥
ওঁ দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সন্নিধ্যমিহ কল্পয়। যজ্ঞভাগান্ গৃহাণ ত্বম্ অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ ॥ ওঁ শারদীয়ামিমাং পূজাং করোমি কমলেক্ষণে। আজ্ঞাপয় মহাদেবি নৈত্যদপনিবুদ্দিনি ॥
ওঁ সংসারার্ণবদুপ্পারে সর্বাশুভবিনাশিনি। ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে ॥ ওঁ যে দেবা যাশ্চ দেব্যাশ্চ চলিতা যা শলন্তি হি। আবাহয়ামি তান্ সর্বান্ চান্তিকে পরমেশ্বরি ॥
ওঁ প্রাণান্ রক্ষ যশো রক্ষ পুত্রদারাদনং সদা। সর্বরক্ষাকরী যস্মা ত্বং হি দেবি জগৎপ্রিয়ে ॥ ওঁ প্রবিশ্য তিষ্ঠ যজ্ঞে হস্মিন্ যাবৎ পূজাং করোম্যহম্। মেনানন্দকরে দেবি সর্বসিদ্ধিঞ্চ
দেহি মে ॥ ওঁ আগচ্ছ মদগৃহে দেবি সর্বকল্যাণহেতবে। পূজাং গৃহাণ সুমুখি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে ॥ আবাহয়ামি দেবি ত্বাং মৃণ্মে শ্রীফলে হপি কুরু সন্নিধিম্। স্থাপিতাসি ময়া দেবি
পূজাং গৃহ প্রসীদ মে ॥ আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্যং দেহি দেবি নমো হস্ততে। দেবি চণ্ডাঙ্গিকে চণ্ডি চণ্ডবিগ্রহকারিণি। বিশ্বশাখাং সমাপ্রিতা তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ ॥ ওঁ দেবি ত্বং জগত্যা
মাতা সৃষ্টিসংহারকারিণি। পত্রিকাসু সমস্তাসু সন্নিধ্যমিহ কল্পয় ॥ ওঁ পল্লবৈশ্চ ফলোপেতৈঃ শাখাভিঃ সুরনায়িকে। পল্লবে সংস্থিতে দেবি পূজাং গৃহ প্রসীদ মে ॥ আবাহয়ামি দেবি
ত্বাং মৃণ্মে শ্রীফলে হপি চ। স্থিরাত্যন্তং হি নো ভূত্বা গৃহে কামপ্রদা ভব ॥ চণ্ডি ত্বং চণ্ডরূপাসি চণ্ডবিগ্রহকারিণি। যজ্ঞভাগান্ গৃহাণ ত্বম্ অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ ॥ ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গ-
ল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। বিশ্বপত্রকৃতাবাসে সুরতেজো মহাবলে। প্রবিশ্য তিষ্ঠ যজ্ঞে হস্মিন্ যাবৎ পূজাং করোম্যহম্ ॥” এইক্রমে আবাহনপূর্বক দেবীর প্রধান পূজা করিবেন।

প্রধান পূজা—তাম্রাদিপাত্রে রজতাসন রাখিয়া—“বং এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ ॥” মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যঙ্কণপূর্বক “এতে গন্ধপুষ্প এতস্মৈ

রক্তাসনায় নমঃ ।” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া । “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ ।” মন্ত্রে নারায়ণ শিলায় গন্ধপুষ্প দিয়া, “এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ হ্রীং শ্রীভগবদ্গুণায়ৈ নমঃ ।” মন্ত্রে পূজাপূর্বক পাঠ করিবেন—“ওঁ অশ্বে অশ্বিকে অশ্বালিকে ন মানয়তি কশ্চন । সন্তাশ্বকঃ সুভদ্রিকাং কাম্পিল্যবাসিনীম্ ॥ এতৎ রক্তাসনং ওঁ দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনী কোটিপরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যে ওঁ হ্রীং ভগবত্যৈ দুর্গায়ৈ দেবায়ৈ নমঃ ।” অতঃপর করযোড়ে প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবেন । যথা—“ওঁ আসনং গৃহ চার্বাঙ্গি চণ্ডিকে সর্বমঙ্গলে । আসনং সর্বকার্যেযু প্রশস্তং ব্রহ্মনির্মিতম্ ॥” স্বাগত—কৃতাজ্জলি পুটে স্বাগত মন্ত্র পাঠ করিবেন । যথা—ওঁ হ্রীং ভগবতি দুর্গে দেবি স্বাগতম্ । সুস্বাগতম্ । ওঁ যস্যা দর্শনমিচ্ছন্তি দেব্যা স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে । তস্যৈ তে পরমেশানি স্বাগতং স্বাগতঞ্চ মে ॥ ওঁ সুস্বাগতম্ ॥” পাদ্য—“বং এতস্মৈ পাদ্যোদকায় নমঃ ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনান্তে নিবেদন করিবেন—“ওঁ পাদ্যং গৃহ মহাদেবি সর্বদুঃখাপহারিণি । ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে ॥ এতৎ পাদ্যং ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ” ইত্যাদি । অর্ঘ্য—“বং এতস্মৈ অর্ঘ্যায় নমঃ ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া—“ওঁ দূর্বাক্ষতসমায়ুক্তং বিষ্ণপত্রং তথাপরম্ । শোভনং শঙ্খপাত্রহং গৃহাগার্যং হরপ্রিয়ে ॥ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবো সর্বার্থ সাধিকে । বিষ্ণপত্রকৃতাবাসে গৃহাগার্যং নমোহস্তুতে ॥ ওঁ নানাভীর্থোদ্ভবং তোয়ং কুসুমোদনীতলম্ । গৃহাণ ত্বমিদং দেবি ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্ ॥ ত্রৈলোক্যদ্বারহেতুহন অবতীর্ণা মহীতলে । দূর্বাতপুলপুষ্পৈশ্চ গৃহাগার্যং নমোহস্তুতে ॥ ইদমর্ঘ্যং (যজুঃ—এষো হর্ঘ্য) ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ” ইত্যাদি । আচমনীয়—“বং এতস্মৈ আচমনীয়োদকায় নমঃ ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া—“ওঁ মন্দাকিন্যাস্ত্র যদ্বারি সর্বপাপহরং শুভম্ । গৃহাগাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্ ॥ ওঁ ইমা আপো ময়া দেবি তব পাণিতলে অর্পিতাঃ । আচময় মহাদেবি প্রীতা শান্তি প্রযচ্ছ মে ॥ ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ” ইত্যাদি । মধুপর্ক—“বং এতস্মৈ মধুপর্কায় নমঃ ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া—“ওঁ মধুপর্কং মহাদেবি ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরিকল্পিতম্ । ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরী ॥ এতৎ মধুপর্কং ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ” ইত্যাদি । পুনরাচমনীয়—“বং এতস্মৈ পুনরাচমনীয়োদকায় নমঃ ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া—“ওঁ মন্দাকিন্যাস্ত্র যদ্বারি সর্বপাপহরং শুভম্ । গৃহাগাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্ ॥ ওঁ ইমা আপো ময়া

দেবি তব পাণিতলে হর্পিতাঃ । আচময় মহাদেবি প্রীতা শান্তি প্রযচ্ছ মে ॥ ইদম্ পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ” ইত্যাদি । স্নানীয়—“বং এতস্মৈ স্নানীয়োদকায় নমঃ ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া—“ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং নিত্যং শুদ্ধং মনোহরম্ । স্নানার্থং তে ময়া ভক্ত্যা কল্পিতং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ইদং স্নানীয়োদকম্ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ” ইত্যাদি । বস্ত্র—“বং এতস্মৈ বস্ত্রায় নমঃ ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া—“ওঁ তন্তুসন্তানসংযুক্তং রঞ্জিতং রাগবস্তনা । দুর্গে দেবি ভজ প্রীতং বাসস্তে পরিধীয়তাম্ ॥ ইদং বস্ত্রম্ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ” ইত্যাদি । আভরণ—“বং এতস্মৈ আভরণায় নমঃ ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া—“ওঁ দিব্যরত্ন সমায়ুক্তা বহিভানুসমপ্রভাঃ । গাত্রাণি শোভয়িষ্যন্তি অলঙ্কারাঃ সুরেশ্বরী ॥ ইদম্ আভরণম্ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ” ইত্যাদি । শঙ্খ—“বং এতস্মৈ শঙ্খাভরণায় নমঃ ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনাপূর্বক—“ওঁ শঙ্খোদয়ং সাগরোৎপন্নঃ করযোর্ভূষণং তব । দীপ্যতে চ ময়া ভক্ত্যা গৃহ্যতাং পরমেশ্বরী ॥ ইদং শঙ্খাভরণং ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ” ইত্যাদি । সিন্দূর—“বং এতস্মৈ সিন্দূরায় নমঃ ।” এইরূপে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া—“ওঁ শিরোভূষণসিন্দূরং ভর্তুরায়ুবিবর্দ্ধনম্ । সর্বরত্নাধিকং দিব্যং সিন্দূরং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ এতৎ সিন্দূরম্ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ” ইত্যাদি । গন্ধ—“বং এতস্মৈ গন্ধায় নমঃ ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া—“ওঁ শরীরং তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ । ময়া নিবেদিতান্ গন্ধান্ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাম্ ॥ এষ গন্ধঃ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ” ইত্যাদি । পুষ্প—“বং এতস্মৈ পুষ্পায় নমঃ ।” (পদ্ম হইলে—“বং এতস্মৈ পঙ্কজ পুষ্পায় নমঃ ।”) ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া—“ওঁ পুষ্পং মনোহরং দিব্যং সুগন্ধং দেবনির্মিতম্ । হৃদ্যমদ্ভুতমাশ্ৰেয়ং দেবি দত্তং গৃহাণ মে ॥ এতৎ পুষ্পম্ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ” ইত্যাদি । বিষ্ণপত্র—“বং এতস্মৈ সচন্দন বিষ্ণপত্রায় নমঃ ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া—“ওঁ অমৃতোদ্ভবং শ্রীবৃক্ষং মহাদেব প্রিয়ং সদা । পবিত্রং তে প্রযচ্ছামি বিষ্ণপত্রং মহেশ্বরী ॥ এতৎ সচন্দন বিষ্ণপত্রম্ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ” ইত্যাদি । পুষ্পমালা—“বং এতস্মৈ পুষ্পমালায় নমঃ ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনান্তে—“ওঁ সূত্রং গ্রথিতং মালাং নানাপুষ্প সমন্বিতম্ । গন্ধচন্দনসংযুক্তং গৃহাণ পরমেশ্বরী ॥ এতৎ পুষ্পমালাং ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ” ইত্যাদি । বিষ্ণপত্রমালা—“বং এতস্মৈ শ্রীফলপত্রমালায় নমঃ ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া—“ওঁ অমৃতোদ্ভবং শ্রীপত্রং মহাদেবপ্রিয়ং সদা । পত্রমালাং

প্রযচ্ছামি শ্রীফলীয়ং সুরেশ্বরী ॥ ইদম্ শ্রীফলপত্রমাল্যম্ ওঁ দক্ষয়জ্ঞ বিনাশিন্যে ॥ ইত্যাদি। ধূপ—“বং এতস্মৈ ধূপায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনাতে—“ওঁ বনস্পতিরনো দিব্যো গন্ধাত্য সুমনোহরঃ। আশ্রয়ঃ সর্বদেবানাং ধূপেচ্ছয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ এষ ধূপঃ ওঁ দক্ষয়জ্ঞ বিনাশিন্যে ॥ ইত্যাদি। অতঃপর “ওঁ জয়ধ্বনিমন্ত্রমাতঃ স্বাহা।” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা ঘণ্টার পূজাপূর্বক বামহস্তে ঘণ্টা বাজাইবেন এবং দক্ষিণ হস্তে ধূপ লইয়া দেবীর দৃষ্টি পর্যন্ত ঘুরাইবেন। দীপ—“বং এতস্মৈ দীপায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনাতে—“ওঁ অগ্নিজ্যোতি রবিজ্যোতিশ্চন্দ্রজ্যোতিস্তথৈব চ। জ্যোতিষামুত্তমো দুর্গে দীপো হয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ এষ দীপঃ ওঁ দক্ষয়জ্ঞ বিনাশিন্যে ॥ ইত্যাদি। অঞ্জন (কজ্জল)—“বং এতস্মৈ অঞ্জনায নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনাতে—“ওঁ অঞ্জনং পরমং রম্যং নেত্রয়োর্ভূষণং মহৎ। গৃহাণ বরদে দুর্গে প্রসীদ বরবর্ণিনি ॥ ইদম্ অঞ্জনম্ ওঁ দক্ষয়জ্ঞ বিনাশিন্যে ॥ ইত্যাদি। নৈবেদ্য—“বং এতস্মৈ সোপকরণ মিষ্টান্ন আমান্ন নৈবেদ্যায নমঃ।” মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনাতে—“ফট্” মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা অভ্যক্ষণ পূর্বক চক্রমুদ্রা দ্বারা অভিরক্ষা করিয়া নৈবেদ্যোপরি “ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।” মন্ত্র অটবার জপপূর্বক ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ হ্রীং ভগবদ্দুর্গায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে কুশোদক দিয়া—“ওঁ নানাগন্ধ সমায়ুক্তং নানাবস্তু বিভূষিতম্। নানাফল সমায়ুক্তং নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ দক্ষয়জ্ঞ বিনাশিন্যে মহাঘোরায়ৈ যোগিনী কোটি পরিবৃত্তায়ৈ ভদ্রকাল্যে ওঁ হ্রীং ভগবতৌ দুর্গায়ৈ দেবৌ স্বাহা।” মন্ত্র পাঠান্তে “ওঁ অমৃতোপস্তুরণমসি স্বাহা।” মন্ত্রে জল গণ্ডুষ দিয়া গ্রাসমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া—“ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ আপনায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা।” মন্ত্রে পঞ্চগ্রাস মুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া নৈবেদ্যে তত্ত্বমুদ্রা দেখাইবেন। পিষ্টক—“বং এতস্মৈ পিষ্টকায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনাতে—“ওঁ অমৃতৈ রচিতং দিব্যং নানাগন্ধমনোহরম্। পিষ্টকং বিবিধং দেবি গৃহাণ মম ভক্তিতঃ ॥ ইদম্ পিষ্টকং ওঁ দক্ষয়জ্ঞ বিনাশিন্যে ॥ ইত্যাদি মন্ত্রে নিবেদন করিয়া নৈবেদ্য দানের ন্যায় নিবেদন এবং গ্রাসমুদ্রাদি দেখাইবেন।



আম্র—“বং এতস্মৈ আম্রায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনাতে—“ওঁ আম্রং ঘৃতসংযুক্তং ফলতাম্বুল-সংযুতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরী ॥ ইদম্ আম্রম্ ওঁ দক্ষয়জ্ঞ বিনাশিন্যে ॥ ইত্যাদি। মোদক—“বং এতস্মৈ মোদকায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনাতে—“ওঁ মোদকং স্বাদসংযুক্তং শর্করাদিবিনির্মিতম্। সুরসং মধুর ভোজ্যং দেবিত্বং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ এতন্মোদকং ওঁ দক্ষয়জ্ঞ বিনাশিন্যে ॥ ইত্যাদি। লড্ডুক—“বং এতস্মৈ লড্ডুকায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনাতে—“ওঁ লড্ডুকং পরমং স্বাদু নানারূপবিনির্মিতম্। সুমিষ্টং শোভনং দেবি তদেতৎ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ এতৎ লড্ডুকং ওঁ দক্ষয়জ্ঞ বিনাশিন্যে ॥ ইত্যাদি। পানার্থোদক—“বং এতস্মৈ পানার্থোদকায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনাতে—“ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং নিত্যং শুদ্ধং মনোহরম্। পানার্থং তে প্রযচ্ছামি গৃহাণ হরবল্লভে ॥ এতৎ পানার্থোদকং ওঁ দক্ষয়জ্ঞ বিনাশিন্যে ॥ ইত্যাদি। অতঃপর “ওঁ অমৃতপিধানমসি স্বাহা।” মন্ত্রে জলগণ্ডুষ দিবেন। পুনরাচমনীয়—“বং এতস্মৈ পুনরাচমনীয়োদকায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনাতে—“ওঁ মন্দাকিন্যাস্ত যদ্বারি সর্বপাপহরং শুভম্। গৃহাণাচমনীয় ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্ ॥ ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ দক্ষয়জ্ঞ বিনাশিন্যে ॥ ইত্যাদি। তাম্বুল—“বং এতস্মৈ তাম্বুলায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনাতে—“ওঁ তাম্বুলং শোভনং দেবি কপূরাদি-সুবাসিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বুলং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ এতত্তাম্বুলং ওঁ দক্ষয়জ্ঞ বিনাশিন্যে ॥ ইত্যাদি। অষ্টোত্তর শতদূর্বা—“বং এতস্মৈ অষ্টোত্তর শতদূর্বায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনাতে—“ওঁ নমস্তে সর্বগে দেবি নমস্তে সুখমোক্ষদে। দূর্বা গৃহাণ দেবিত্বং মাং নিস্তারয় কিষ্কিণ্যং ॥ এতান্ অষ্টোত্তর শতদূর্বান্ ওঁ দক্ষয়জ্ঞ বিনাশিন্যে ॥ ইত্যাদি। অতঃপর পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান করিবেন। যথা—“ওঁ চণ্ডিকায়ে বিদ্যাহে ভগবতৌ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ। এষ সচন্দন পুষ্প-দূর্বা- বিষ্ণুপত্রাঞ্জলি ওঁ দক্ষয়জ্ঞ বিনাশিন্যে মহাঘোরায়ৈ যোগিনী কোটিপরিবৃত্তায়ৈ ভদ্রকাল্যে ওঁ হ্রীং ভগবতৌ দুর্গায়ৈ দেবৌ নমঃ।” এই মন্ত্র প্রতিবার পাঠান্তে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিয়া, পুনরায় “হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস, “হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া “হ্রীং” মন্ত্রে প্রাণায়ামপূর্বক যথাশক্তি মূলমন্ত্র “হ্রীং” অথবা “এং হ্রীং শ্রীং” জপ করিয়া মন্ত্র পাঠান্তে একগণ্ডুষ সামান্যার্ঘ্যের জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া দেবীর অধঃ বামহস্তের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিবেন। মন্ত্র—“ওঁ গুহ্যতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাম্মাং কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি

তৎপ্রসাদান্মহেশ্বরী ॥” অতঃপর—“ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমো হস্ততে ॥” মন্ত্রে প্রণাম করিবেন। অতঃপর প্রতিমাহু দেবতাগণের পূজা করিবেন।

প্রতিমাহুদেবতা পূজা—সর্বাগ্রে গণেশের পূজা করিবেন। অঙ্গন্যাস যথা—“গাং হৃদয়ায় নমঃ। গাং শিরসে স্বাহা। গুং শিখায়ৈ ববট্। গৈং কবচায় হুং। গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। গং অস্ত্রায় ফট্।” করন্যাস—“গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গাং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। গুং মধ্যমাভ্যাং ববট্। গৈং অনামিকাভ্যাং হুং। গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। গং অস্ত্রায় ফট্।” অতঃপর কূর্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবেন। যথা—“ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্, প্রসাদমদগন্ধলুপ্তমধুপব্যালোল গণ্ডস্থলম্। দন্তাঘাতবিদারিতারিরুদ্ধিরেঃ সিন্দূর শোভাকরং, বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্ ॥” ধ্যানান্তে পুষ্পটি নিজ মস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজাপূর্বক পুনরায় অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া পুনর্ধ্যান পূর্বক—“ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্গগপতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া “ওঁ গাং গণেশায় নমঃ” মন্ত্রে যথাশঙ্ক্যপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদর গজাননম্। বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরস্বং প্রণমাম্যহম্ ॥” অতঃপর শিবপূজা—“ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। নং শিরসে স্বাহা। মং শিখায়ৈ ববট্। শিং কবচায় হুং। বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। যং করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।” এইরূপে—“ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। নং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। মং মধ্যমাভ্যাং ববট্। শিং অনামিকাভ্যাং হুং। বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। যং করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।” এইরূপে অঙ্গন্যাস এবং করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা—“ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং, রত্নাকল্লোজলাঙ্গং পরশু মৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্। পদ্মাসীনং সমস্তাং স্তুতমমরগণৈর্যাদ্রকৃষ্টিং বসানং, বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ ॥” “এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।” এইরূপে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ নমঃ শিবায় শাস্ত্রায় কারণত্রয়হেতবে। নিবেদয়ামি চান্ধানং ত্বং গতিং পরমেশ্বর ॥”

লক্ষ্মীপূজা—“শ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।” মন্ত্রে করন্যাস, “শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ।” মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবেন। যথা—“ওঁ পাশাঙ্কমালিকাজ্যোজস্বণিভির্ম্য সৌম্যয়োঃ।

পদ্মাসনস্থং ধ্যয়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্ ॥ গৌরবর্ণং সূর্যপাঞ্চ সর্বাঙ্কর ভূষিতাম্। রৌদ্রপদ্মবাগ্রকরং বরদাং দক্ষিণেন তু ॥” “এতৎ পাদ্যং ওঁ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ ॥” এইরূপে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক, পুষ্পাঞ্জলি দিৱেন। যথা—“ওঁ নমস্তে সর্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে। যা গতিত্বং প্রাপন্নানাং সা মে ভূয়ান্বদর্চনাং ॥” মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ বিশ্বরূপস্য ভাৰ্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে। সর্বতঃ পাহি মাং নিত্যং মহালক্ষ্মী নমোহস্ততে ॥”

সরস্বতী পূজা—“সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।” মন্ত্রে করন্যাস এবং “সাং হৃদয়ায় নমঃ।” মন্ত্রে অঙ্গন্যাসপূর্বক ধ্যান করিবেন। যথা—“ওঁ তরুণশকলমিন্দোর্ব্রতিং শুভ্রকান্তি, কুচভরগমিতাস্তি সন্নিবণা সিতাজ্জে। নিজকরকমলোদ্যল্লেন্থনিপুস্তক শ্রীং, সকলবিভবসিদ্ধৈঃ পাতু বাগদেবতা নঃ ॥” “এতৎ পাদ্যং ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।” মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রার্থনা করিবেন। যথা—“ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ। বেদবেদাঙ্গবেদান্ত বিদ্যাহানেভ্য এব চ ॥” অতঃপর প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে। বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাং দেহি নমোহস্ততে ॥”

কার্তিকেয় পূজা—“কাং হৃদয়ায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস এবং “কাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস করিয়া, ধ্যান করিবেন—“ওঁ কার্তিকেয় মহাভাগং ময়ুরোপরিসংস্থিতম্। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদম্ ॥ দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং নানালঙ্কারভূষিতম্। প্রসন্নবদনং দেবং কুমারং পুত্রদায়কম্ ॥” এইরূপে ধ্যানান্তে—“ওঁ কার্তিকেয় মহাভাগ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক। দেবসেনাপতে শ্রীমন্ সান্নিধ্যমিহ কল্পয় ॥ কার্তিকেয় সমাগচ্ছ স্বকীয়স্থানকাদীয়। পার্বতীসুত তিষ্ঠ ত্বং যাবৎ পূজাং করোম্যহম্ ॥ ওঁ ভগবন্ কার্তিকেয় ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধৌ, ইহসন্নিধুদ্য, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ ॥” এইরূপে আবাহনপূর্বক—“ওঁ কাং কার্তিকেয়ায় নমঃ।” মন্ত্রে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ কার্তিকেয় মহাভাগ দৈত্যদপনিসূদন। প্রণতে হং মহাবাহো নমস্তে শিখিবাহন ॥ রুদ্রপুত্র নমস্তভ্যং শক্তিহস্তবরপ্রদ। যাগ্নাতুর মহাভাগ তারকাস্তকরং প্রভো ॥ মহাতপস্বী ভগবান পিতর্মাতু প্রিয়ঃ সদা। দেবানাং যজ্ঞরক্ষার্থং জাতত্বং গিরিশিখরে ॥ শৈলাত্মজায়াং আত্মজং শিবস্তভ্যং নমো নমঃ ॥”

মহিষাসুরের পূজা (ধান)—“ওঁ কৃপাগর্ভপাণিঃ সন্দষ্টোষ্ঠপুং তথা। শূলভিন্নতনুং শ্যাম রক্তাক্ষং মহিষাসুরম্॥” “ওঁ মহিষাসুরায় নমঃ।” মন্ত্রে পূজা করিবেন।
 সিংহপূজা (ধান)—ওঁ দেব্যাঃ পাদতলে সংস্থং গজমুণ্ডবিনাশনম্। দৈত্যরক্তাক্তবদনং ধ্যায়েৎ সিংহং নখায়ুধম্।” “ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহাসনায় হং ফট্ নমঃ।”
 এই মন্ত্রে সিংহের পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ সিংহ ত্বং সর্বজন্তুনাশমধিপোহসি মহাবল। পার্বতীবাহন শ্রীমন্ বরং দেহি নমোহস্ততে ॥ ওঁ আসনঞ্চাসি দুর্গায়া
 নানালঙ্কার-ভূষিতম্। মেরুশৃঙ্গপ্রতীকাশ সিংহাসন নমোহস্ততে ॥ ওঁ তপ্তখোটককেশাগ্র জ্বলৎপাবকলোচন। বজ্রাধিকনখস্পর্শ দিব্যসিংহ নমোহস্ততে ॥
 ময়ুরের পূজা—“ওঁ ময়ুরায় নমঃ।” মন্ত্রে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ নানাচিত্র বিচিত্রাঙ্গ গরুড়াজ্জননং তব। অনন্ত শক্তিসংযুক্ত কালাহির্ভক্ষণং তব ॥ গরুড়ত্বং
 মহাভাগ অতস্ত্বং প্রণমাম্যহম্॥”

মৃষিকের পূজা—“ওঁ মৃষিকায় নমঃ।” মন্ত্রে পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ বৃষাকার মহাভাগ বৃষরূপ মহাবল। কর্মরূপবৃষ ত্বং হি গণেশস্য চ বাহনম্॥”
 জয়ার পূজা : (দেবীর বামে)—“ওঁ জয়ে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে জয়ার আবাহনপূর্বক “ওঁ জয়্যৈ নমঃ।” মন্ত্রে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ
 তপ্তকাক্ষন সঙ্কশাং দ্বিভুজাং লোললোচনাং। কটাক্ষ-বিশিখোপেতাং দিগম্বর পরিচ্ছদাম্। দিব্যভরণসংযুতাং ধ্যায়েৎ সিদ্ধি প্রদায়িনীং ॥”
 বিজয়ার পূজা : (দেবীর দক্ষিণে)—“ওঁ বিজয়ে ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে বিজয়ার আবাহনপূর্বক—“ওঁ বিজয়্যৈ নমঃ।” মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ
 দলিতাজ্জন সঙ্কশাং দ্বিভুজাং খঞ্জনেক্ষণাম্। কটাক্ষবিশিখোদীপ্তাং অঞ্জনাঙ্কিত লোচনাম্। দিব্যম্বরপরিধানাং নানারত্নবিভূষিতাম্। ধ্যায়েজ্যং বিজয়াং নিতাং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনীম্ ॥”
 অতঃপর নবপত্রিকার পূজা করিবেন।

নবপত্রিকা পূজা—নবপত্রিকার সম্মুখে গন্ধাদির দ্বারা গণেশের পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক করযোড়ে পাঠ করিবেন—“ওঁ এই দুর্গে মহাভাগে পবিত্রারোপণং কুরু। তব

হানমিদং মর্ত্যে শরণং ত্বাং ব্রজাম্যহম্ ॥১ ॥” রক্তা : ধ্যান—“ওঁ রক্তাঞ্চ দ্বিভুজাং পীতাং শূলপুস্তকধারিণীম্। রক্তারূপম্ মে দেবি শান্তিং কুরু নমোহস্ততে ॥” “ওঁ হ্রীং
 রক্তাধিষ্ঠাত্রি ব্রহ্মাণি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক “এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং রক্তাধিষ্ঠাত্রি ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ” ইত্যাদিক্রমে দশোপচার বা পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া
 প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয়। রক্তারূপেণ সর্বত্র শান্তিং কুরু নমোহস্ততে ॥” “ওঁ রক্তাধিষ্ঠাত্রি ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ” মন্ত্রে প্রণাম করিবেন
 ॥২ ॥” কৃচী : (ধান)—“ওঁ ঋগ্গাশ্লোকুশধরমভয়ং দধতীং করৈঃ। মহিষাসুরযুদ্ধে ত্বং কৃচী রূপাসি সূরতে। মমচানুগ্রহার্থায় আগচ্ছ মম মন্দিরম্ ॥” “ওঁ হ্রীং কচ্যাধিষ্ঠাত্রি
 কালিকে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক “এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং কচ্যাধিষ্ঠাত্রি কালিকায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ মহিষাসুর যুদ্ধেষু কচী
 ভূতাসি সূরতে। মম চানুগ্রহার্থায় আগতাসি হরপ্রিয়ে ॥ ওঁ কচ্যাধিষ্ঠাত্রি কালিকায়ৈ নমঃ ॥ ৩ ॥” হরিদ্রা : (ধান)—“ওঁ দ্বিভুজাং পীতবসনাং ত্রিনেত্রাং ঋগ্গাধারিণীং।
 মহিষত্বাং বিশালাক্ষী-মম্বরং বামহস্তকে।” “ওঁ হ্রীং হরিদ্রাধিষ্ঠাত্রি দুর্গে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক “এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং হরিদ্রাধিষ্ঠাত্রি দুর্গায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে
 পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ হরিদ্রে বরদে দেবি উমারূপাসি সূরতে। মম বিঘ্নবিনাশায় পূজাং গৃহু প্রসীদ মে ॥ ওঁ হ্রীং হরিদ্রাধিষ্ঠাত্রি দুর্গায়ৈ নমঃ ॥ ৪ ॥” জয়ন্তী
 : (ধান)—“ওঁ জয়ন্তীং রক্তবসনাং পীতাঞ্চ মুণ্ডমালিনীম্। শূলচক্রধরাঞ্চৈব সর্বালঙ্কারভূষিতাম্ ॥” “ওঁ হ্রীং জয়ন্ত্যাধিষ্ঠাত্রি কার্তিকে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক—
 “এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং জয়ন্ত্যাধিষ্ঠাত্রি কার্তিক্যৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ নিশুভুশুভমথনে সৌন্দর্যদেবগণৈঃ সহ। জয়ন্তি পূজিতাসি ত্বম্ অস্ম্যাকং
 বরদা ভব ॥ ওঁ হ্রীং জয়ন্ত্যাধিষ্ঠাত্রি কার্তিক্যৈ নমঃ ॥ ৫ ॥” বিশ্ব : (ধান)—“ওঁ বিপদ্রব্দীঞ্চ দ্বিভুজাং মহাবৃষভবাহিনীম্। শ্বেতামভীতিবরদাং বিশ্বরূপাং বিচিন্তয়েৎ ॥ ওঁ হ্রীং
 বিশ্বাধিষ্ঠাত্রি শিবে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক—“এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং বিশ্বাধিষ্ঠাত্রি শিবায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ মহাদেবপ্রিয়করো
 বাসুদেবপ্রিয়ঃ সদা। উমাশ্রীতিকরো বৃক্ষো বিশ্ববৃক্ষ নমোহস্ততে ॥ ওঁ হ্রীং বিশ্বাধিষ্ঠাত্রি শিবায়ৈ নমঃ ॥ ৬ ॥” দাড়িম্ব : (ধান)—“ওঁ দাড়িম্বীং পত্রিকারক্তাং রক্তাভরণভূষিতাম্।

রক্তবস্ত্রধরাং সৌম্যমর্কেন্দু কৃতশেখরাম্ ॥ চতুর্ভুজাং ত্রিনয়নাং মহিষোপরিসংস্থিতাম্ । খড়্গাচর্মধরাং ক্ষক্রে বামনোংপলভূষিতাম্ ॥ ওঁ হ্রীং দাড়িম্যধিষ্ঠাত্রী রক্তদন্তিকে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক— “এতৎ পাদাং ওঁ হ্রীং দাড়িম্যধিষ্ঠাত্রী রক্তদন্তিকায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা— “ওঁ দাড়িমি ত্বং পুরা যুদ্ধে রক্তবীজস্য সম্মুখে । উমাকার্য্যকরী যস্মাদ্ অস্মাকং বরদা ভব । ওঁ হ্রীং দাড়িম্যধিষ্ঠাত্রী রক্তদন্তিকায়ৈ নমঃ ॥ ৭ ॥” অশোকঃ (ধান)— “ওঁ অশোকপত্রিকাং রক্তাং সিন্দুরাকর্ণবিগ্রহাম্ । বাণচাপধরাং সৌম্যাং পদ্মহাং নাগবাহনাম্ ॥ ওঁ হ্রীং অশোকাধিষ্ঠাত্রী শোকহারিণী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক— “এতৎ পাদাং ওঁ হ্রীং অশোকাধিষ্ঠাত্রী শোকহারিণ্যৈ নমঃ ।” মন্ত্রে পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা— “ওঁ হরপ্রীতিকরো বৃক্ষোহাশোকঃ শোকনাশনঃ । দুর্গাপ্রীতিকরো যস্মান্মামশোকং সদা কুরু ॥ ওঁ হ্রীং অশোকাধিষ্ঠাত্রী শোকহারিণ্যৈ নমঃ ॥ ৮ ॥” মানঃ (ধান)— “ওঁ শ্যামাস্ত্রীং মানপীত্রীঞ্চ নীলনীরজবারিণীম্ । মহিষহাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কন্যাধ্বজেন চার্চয়েৎ ॥” ধ্যানান্তে— “ওঁ হ্রীং মানাধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক— “এতৎ পাদাং ওঁ হ্রীং মানাধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডায়ৈ নমঃ ।” মন্ত্রে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা— “ওঁ যস্য পত্রে বসেদেবী মানবৃক্ষঃ শচীপ্রিয়ঃ । মম চানুগ্রহার্থায় পূজাং গৃহু প্রসীদ মে ॥ ওঁ হ্রীং মানাধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডায়ৈ নমঃ ॥ ৯ ॥” ধান্যঃ (ধান)— “ওঁ ধান্যবৃক্ষে নিমগ্নাঞ্চ দ্বিভুজাং শ্বেতবিগ্রহাম্ । শ্বেতপদ্মোপবিষ্টাঞ্চ বরাভয়করাং শুভাম্ ॥” ধ্যানান্তে— “ওঁ হ্রীং ধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক— “এতৎ পাদাং ওঁ হ্রীং ধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।” মন্ত্রে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা— “ওঁ জগতঃ প্রাণরক্ষার্থং ব্রহ্মণা নির্মিতং পুরা । উমাপ্রীতিকরং ধান্যং তস্মাহুং রক্ষ মাং সদা ॥ ওঁ হ্রীং ধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্ম্যৈ নমঃ ॥ ১০ ॥” অতঃপর— “ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিনি দুর্গে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক— “এতৎ পাদাং ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ ।” মন্ত্রে পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা— “ওঁ পত্রিকে নবদুর্গে ত্বং মহাদেবমনোরমে । পূজাং সমস্তাং সংগৃহ্য রক্ষ মাং ত্রিদশেশ্বরী ॥ ওঁ ধনোহং কৃতকতোহং সফলং জীবিতং মম । আগতাসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরী মদাশ্রমম্ ॥ ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ ॥” অতঃপর আবরণ পূজা করিবেন।

আবরণ পূজা— “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মাণে নমঃ ।” এইক্রমে— আদিতে “ওঁ” অস্ত্রে “নমঃ” যোগে পূজা করিবেন। যথা— “একাদশ রুদ্রেভ্যঃ বিষ্ণুবাতি সংক্রান্তিভ্যঃ, অশ্বিন্যাদিনক্ষত্রেভ্যঃ, বিষ্ণুভাদিযোগেভ্যঃ, সপ্তাদিবারেভ্যঃ, দিনরাত্রিপক্ষমাসেভ্যঃ, বটাদিবৃক্ষেভ্যঃ, ব্রহ্মপুত্রাদিনদেভ্যঃ, গঙ্গাদিনদীভ্যঃ, অনন্তাদিনাগেভ্যঃ, গ্রামাদেবতায়ৈ, গৌতমাদিঋষিভ্যঃ, ষোড়শমাতৃকাভ্যঃ, কাশ্যাদিক্ষেত্রেভ্যঃ, চতুর্বেদেভ্যঃ, দ্বাদশাদিতোভ্যঃ, অষ্টবসুভ্যঃ, অশ্ত্রেভ্যঃ, সর্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, সর্বাভ্যো দেবীভ্যঃ ॥” অতঃপর দেবীর ষড়ঙ্গপূজা করিবেন।

দেবীর ষড়ঙ্গপূজা— “এতে গন্ধপুষ্পে হ্রীং দুর্গায়াঃ হৃদয়ায় নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে হ্রীং দুর্গায়াঃ শিরসে স্বাহা নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে হ্রীং দুর্গায়াঃ শিখায়ৈ বষট্ নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে হ্রীং দুর্গায়াঃ কবচায় হং নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে হ্রীং দুর্গায়াঃ শিখায়ৈ বষট্ নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে হ্রীং দুর্গায়াঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে হ্রীং দুর্গায়াঃ অস্ত্রায় ফট্ নমঃ ॥”

বলিপ্রকরণ

বলি লক্ষণম্

শঙ্করোবাচ— দ্বিবিধো বলিরাখ্যাতঃ সাত্ত্বিকো রাজসস্তথা । সত্ত্বিকো বলিরাখ্যাতো মাংসরক্তাদি বর্জিতঃ ॥ রাজসো মাংসরক্তাদিযুক্তঃ স প্রোচ্যতে প্রিয়ে ॥

শঙ্কর বলিলেন— হে প্রিয়ে ! বলি দ্বিবিধ প্রকার । যথা— সাত্ত্বিক এবং রাজসিক । সাত্ত্বিক বলি মাংস-রক্তাদি বর্জিত, রাজস বলি মাংস-রক্তাদিযুক্ত জানিবে ।

ত্রিবিধো বলয়ঃ প্রোক্তা উত্তমাদমমধ্যমাঃ । উত্তমশ্চেত্তমং দদ্যান্মধ্যমো মধ্যমস্তথা ॥ অধমঃ কথ্যতে দেবি অধমেহ প্যধমাগতিঃ ।

হে দেবি! বলির পশু ত্রিবিধ প্রকার, উত্তম, অধম এবং মধ্যম। উত্তম বলি প্রদানে উত্তম গতিলাভ, মধ্যম বলি প্রদানে মধ্যম গতিলাভ এবং অধম বলি প্রদানে অধম গতিলাভ হয়।

একেন বলিদানেন চতুর্বর্গমবাধুয়াৎ। বহুভিবলিদানৈস্ত পরমব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥

একটি মাত্র বলিদানে চতুর্বর্গ লাভ হয়। বহু বলিদানে পরমব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকে।

বর্ণভেদে বলির জাতি নির্ণয়—শ্বেতঞ্চ ছাগলৈশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য বিশিষ্যতে। রক্তং শ্বেতং ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যস্য গৌর মেব চ। নানাবর্ণং হি শূদ্রস্য সর্বেষামঙ্গনপ্রভং ॥

শ্বেতবর্ণের ছাগ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে। রক্ত বা রক্ত-শ্বেতবর্ণ ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিবে। গৌরবর্ণের ছাগ বৈশ্য জাতি বলিয়া জানিবে। শূদ্রজাতীয় ছাগ নানাবর্ণের হইয়া থাকে।

আবার কৃষ্ণবর্ণের ছাগ সর্বজাতির হয়। কৃষ্ণবর্ণের ছাগ বলিতে উত্তম বলিয়া জানিবে।

অথ বলিদোষাঃ—কুশেচাপি ভবেদ্রোগী বালে বালকনাশনং। অঙ্গহীনে চ দারিদ্র্যং অধিকাস্তে হরেভর্যং ॥ শিরষ্টিকে হতো মন্ত্রী তাম্রপৃষ্ঠে হতশ্রিয়ঃ। পুচ্ছহীনে ভবেন্মৃত্যুর্ঘণ্টা-গ্রীবে হতায়ুষঃ ॥

কৃশ অর্থাৎ রোগযুক্ত পশু বলিতে রোগ হয়। শিশুছাগ বলিতে বালকনাশ হয়। অঙ্গহীন পশু বলি দিলে দারিদ্র্য, অধিকাস্ত পশুতে ভয়, মন্তকে ক্ষতাদিযুক্ত পশু বলিদানে হত হয়। তাম্রবর্ণ পৃষ্ঠযুক্ত পশু বলিদানে হতশ্রী হয় এবং লাদুল হীন পশু বলি দিলে দাতার মৃত্যু হয়।

অথরুধির পাত্রং—রজতং মুগ্ধয়ং কাংস্যং রৈত্যং কাষ্ঠময়ং তথা। প্রশস্তং রুধিরা লোকে দারুলৌহময়ং তাজেৎ ॥

রৌপ্যপাত্র, মুগ্ধয়পাত্র, কাংস্যপাত্র, পিত্তলপাত্র রুধির-পাত্ররূপে প্রশস্ত। কাষ্ঠ এবং লৌহপাত্র শাস্ত্র-নিষিদ্ধ।

ছাগবলি বিধি—সূলক্ষণ ছাগপশুকে মান করাইয়া সিন্দূর-মাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া দেবীর সম্মুখে পূর্বাস্যে রাখিয়া—“ওঁ অস্ত্রায় ফট্” মন্ত্রে পশুকে অবলোকন পূর্বক মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ বারাহী যমুনা গঙ্গা করতোয়া সরস্বতী। কাবেরী চন্দ্রভাগা চ সিন্ধুভৈরবসাগরাঃ ॥ অজ্ঞানেন মহেশানি সন্নিধ্যামিহ কল্পয় ॥ ওঁ পৃষ্ঠে পুচ্ছ ললাটে কর্ণয়োর্জজ্ঞয়োস্তথা। মেদ্রে চ সর্বগাশ্রেষু মুঞ্চস্ত পশুদেবতাঃ ॥” অতঃপর কুশোদক দ্বারা ছাগপশুকে অভ্যক্ষণ করিবেন। যথা—“ওঁ অগ্নিঃ পশুরাসীৎ তেনাযজন্ত, স এতৎ লোকমজয়দ যস্মিন্ অগ্নিঃ স তে লোকো ভবিষ্যতি, তং জেয্যসি পিবেতা অপঃ। ওঁ বায়ুঃ পশুরাসীৎ তেনাযজন্ত স এতৎ লোকমজয়দ, যস্মিন্ বায়ুঃ স তে লোকো ভবিষ্যতি, তং জেয্যসি পিবেতা অপঃ। ওঁ সূর্য্যঃ পশুরাসীৎ তেনাযজন্ত স এতৎ লোকমজয়দ, যস্মিন্ সূর্য্যঃ স তে লোকো ভবিষ্যতি, তং জেয্যসি পিবেতা অপঃ। ওঁ বাচস্তে শুক্লামি, ওঁ চক্ষুস্তে শুক্লামি, ওঁ নাভিস্তে শুক্লামি। ওঁ মেদ্রস্তে শুক্লামি, ওঁ পায়ুস্তে শুক্লামি, ওঁ চরিত্রস্তে শুক্লামি, ওঁ প্রাণাংস্তে শুক্লামি। ওঁ মনস্ত আপ্যায়তাম্, ওঁ বাকস্ত আপ্যায়তাম্, ওঁ প্রাণস্ত আপ্যায়তাম্, ওঁ চক্ষুস্ত আপ্যায়তাম্, ওঁ শ্রোত্রস্ত আপ্যায়তাম্। ওঁ যন্তে ক্রুরং যদাহ্নিতং তন্তে আপ্যায়তাম্, তন্তে নিষ্ঠায়তাম্। তন্তে শুধ্যতু শমোহভাঃ। ওঁ হ্রীং শ্রীং চন্দ্রমণ্ডলাধিষ্ঠিতবিগ্রহায়ৈ শিরচ্ছেদায় ধীমহি তন্নঃ পশুঃ প্রচোদয়াৎ ॥” অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ পশুপাশবিনাশায় হেমকুটস্থিতায় চ। পরাপরায় পরমোষ্ঠিনে হংকারায় চ মূর্ত্তয়ে ॥ ওঁ লোকানাঞ্চ হিতার্থায় পশুঃ সৃষ্টো ময়াধুনা। প্রেক্ষিতো ভগবৎপ্রীত্যৈ মমাদ্বানঞ্চ তারয় ॥” অতঃপর মন্ত্র পাঠপূর্বক পশুকে বন্ধন করিবেন। যথা—“ওঁ মেধ্যাকারস্তম্ভমধ্যে পশুং বন্ধয় বন্ধয়। ওঁ ব্রহ্মাশুখমধ্যে পশুং বন্ধয় বন্ধয়। ওঁ হ্রীং হং ফট্ স্বাহা ॥ সশৃঙ্গ সর্বাদ্রাবয়বং পশুং বন্ধয় বন্ধয় ওঁ হং ফট্ স্বাহা। সশৃঙ্গাদ্রাবয়বং পশুং মোক্ষং কুরু কুরু স্বাহা ॥” অতঃপর মূলমন্ত্রে দেবীকে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিবেন। যথা—“এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ দক্ষয়ঞ্জ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনী কোটিপারিবৃত্যৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীং ভগবত্যৈ দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ ॥” এইমন্ত্রে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিয়া, পশুর শৃঙ্গে সিন্দূর তিলক দিয়া পশুর পূজা করিবেন। যথা—“এতৎ পাদ্যং ওঁ ছাগপশবে নমঃ। ইদমর্ঘ্যং ওঁ ছাগপশবে নমঃ ॥”

ইদম্ আচমনীয়ম্ ওঁ ছাগপশবে নমঃ। ইদং স্নানীয়ম্ ওঁ ছাগপশবে নমঃ। এষ গন্ধঃ ওঁ ছাগপশবে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ ছাগপশবে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ ছাগপশবে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ ছাগপশবে নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ ছাগপশবে নমঃ। এতৎ পানার্থম্ ওঁ ছাগপশবে নমঃ।” মন্ত্রে দশোপচারে পূজাপূর্বক পশুর দেবতাগণের পূজা করিবেন। যথা—(শিরসি)—“ওঁ রুধির বদনায়ৈ নমঃ।” (ললাটে)—“ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।” (জমধ্যে)—“ওঁ ভূম্মায়ৈ নমঃ।” (চক্ষুর্দ্বয়ে)—“ওঁ ত্রিনেত্রায়ৈ নমঃ।” (কর্ণদ্বয়ে)—“ওঁ পার্বত্যৈ নমঃ।” (নাসিকায়)—“ওঁ গৌর্যৈ নমঃ।” (চিবুকে)—“ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।” (দন্তপংক্তৌ)—“ওঁ উগ্রচণ্ডায়ৈ নমঃ।” (জিহ্বায়)—“ওঁ চণ্ডঘণ্টায়ৈ নমঃ।” (মুখে)—“ওঁ বিরূপাক্ষায়ৈ নমঃ।” (গ্রীবায়)—“ওঁ চণ্ডায়ৈ নমঃ।” (পৃষ্ঠে)—“ওঁ মহাভৈরবায়ৈ নমঃ।” (উদরে)—“ওঁ বৈষ্ণবায়ৈ নমঃ।” (চতুষ্পদে)—“ওঁ চণ্ডপ্রিয়ায়ৈ নমঃ।” (খুরাগ্রে)—“ওঁ কৌশিকায়ৈ নমঃ।” (পুচ্ছে)—“ওঁ প্রহরিন্যৈ নমঃ।” (সর্বাস্থে)—“ওঁ পঞ্চধিতাত্তদেবতাভ্যো নমঃ।” এইরূপে পূজাপূর্বক উৎসর্গ বাক্য পাঠান্তে উৎসর্গ করিবেন।

উৎসর্গ বাক্য—“বিষ্ণুরৌ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্রেপক্ষে অমুক তিথৌ বর্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্গুণপূজায়াং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পারার্থে অমুক—গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসো বা) শ্রীভগবদ্গুণা শ্রীতিকামনয়া ইমং ছাগপশুং বহ্নিদেবতম্ দুর্গাদেবৌ তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে।” (পরার্থে—“ঘাতয়িষ্যামি”)। এইরূপে উৎসর্গ করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ পশুরূপাদিতো দেবৈষজ্ঞার্থে চ বিধানতঃ। ইদানীঞ্চ মহোৎসাহে ছেত্তব্যো হসি ময়া পুনঃ ॥ ওঁ ছাগদ্বং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাদুপহিতঃ প্রশমামি ততঃ সর্বরূপিণম্ বলিরূপিণম্ ॥ ওঁ চণ্ডিকা শ্রীতিদানেন দাতুরাপদ্ বিনাশনে। চামুণ্ডাবলিরূপায় বলে তুভ্যং নমো নমঃ ॥ দেবতাপ্রীতিহেতুত্বং স (স্ব) সমাংসরুধিরৈঃ সদা। দাতুরাপদ্ বিনাশায় ছাগলায় নমো নমঃ ॥ ওঁ পশুযোনিপ্রসূতো হসি পূজাহোমাদি কর্মসু। তুষ্টা ভব সা দেবি সমাংসরুধিরেত্ত্বব ॥ ওঁ যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা যজ্ঞার্থে পশুঘাতনম্। অতস্ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি তস্মাদ্ যজ্ঞে বধো হবধঃ ॥” অতঃপর পাঠ করিবেন—“ওঁ হিলি হিলি কিলি কিলি (বহুরূপধারায়ৈ) পশুরূপচণ্ডিকায়ৈ হং হং ফেং ফেং ইমং পশুং প্রদর্শয় স্বর্গং নিযোজয় মুক্তিং প্রযোজয় ওঁ হ্রীং হং ফট্ স্বাহা ॥” অতঃপর খড়্গ পূজা করিবেন।

খড়্গপূজা—চন্দন দ্বারা অথবা সিন্দূর দ্বারা খড়্গের দক্ষিণে “ওঁ হ্রীং শ্রীং” বীজত্রয় লিখিয়া ধ্যান করিবেন। যথা—“ওঁ কৃষ্ণং পিনাকপানিঞ্চ কালরাত্রি স্বরূপিণম্। উগ্রং রক্তাসনয়নং রক্তমাল্যানুলেপনম্ ॥ রক্তাস্বরধরঞ্চৈব পাশহস্তং কুটুস্বিনম্। পীয়মানঞ্চ রুধিরং ভূজ্ঞানং ক্রব্যসংস্থিতম্ ॥” এইরূপ খড়্গের ধ্যান করিয়া—“ওঁ রসনাং চণ্ডিকায়ঃ সুরলোক প্রসাদকঃ।” মন্ত্রে খড়্গকে অভিমন্ত্রিত করিয়া—“ওঁ আং হ্রীং হ্রং, ফট্ খড়্গায় নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিবেন। যথা—“ওঁ আং হ্রীং হ্রং, ফট্ খড়্গায় নমঃ।” মন্ত্রে পাদাদি দ্বারা খড়্গের পূজান্তে (খড়্গমূলে)—“ওঁ ব্রহ্মাণে নমঃ।” (অগ্রে)—“ওঁ রুদ্রায় নমঃ।” (মধ্যে)—“ওঁ জয়্যৈ নমঃ।” (পার্শ্বে)—“ওঁ কালযমাভ্যাং নমঃ।” মন্ত্রে পূজাপূর্বক করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ অসির্বিশসনঃ খড়্গাঙ্গীক্ষধারো দুরাসদঃ। শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্মপাল নমোহস্ততে ॥ ইত্যষ্টৌ তব নামানি স্বয়মুক্তানি বেধসা। নক্ষত্রং কৃত্তিকা তুভ্যং গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ ॥ হিরণ্যঞ্চ শরীরং তে ধাতা দেবো জনার্দন। পিতা পিতামহো দেব স্বং মাং পালয় সর্বদা ॥ নীলজীমূত সঙ্কাস্তীক্ষদংষ্ট্রঃ কৃশোদরঃ। ভাবসুদ্ধো মর্ষণঞ্চ অতিতেজোন্তথৈব চ ॥ ইয়ং যেন ধৃতা ক্ষৌণী হতশ্চ মহিষাসুরঃ। তীক্ষ্ণধারায় শুদ্ধায় তন্মৈ খড়্গায় তে নমঃ ॥ ওঁ খড়্গায় খরশানায় শক্তিকার্যার্থ তৎপরঃ। পশুচ্ছেদ্যস্ত্বয়া শীঘ্রং খড়্গানাথ নমোহস্ততে ॥” অতঃপর স্তম্ভপূজা করিবেন।

স্তম্ভপূজা—স্তম্ভে সিন্দূরাদি দিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। যথা—“এষ গন্ধঃ ওঁ স্তম্ভায় নমঃ।” “এতৎ পুষ্পম্ ওঁ স্তম্ভায় নমঃ।” “এষ ধূপঃ ওঁ স্তম্ভায় নমঃ।” “এষ দীপঃ ওঁ স্তম্ভায় নমঃ।” “ইদং নৈবেদ্যম্ (অক্ষত) ওঁ স্তম্ভায় নমঃ ॥” পূজাপূর্বক—“আং হ্রীং ফট্” মন্ত্রে খড়্গগ্রহণ পূর্বক—“ওঁ কালি কালি বজ্রেশ্বরী লৌহদণ্ডায়ৈ নমঃ।” মন্ত্র পাঠান্তে—“ওঁ ওঁ হ্রীং শ্রীং ইমং পশুং মোক্ষং কুরু কুরু স্বাহা” মন্ত্রে পশুর স্কন্ধে খড়্গস্পর্শ করাইয়া প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবেন।

প্রার্থনা মন্ত্র—“ওঁ রক্ষার্থং বন্ধনহো হসি মুক্তয়ে মোচিত ময়া। দেব্যা শ্রীতিং সমুৎপাদ্য স্বর্গং গচ্ছ পশুত্তম ॥ ওঁ যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা যজ্ঞার্থে পশুঘাতনম্। যজ্ঞস্য মরণে ত্বং হি ধ্রুবং গচ্ছা ত্রিপিষ্টপম্ ॥ খড়্গাঘাতমহাদুঃখং বিনির্জিতং পশুত্তম। দেবীবর প্রসাদেন মমাস্মাঞ্চ তারয় ॥” অতঃপর দেবীর সম্মুখে করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ কালি কালি মহাকালি কালিকে কালরাত্রিকে। ছাগলেন বলিং দেবিং প্রযচ্ছামি প্রসাদ মে ॥” অতঃপর—“ওঁ হ্রীং হ্রীং কালি কালি বিকটদংষ্ট্রে ফেঁ ফেঁ ফেৎকারিণি খাদয় খাদয় ছেদয়

অতঃপর রজতপাত্র (রৌপ্যপাত্র), কাংসপাত্র, রৈতা (পিণ্ডল) পাত্র অথবা নব মৃথ্যপাত্রে রুধির ও মাংস লইয়া তাহাতে সৈন্ধব, কদলী, শর্করা ও মধু দিয়া দেবীর বামে স্থাপনপূর্বক ছাগমুণ্ড সম্মুখে ভাগে রাখিয়া তাহাতে ঘৃত দীপ জ্বালিয়া পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ ঐং দিব্যপালকং গৃহু গৃহু মহাতৃপ্তিং কুরু কুরু স্বাহা ॥” অতঃপর—“ওঁ সপ্রদীপচ্ছাগপণ্ড শীর্ষ বলয়ে নমঃ” মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যক্ষণপূর্বক, উৎসর্গ বাক্য পাঠান্তে ছাগশীর্ষে কুশোদক দিবেন। যথা—“বিস্কুরোম তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্রেপক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীভগবদ্দুর্গা শ্রীতিকামনয়া এষ সপ্রদীপচ্ছাগপণ্ড শীর্ষবলিঃ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনৌ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃত্যৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীং ভগবত্যৈ দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ।”

* পূর্বাভিমুখং বলিং স্বয়মুত্তরাভিমুখং বলিং স্বয়ং পূর্বাভিমুখো বা সক্রং প্রহায়েণ ছিন্দ্যৎ।—পূর্বমুখে বলি থাকিলে ছেত্র উত্তরাভিমুখে এবং বলি উত্তরাভিমুখে থাকিলে ছেত্র পূর্বমুখে থাকিবে। স্বয়ং বলি কর্মে অসমর্থ হইলে—উপযুক্ত ব্যক্তিদ্বারা এক আঘাতে ছেদন করাইবেন।

দক্ষিণ গৃহাঙ্গ হরবল্লভে। ইমং ছাগবলিং দেবি গৃহীত্ব কালরাত্রিকে। প্রাতঃ ভবে মহাকাল রুক্মিণ্যৈ নমো যস্য চিত্তপুষ্টি-
সংক্ষেপ বলিদান—(ছাগোগ্রাসর্গ) সুলক্ষ্ণ পশুকে জ্ঞান করাইয়া দেবতার সম্মুখে পূর্বমুখে স্থাপন করিয়া স্বয়ং উত্তরাসৌ বসিয়া পশুকে অবলোকনপূর্বক কুশোদকে
অভ্যাঙ্ঘ্র পূর্বক—“এষ গন্ধ ওঁ ছাগপশবে নমঃ। এষ পুষ্প ওঁ ছাগপশবে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ ছাগপশবে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ ছাগপশবে নমঃ। এতন্মৈবেদ্যম্ ওঁ ছাগপশবে
নমঃ।” মন্ত্রে অক্ষত দিবেন। অতঃপর করযোড়ে পাঠ করবেন। যথা—“ওঁ ছাগ ত্বং বলিরূপেণ মমভাগ্যানুপস্থিতঃ। প্রশ্নামি ততঃ সর্ব-রূপিণং বলিরূপিণম্ । ওঁ চণ্ডিকা
প্রীতিদানেন দাতুরাপদ্দিনাশনে। বৈষ্ণবীরূপিণায় বলে তুভ্যং নমো নমঃ। ওঁ যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্তুবা। অতস্ত্বাৎ ঘাতয়াদ্যা, তস্মাদ্ যজ্ঞে বধো হুবধঃ॥”
অতঃপর—“ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং” মন্ত্রে পশুকে শিবরূপী চিন্তা করিয়া পশুর মুক্তকে পুষ্প প্রদান করিয়া মহাবাকা পাঠ করবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদমা আশ্বিনে মাসি
শুদ্ধিপক্ষে অমুক্তিতেথৌ অমুক্তগোত্রঃ শ্রীঅমুক্ত দেবশর্ম্মা (পরার্থে—অমুক্তগোত্রস্য শ্রীঅমুক্তস্য) অভীষ্ট ফলকামঃ (শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামো বা) ইমং ছাগপশুং বহিদৈবতং
চন্দ্রেইত্যর্থঃ। অমুক্তিকৃতং (আচার্য্যঃ অমুক্তিস্থাতি)” মন্ত্ৰ পাঠান্তে পশুর মুক্তকে কুশোদক দিবেন। অতঃপর খড়াপূজা করিবেন।

খড়্গপূজা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ খড়্গায় নমঃ।” মন্ত্রে পূজাপূর্বক—“ওঁ অসির্বিংশসনঃ খড়্গাস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ। শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্মপাল নমো হস্ততো।”

মন্ত্র পাঠান্তে খড়্গকে প্রণাম করিবেন। অনন্তর—“ওঁ স্তম্ভায় নমঃ।” মন্ত্রে স্তম্ভের পূজা করিয়া “আং হ্রীং ফট্।” মন্ত্রে খড়্গধারণ করিয়া পূর্বমুখে বলি, দ্বয়ং উত্তরমুখ অথবা উত্তরমুখ বলি স্বয়ং পূর্বমুখ হইয়া এক আঘাতে ছেদন করিবেন। স্বয়ং বলিকরণে অশক্ত হইলে পশুশব্দে খড়্গ স্পর্শ করাইয়া উপযুক্ত ব্যক্তিদ্বারা ছেদন করাইবেন।

অতঃপর মৃগয়াদি পাত্রে রুধির, মাংস, জল, সৈন্ধব, কদলী, শর্করা-মধু সংযুক্ত করিয়া দেবীর বামভাগে স্থাপনপূর্বক—“ওঁ এতস্মৈ সমাংস রুধির বলয়ে নমঃ।” মন্ত্রে কুশোদকে অভ্যক্ষণ করিয়া উৎসর্গ করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্রেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) দশবর্ষাবচ্ছিন্ন শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামনয়া এষ সমাংস ছাগরুধিরবলিঃ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃত্যৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ।” অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ এং হ্রীং শ্রীং কৌশিকী রুধিরেণাপ্যায়তাম্॥” মন্ত্র পাঠ করিয়া ছাগমুণ্ডে ঘৃত দীপ জালিয়া দেবীর সম্মুখে স্থাপনপূর্বক—“ওঁ এতস্মৈ সপ্রদীপ ছাগশীর্ষায় নমঃ।” মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে তিনবার কুশোদকে অভ্যক্ষণ করিয়া উৎসর্গ মন্ত্র পাঠপূর্বক কুশোদকদ্বারা উৎসর্গ করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্রেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা মম (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীদুর্গাদেব্যা দর্শনাদিজনিত পুণ্যাদিক পুণ্য-প্রাপ্তি-কামনয়া এষ সপ্রদীপচ্ছাগশীর্ষবলিঃ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃত্যৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ।” মন্ত্র পাঠান্তে উৎসর্গ করিয়া, করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ জয় ত্বং সর্বভূতেশে সর্বভূত-সমাবৃতে। রক্ষ মাং সর্বভূতেভ্যো বলিং ভুঞ্জস্ব নমো হস্ততে ॥ অতঃপর খড়্গাহু রুধির লইয়া—“ওঁ যং যং স্পৃশ্যামি পাদেন যং যং পশ্যামি চক্ষুষা। স স মে বশ্যতাং যাতু যদি শক্রসমো ভবেৎ ॥ ওঁ এং হ্রীং শ্রীং নিতাক্রিন্দে মদদ্রবে স্বাহা ॥” মন্ত্রে আপন ললাটে তিলক করিবেন।—ইতি সংক্ষেপ বলিদানম্।”

মেষোৎসর্গ—মন্ত্র সমস্তই ছাগোৎসর্গের ন্যায় হইবে। শুধুমাত্র “ছাগপদ” স্থানে “মেষপদ”, “বহ্নিদৈবতং” স্থানে “বরুণদৈবতং” এবং “দশবর্ষ” স্থানে “একবর্ষ”

প্রয়োগ করিবেন। “ছাগেন” স্থানে “মেষেণ” বলিবেন।

মহিষোৎসর্গ—মহিষকে সম্মুখে আনিয়া স্বয়ং উত্তরাস্যে এবং স্তম্ভ পূর্বাভিমুখে রাখিয়া পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ পশুপাশবিনাশায় হেমকুটস্থিতায় চ। পরাপরায় পরমেষ্ঠিনে (পরমেষ্ঠিনে) ইঁকারায় চ (ত্রি) মূর্তয়ে ॥” অতঃপর—“ওঁ হ্রঃ অন্ত্রায় ফট্” মন্ত্রে মহিষকে স্তম্ভে বন্ধন করিবেন। মন্ত্র, যথা—“ওঁ মেধ্যাকার স্তম্ভমধ্যে মহিষং বন্ধয় বন্ধয়, ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডরূপিণং মহিষং বন্ধয় বন্ধয় ॥ সশৃঙ্গসর্বাংসবসহিতং পশুং বন্ধয় বন্ধয় ইঁ ফট্ স্বাহা।” অতঃপর মহিষের স্নানার্থ জলে তীর্থ আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ বারাহী যমুনা গঙ্গা করতোয়া সরস্বতী। কাবেরী চন্দ্রভাগা চ সিন্ধুভৈরব সাগরাঃ ॥ আত্রেরী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী। সরযুগুপ্তী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী। ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা। মহিষস্নানে মহেশানি সন্নিধ্যামিহ কল্পয় ॥” অতঃপর বৈদিক মন্ত্রে কুশোদকদ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন।

যথা—“ওঁ অগ্নিঃ পশুরাসীং তেনা যজন্ত স এতং লোকমজয়দ, যস্মিন্নগ্নিঃ স তে লোক ভবিষ্যতি, ত্বং জেয্যসি পিবৈতা অপঃ। ওঁ বায়ু পশুরাসীং তেনা যজন্ত স এতং লোকমজয়দ, যস্মিন বায়ু স তে লোকো ভবিষ্যতি ত্বং জেয্যসি পিবৈতা অপঃ। ওঁ বাচস্তে শুক্লামি, ওঁ প্রাণস্তে শুক্লামি, ওঁ চক্ষুস্তে শুক্লামি, ওঁ পায়ুস্তে শুক্লামি, ওঁ মেঢ়স্তে শুক্লামি। ওঁ বাকস্ত আপ্যায়তাম্। ওঁ মনস্ত আপ্যায়তাম্। ওঁ শোত্রস্ত আপ্যায়তাম্। ওঁ যন্তে ক্রুরং যদাহ্বিতং তন্তে আপ্যায়তাম্। তন্তে নিষ্ঠায়তাম্। তন্তে শুধ্যতু শমহোভ্যঃ।” মন্ত্রে মহিষকে প্রোক্ষণ করিবেন। *

অতঃপর “এতৎ পাদ্যং ওঁ মহিষায় নমঃ। ইদমর্ঘ্যং (যজুঃ—এষো হর্ঘ্য) ওঁ মহিষায় নমঃ। ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ মহিষায় নমঃ। ইদং স্নানীয়ম্ ওঁ মহিষায় নমঃ। এষ গন্ধঃ ওঁ মহিষায় নমঃ। এতৎ পুষ্পং ওঁ মহিষায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ মহিষায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ মহিষায় নমঃ। এতৎ নৈবেদ্যম্ ওঁ মহিষায় নমঃ।” মন্ত্রে অক্ষত দিবেন। এইক্রমে

*অনেকের মতে বলা হয় যে, বৈদিক মন্ত্রে “প্রোক্ষণ নাস্তি” কিন্তু দুর্গাপূজা বৈদিক পূজা, তজ্জন্য বৈদিক মন্ত্রে প্রোক্ষণ সমীচীন। ইহা অশাস্ত্রীয় নহে।

পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক—“ওঁ ঐ ঐ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্রী হ্রীঁ বরুণমণ্ডলাধিত্তিবিগ্রহায়ৈ মহিষরূপচণ্ডিকায়ৈ ইমং মহিষং প্রোক্ষ্যামি স্বাহা।” মন্ত্রে পুনর্বার প্রোক্ষণ করিয়া দ্বত্রদ্বারা মহিষের গলদেশে ঘণ্টা বাঁধিয়া দিবে। তৎসহ স্বর্ণশঙ্খ, রজতক্ষুর, কাঞ্চন বীরপটাদি দিবে। অতঃপর মন্ত্র পাঠান্তে মহিষকে বস্ত্রাচ্ছাদন করিবে। যথা—“ওঁ যুবা দুবাসঃ পরিবীত আগাং স উ শ্বেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তদ্বীরাঃ করয়ঃ উন্নয়ন্তি সাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।” অতঃপর গলদেশে রক্ত পুষ্পমালা বা ছবাপুষ্পমালা দিয়া পাঠ করিবে। যথা—“ওঁ মহিষাসুরযুদ্ধেযু ত্বয়াপি কামরূপিণা। চিত্রং তনুত্রং সন্নহকৃতং যুদ্ধ সুদারুণম্। অতস্তদ্ বলিদানেন তুষ্টা ভবতু চণ্ডিকা। যাহি যর্গং মহাবীর দত্তা বলিফলং ময়ি। গন্ধর্বলোকে তিষ্ঠ ত্বং তুষ্টা ভবতু চণ্ডিকা। মহিষ ত্বং মহাভাগ বিস্রতো যমবাহনঃ। শ্রিয়ং ধান্যং ধনং দেহি ধর্মক্ষেব স্বভাবতঃ। যথাবাহং ভবাদ্বেষ্টি যথা বহসি চণ্ডিকাম্। তথা মম রিপুন্ হংসি শুভং বহনুলাপক। যমস্বাবাহনস্ত্বঞ্চ বররূপধরো হব্যয়ঃ। আয়ুর্বিভুং যশো দেহি কাসরায় নমো নমঃ। ইদং রূপং পরিত্যজ্য গন্ধর্বত্বমবাপ্নুহি। ওঁ ললাটে দ্বাং শিবঃ পাতু শৃঙ্গয়োঃ পার্বতীপ্রিয়ঃ। দুর্গায়া প্রীতিদ ত্বং হি শতবর্ষাণি নিশ্চিতম্।” অতঃপর স্তম্ভপূজা করিবে।

স্তম্ভপূজা—“এতৎ পাদ্যং ওঁ স্তম্ভায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা স্তম্ভপূজা করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবে। যথা—“ওঁ স্তম্ভ ত্বং শিবরূপো হসি ব্রহ্মণা নির্মিতঃ পুরা। অতস্ত্বাং পূজয়ামদ্য পশুবন্ধনহেতবে। ওঁ স্তম্ভমূলে বসেদ্ ব্রহ্মা স্তম্ভমধ্যে চ মাধবঃ। স্তম্ভাগ্রে চ স্বয়ং রুদ্রস্তম্ভাত্তমচলোভব। ওঁ যথাচলো গিরির্মেরুহিমবাংশ্চ যথাচলঃ। যথাচলা নগাশ্চান্যো তথা ত্তমচলো ভব। ওঁ সর্বৈ দেবোঃ সগন্ধর্বাঃ সযক্ষোরগরাক্ষসাঃ। তব সান্নিধ্যমায়ান্তি তস্মাত্তমচলো ভব।” অতঃপর “এতৎ পাদ্যং ওঁ পাশায় নমঃ” মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পাশরজ্জুর পূজাপূর্বক মন্ত্র পাঠান্তে প্রণাম করিবে। যথা—“ওঁ পাশ ত্বং বরুণাজ্জাতঃ সদা বরুণদৈবতঃ। অতস্ত্বাং পূজয়ামদ্য তস্মাচ্ছান্তিঃ প্রযচ্ছ মে। ত্বং সাক্ষী ভগবান্ দেব সর্বশত্রুনিবহণঃ। পূজ্যো হসি সর্বভূতানাং পাশ সিদ্ধিং কুরুষ মে।” অতঃপর কুশ-তিল-জলাদি লইয়া উৎসর্গ করিবে। উৎসর্গবাক্য যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্রেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা সদারাপত্য (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য সদারাপত্যস্য শ্রীঅমুকদেবশর্মণঃ দাসঃ বা) বর্ষশতকাবচ্ছিন্ন শ্রীভগবদ্দুর্গা

প্রীতিকামনয়া ইমং মহিষং যমদৈবতং হ্রীং ওঁ শ্রীদুর্গাদেবৌ তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে। (পরার্থে—ঘাতয়িষ্যামি)।” এইরূপে উৎসর্গ করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবে। যথা—“ওঁ সুরযোনিপ্রসূতো হসি পূজাহোমাদিকর্মণে তুষ্টা। ভবতু সা দেবী সমাংসৈ রুধিরৈস্তব।” অতঃপর মহিষের কর্ণে পশুগায়ত্রী পাঠ করিবে। যথা—“ওঁ পশু পাশায় বিদ্বাহে বিশ্বকর্মণে ধীমহি তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ।” তৎপরে—“ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং নিখিলব্রহ্মাণ্ডরূপং গৃহ্ গৃহ্ স্বাহা।” মন্ত্র পাঠপূর্বক সমর্পণ করিবে। অনন্তর খড়্গাপূজা করিবে।

খড়্গাপূজা—খড়্গা প্রক্ষালনপূর্বক—“ওঁ দৈবে পৈত্র্যে চ সুভগঃ খড়্গাত্ত্বং খড়্গাসন্নিভঃ। ছিন্দি বিঘ্নান্ মহাভাগ গুহাজ্জাত নমো হস্ততে।” অতঃপর সিন্দূরদ্বারা খড়্গোপরি একটি ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন করিয়া খড়্গের ধ্যান করিবে। যথা—“ওঁ কৃষ্ণং পিনাকপাণিঞ্চ কালরাত্রিস্বরূপিণম্। উগ্রং রক্তাসনয়নং রক্তমাল্যানুলেপনম্। রক্তাশ্বরধরক্ষেব পাশহস্তং কুটুস্থিনম্। পিব (পীয়) মানঞ্চ রুধিরং ভুঞ্জানং ক্রব্যসংস্থিতম্।” এইরূপে ধ্যানান্তে—“এতৎ পাদ্যং ওঁ ঐং হ্রী শ্রীং খড়্গায় নমঃ।” খড়্গমূলে—“ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।” মধ্যে—“ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।” খড়্গাগ্রে—ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ।” পার্শ্বে—“ওঁ কালযমাভ্যাং নমঃ।” “ওঁ খড়্গায় তীক্ষ্ণধারায় লৌহদণ্ডায় ব্রহ্মাবিক্ষুশিবায়াকায় নমঃ।” অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবে। যথা—“ওঁ অসির্বিশসনঃ খড়্গাস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ। শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্মপাল নমোহস্ততে।” অতঃপর খড়্গা স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে। যথা—“ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ইমং মহিষং মহামোক্ষং কুরু কুরু স্বাহা।” অতঃপর মহিষের প্রতি করযোড়ে পাঠ করিবে। যথা—“ওঁ খড়্গাঘাতোদ্ভবং দুঃখং যন্তে মনসি বর্জতে। তৎক্ষমশ্ব মহাবাহো গন্ধর্বং লোকমাপ্নুহি।” মন্ত্র পাঠপূর্বক মহিষকে বন্ধনমুক্ত করিয়া স্বয়ং অথবা উপযুক্ত কোন ব্যক্তিদ্বারা এক আঘাতে ছেদন করিবে।

অতঃপর মৃগয়াদি পাত্রে রুধির-জল-সৈন্ধব-কদলী-শর্করা-মধুসংযুক্ত করিয়া দেবীর সম্মুখে স্থাপনপূর্বক—“ওঁ এতস্মৈ রুধির বলয়ে নমঃ।” মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে কুশোদকে অভ্যক্ষণপূর্বক উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিয়া উৎসর্গ করিবে। যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্রেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসঃ বা) শতবর্ষাবচ্ছিন্ন শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামনয়া এষ মহিষরুধিরবলিঃ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যে মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃত্যৈ ভদ্রকাল্যে

ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ দেবো নমঃ।” মন্ত্রে উৎসর্গ করিবেন। অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং কৌষিকী রুধিরেণাপ্যায়তাম্।” অতঃপর মহিষের ছিন্নমুণ্ডে ঘৃত দীপ জ্বালিয়া—“ওঁ এতস্মৈ সপ্রদীপ মহিষশীর্ষ বলয়ে নমঃ।” মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যক্ষণপূর্বক উৎসর্গ বাক্য পাঠান্তে উৎসর্গ করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম তৎসং অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্রেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীদুর্গাদেব্যা দর্শনাভিবন্দন-স্পর্শনাভিপূজন-স্বপন-তর্পণজনিত পূর্ব-পূর্ব পুণ্যাধিক্য পুণ্যপ্রাপ্তি কামনয়া এষ সপ্রদীপ মহিষশীর্ষবলিঃ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যে মহাঘোরায়ৈ যোগিনী-কোটি পরিবৃত্যৈ ভদ্রকাল্যৈ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ দেবো নমঃ।” মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ জয় জ্বং সর্বভূতেশ সর্বভূত-সমাবৃতে। রক্ষ মাং সর্বভূতেভ্যো বলিং গৃহু নমো হস্ততে ॥”—ইতি মহিষোৎসর্গ সমাপ্তম্।

কুম্মাণ্ডাদি বলি—কুম্মাণ্ডাদি প্রক্ষালন করতঃ সিন্দূর দিয়া পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ কুম্মাণ্ড বলয়ে নমঃ।” (কদলী হইলে—“ওঁ রম্ভাফল বলয়ে নমঃ। ইক্ষু হইলে—“ওঁ ইক্ষুদণ্ড বলয়ে নমঃ। শশা হইলে—“ওঁ ত্রপুষফল বলয়ে নমঃ। বাতাবী হইলে—“ওঁ মধুকপটিফল বলয়ে নমঃ, আদা হইলে—“ওঁ আদ্রক বলয়ে নমঃ। সুপারী হইলে—“ওঁ মধুকপটিফল বলয়ে নমঃ। বিম্ব হইলে—“ওঁ বিম্বফল বলয়ে নমঃ” ইত্যাদি) “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ বনস্পত্যে নমঃ (ওঁ বিষ্ণবে নমঃ বা) এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদান্য হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে অর্চনাপূর্বক উৎসর্গ বাক্য পাঠান্তে উৎসর্গ করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম তৎসং অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্রেপক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীভগবদুর্গা প্রীতিকামঃ ইমং কুম্মাণ্ডফলবলিং (যে দ্রব্য বলি হইবে তাহার নাম) বনস্পতির্দেবতম্ (শ্রীবিষ্ণুর্দেবতম্ বা) অর্চিতং শ্রীদুর্গাদেব্যে তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে (পরার্থে—ঘাতয়িষ্যামি)।” মন্ত্র পাঠপূর্বক কুশোদক দ্বারা উৎসর্গ করিয়া, যথারীতি খড়্গপূজা ও স্তম্ভপূজা করিয়া বলি ছেদন করিবেন বা করাইবেন।

বলিবিঘ্ন শান্তি—এক আঘাতে বলি ছেদন করিতে হয়, তাহা না হইলে নানাবিধ দোষের কারণ হইয়া থাকে। এইরূপ হইলে—বিঘ্ন বলির সমাংস রুধির দেবীকে উৎসর্গ করা নিষিদ্ধ। বলি বিঘ্ন শান্তির জন্য বলির মাংস দ্বারা সহস্র হোম, একমাষা পরিমাণ স্বর্ণদান এবং সহস্র দুর্গানাম জপ করিবেন। “কলৌ সংখ্যা চতুর্গুণঃ।” এই বচনানুসারে চারগুণ করিতে হয়। অতঃপর পুনরায় বলি দিয়া দেবীকে তাহার সমাংস রুধিরাদি উৎসর্গ করিবেন।

প্রভূত বলিদান—প্রভূত বলিদানে তু দ্বৌ বা ত্রীণ্ বাগ্রতঃ কৃতান্। পূজায়েৎ প্রমুখান্ কৃত্বা সর্বান্ মন্ত্রেণ সাধকঃ ॥ বহুপশুঘাতেহপি মন্ত্র একবচনান্ত এব প্রযোজ্য। অর্থাৎ বেশী বলিদান হইলে একজাতীয় পশু একত্রে দুইটি বা তিনটি দেবীর সম্মুখে রাখিয়া সমস্ত মন্ত্রাদি পাঠ করিবেন। বহুপশুঘাতেও মন্ত্র একবচনান্ত হইবে।”

স্বগাত্র-রুধির দান—ব্রাহ্মণস্য স্বগাত্ররুধিরদানে আত্মহত্যা পাতকং ভবতি। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ নিজ গাত্রের রুধিরদান করিলে আত্মহত্যার পাপ হয়। দেবীমাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে—“দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিগাত্রাসৃগুক্ষিত মিতি।” কিন্তু সুরথ ক্ষত্রিয় এবং সমাধি বৈশ্য, তজ্জনাই ইহা বলা হইয়াছে। গাত্ররক্ত দান করিতে হইলে—বক্ষের ঝড় ই প্রশস্ত। ক্ষুর, খড়্গ বা নরুণ দিয়া ঐ স্থানের রক্ত বাহির করিয়া পদ্মের পাপড়িতে, সুবর্ণপাত্রে, কাংস্যপাত্রে ধরিয়া দেবীর সম্মুখে রাখিয়া—“ওঁ এতস্মৈ স্বগাত্ররুধির বলয়ে নমঃ” মন্ত্রে তিনবার কুশবারি দ্বারা অভ্যক্ষণপূর্বক—“বিষ্ণুরোম তৎসদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্রেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা অমুকগোত্রস্য অমুকস্য এষ স্বগাত্ররুধিরবলিঃ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে কুশোদকদ্বারা উৎসর্গ করিয়া, করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ মহামায়ে জগন্নাথে সর্বকামপ্রদায়িনি। দদামি দেহরুধিরং প্রসীদ বরদা ভব ॥”

বিঃ দ্রঃ—পশুঘাত ও বলিদানের পার্থক্য আছে। পশু বধ করাকে পশুঘাত বলে এবং তাহাদের মাংস-রুধিরাদি দেবতাকে নিবেদন করার নাম বলিদান। কুম্মাণ্ডাদি ছেদনকেও বলিদান বলে। যে শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাবশতঃ লোকে দুর্গাপূজাদি করেন, সেই শাস্ত্রেই যখন বলিদান অবশ্য কর্তব্যরূপে বিহিত এবং বলিদানে যখন পশুর সংগতি হয়, তখন তাহা দোষাবহ মনে করা উচিত নহে। যাঁহাদের পুরুষানুক্রমে বলিদান চলিয়া আসিতেছে, তাঁহাদের উহা স্বেচ্ছায় উঠাইয়া দেওয়া অনুচিত। তবে যাঁহারা নূতন পূজা করিবেন, তাঁহারা

গণেশাদি পঞ্চদেবতার (পৃঃ ৭২ পং ৩) পূজাপূর্বক আবাহন বাদ দিয়া পীঠপূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।” এইক্রমে—“ওঁ প্রকৃতে নমঃ, ওঁ কৃমায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যে নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায় নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ।” অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণে—“ওঁ ধর্মায় নমঃ, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, ওঁ ঐশ্বর্যায় নমঃ।” পূর্বাদি চতুর্দিকে—“ওঁ অর্ধমায় নমঃ, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ অনৈশ্বর্যায় নমঃ।” মধ্যে—“ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়ানে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলায়ানে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলায়ানে নমঃ, ওঁ সং সত্যায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ওঁ তং তমসে নমঃ, ওঁ আং আত্মনে নমঃ, ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।” পূর্বাদি কেশরে—“ওঁ আং প্রভাত্যে নমঃ, ওঁ ঈং মায়্যায় নমঃ, ওঁ উং জয়্যায় নমঃ, ওঁ এং সূক্ষ্মায় নমঃ, ওঁ ঐং বিশুদ্ধায় নমঃ, ওঁ ওং নন্দিন্যে নমঃ, ওঁ ঔং সুপ্রভাত্যে নমঃ, ওঁ আং বিজয়্যায় নমঃ, ওঁ অং সর্বসিদ্ধিদায়্যে নমঃ।” পূর্ণমণ্ডল মধ্যে—“ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হং ফট নমঃ।” এইরূপে পীঠপূজা সমাপন করিয়া মহান্নান সঙ্কল্প করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরৌ তৎসং অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লপক্ষে মহাষ্টম্যাতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দানো বা) অষ্টসহস্রবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গাধিকরণকহিতিকামঃ (শ্রীভগবদ্গুর্গা শ্রীতিকামো বা) শ্রীভগবদ্গুর্গাদেব্য মহান্নানমহং করিষ্যে।” (পরার্থে—করিষ্যামি)। এইরূপে সঙ্কল্পপূর্বক দর্পণ প্রতিবিম্বে দেবীর ও নবপত্রিকার সপ্তমী পূজার ন্যায় (পৃঃ ৪৮ পং ৬ ইহিতে পৃঃ ৫২ পং ১০) মহান্নান করাইবেন। *

*সপ্তমী পূজায় প্রতিমা নির্মাণের দোষ-ত্রুটি নিবারণের জন্য যে মাষভক্তবলি উল্লেখ আছে, মহাষ্টমীতে তাহা করিতে হইবে না। শুধুমাত্র “ওঁ আজ্ঞাপয় মহাদেবি” মন্ত্রটি করযোড়ে পাঠপূর্বক মহান্নানের অনুষ্ঠান গ্রহণ করিবেন।

মহান্নান সমাপ্ত করিয়া পরিষ্কার বস্ত্র বা নববস্ত্রদ্বারা দর্পণ মুছিয়া সিন্দূর ও চন্দনাদি দিয়া মন্ত্র পাঠপূর্বক নববস্ত্রদ্বারা দর্পণ অবগুষ্ঠিত করিয়া দেবীর আসনে স্থাপন করিবেন। মন্ত্র যথা—“ওঁ পরিধত্ত্বাসনৈনাং শতায়ুষীং কণ্ঠত দীর্ঘমায়ুঃ। শতঞ্চ জীবশরদঃ সুবর্চা বসুনি চার্যো বিভূজাসি জীবন্ ॥” অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন—“ওঁ কৃতং ন্যূনাধিকং বাপি যদেব্যঃ স্নানকর্মণিঃ। তচ্ছিদ্ৰং ভবত্বদ্য তৎ-প্রসাদান্মহেশ্বরী ॥”

অতঃপর সপ্তমীপূজার ন্যায় দেবীকে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া, প্রতিমাহু দেবতাগণের পূজা, (পৃঃ ৭২ পং ৩ ইহিতে পৃঃ ৭৪ পং ১২) করিয়া, অষ্টমীবিহিত আবরণ পূজা করিবেন।

মহাষ্টমীবিহিত আবরণ পূজা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জয়ন্ত্যে নমঃ।” মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। এইক্রমে—আদিতে “ওঁ” অস্ত্রে “নমঃ” বলিয়া পূজা করিবেন। যথা—“মঙ্গলায়ৈ, কাল্যে, ভদ্রকাল্যে, কপালিন্যে, দুর্গায়ৈ, শিবায়ৈ, ক্ষমায়ৈ, ধাত্র্যে, স্বাহায়ৈ, স্বধায়ৈ।” অতঃপর দেবীর ষড়ঙ্গপূজা করিবেন। যথা—“ওঁ হ্রীং দুর্গায়াঃ শিরসে স্বাহা নমঃ ওঁ হ্রং দুর্গায়াঃ শিখায়ৈ বষট্ নমঃ। ওঁ হ্রৌং দুর্গায়াঃ কবচায় হং নমঃ। ওঁ হ্রৌং দুর্গায়াঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নমঃ। ওঁ হ্রঃ দুর্গায়াঃ অস্ত্রায় ফট্ নমঃ।”

অতঃপর (পূর্বদলে) “হ্রাং অঙ্গুষ্ঠভ্যাং নমঃ।” “হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা।” “হ্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্।” “হ্রৌং অনামিকাভ্যাং হং।” “হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাম্ বৌষট্।” “হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্।” “হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।” “হ্রীং শিরসে স্বাহা।” “হ্রুং শিখায়ৈ বষট্।” “হ্রৌং কবচায় হং।” “হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।” “হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্।” এইরূপে কংরাঙ্গন্যাস করিয়া উগ্রচণ্ডাদি অষ্টশক্তির পূজা করিবেন।

উগ্রচণ্ডার ধ্যান—“ওঁ উগ্রচণ্ডা রক্তবর্ণাঃ ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং নবযৌবনসম্পন্নাং, কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জনীং ধনুঃ। ধ্বজং ডমরুকং পাশং বামহস্তেষ্ণু বিভ্রতীম্ ॥ শক্তিঞ্চ মুম্বলং শূলং বজ্রং খড়্গাং তথাক্ষুশম্। শরং চক্রং শলাকঞ্চ দক্ষিণেষ্ণু চ বিভ্রতীম্ ॥” ধ্যানপূর্বক, “ওঁ হ্রীং শ্রীং উগ্রচণ্ডে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে

আবাহনপূর্বক, “ওঁ হ্রীং শ্রীং উগ্রচণ্ডায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ উগ্রচণ্ডা তু বরদা মধ্যাহ্নক সমপ্রভা। সা মে সদাস্তু বরদা তমৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ ১ ॥” (আগ্নেয়দলে)—“হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস “ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া প্রচণ্ডার ধ্যান করিবেন।

প্রচণ্ডার ধ্যান—“ওঁ প্রচণ্ডামরুণবর্ণ মষ্টাদশভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং নবযৌবনসম্পন্নাং, কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জনীং ধনুঃ। ধ্বজং ডমরুকং পাশং বামহস্তেযু বিপ্রতীম্ ॥ শক্তিঞ্চ মুষলং শূলং বজ্রং খড়্গাং তথাক্ষুশম্। শরং চক্রং শলাকঞ্চ দক্ষিণেযু চ বিপ্রতীম্ ॥” এইরূপে ধ্যানপূর্বক, “ওঁ হ্রীং শ্রীং প্রচণ্ডে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, “এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং শ্রীং প্রচণ্ডায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ প্রচণ্ডে পুত্রদে নিত্যং সুপ্তীতে সুরনায়িকে। সর্বানন্দকরে দেবি তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ ॥ ২ ॥” (দক্ষিণদলে)—“হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস এবং “হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া চণ্ডোগ্রার ধ্যান করিবেন।

চণ্ডোগ্রার ধ্যান—ওঁ চণ্ডোগ্রাং কৃষ্ণবর্ণাং ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং নবযৌবনসম্পন্নাং, কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জনীং ধনুঃ। ধ্বজং ডমরুকং পাশং বামহস্তেযু বিপ্রতীম্ ॥ শক্তিঞ্চ মুষলং শূলং বজ্রং খড়্গাং তথাক্ষুশম্। শরং চক্রং শলাকঞ্চ দক্ষিণেযু চ বিপ্রতীম্ ॥” ধ্যানান্তে, “ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডোগ্রে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, “এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডোগ্রায়ৈ নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদির দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ চণ্ডোগ্রে চর্চিকে ত্বং হি সর্বভূতভয়াবহে। দেবি ত্বাং সর্বকার্যেযু চণ্ডোগ্রাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৩ ॥” (নৈঋত দলে)—“হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস এবং “হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া চণ্ডনায়িকার ধ্যান করিবেন।

চণ্ডনায়িকার ধ্যান—“ওঁ চণ্ডনায়িকাং নীলবর্ণাং ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং নবযৌবনসম্পন্নাং, কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জনীং ধনুঃ। ধ্বজং ডমরুকং পাশং বামহস্তেযু বিপ্রতীম্ ॥ শক্তিঞ্চ মুষলং শূলং বজ্রং খড়্গাং তথাক্ষুশম্। শরং চক্রং শলাকঞ্চ দক্ষিণেযু চ বিপ্রতীম্ ॥” ধ্যানান্তে, “ওঁ চণ্ডনায়িকে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে

আবাহনপূর্বক, “এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডনায়িকায়ৈ নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ যা সিদ্ধিরিতি নাম্না চ গুণত্রয়বিভাবিনী। কলিকল্পম্বনশায় নমামি চণ্ডনায়িকাম্ ॥ ৪ ॥” (পশ্চিমদলে)—“হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস এবং “হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া চণ্ডার ধ্যান করিবেন।

চণ্ডার ধ্যান—“ওঁ চণ্ডাং শুক্লবর্ণাং ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং নবযৌবনসম্পন্নাং, কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জনীং ধনুঃ। ধ্বজং ডমরুকং পাশং বামহস্তেযু বিপ্রতীম্ ॥ শক্তিঞ্চ মুষলং শূলং বজ্রং খড়্গাং তথাক্ষুশম্। শরং চক্রং শলাকঞ্চ দক্ষিণেযু চ বিপ্রতীম্ ॥” ধ্যানান্তে, “ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, “এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডায়ৈ নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ দেবি চণ্ডাঙ্ঘ্রিকে চণ্ডি চণ্ডারি-বিজয়প্রদে। ধর্মার্থমোক্ষদে দেবি নিত্যং মে বরদা ভবঃ ॥ ৫ ॥” (বায়ুদলে)—“হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।” মন্ত্রে করন্যাস এবং “হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।” মন্ত্রে অঙ্গন্যাসপূর্বক চণ্ডবতীর ধ্যান করিবেন।

চণ্ডবতীর ধ্যান—“ওঁ চণ্ডবতীং ধূস্রবর্ণাং ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং নবযৌবনসম্পন্নাং, কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জনীং ধনুঃ। ধ্বজং ডমরুকং পাশং বামহস্তেযু বিপ্রতীম্ ॥ শক্তিঞ্চ মুষলং শূলং বজ্রং খড়্গাং তথাক্ষুশম্। শরং চক্রং শলাকঞ্চ দক্ষিণেযু চ বিপ্রতীম্ ॥” ধ্যানান্তে, “ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডবতী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক “এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডবতৌ নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ যা সিদ্ধিরিতি নাম্না চ দেবেশবরদায়িনী। যা পরাঃ শক্তয়ন্তসৌ চণ্ডবতৌ নমো নমঃ ॥ ৬ ॥” (উত্তরদলে)—“হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস এবং “হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া চণ্ডরূপার ধ্যান করিবেন।

চণ্ডরূপার ধ্যান—“ওঁ চণ্ডরূপাং পীতবর্ণাং ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং নবযৌবনসম্পন্নাং, কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জনীং ধনুঃ। ধ্বজং ডমরুকং পাশং বামহস্তেযু বিপ্রতীম্ ॥ শক্তিঞ্চ মুষলং শূলং বজ্রং খড়্গাং তথাক্ষুশম্। শরং চক্রং শলাকঞ্চ দক্ষিণেযু চ বিপ্রতীম্ ॥” ধ্যানপূর্বক, “এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডরূপায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে

পাদাদি দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ চণ্ডরূপাখ্যিকা চণ্ডি চণ্ডনায়কনায়িকা। সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ ৭ ॥” (ঈশানদলে)—“হ্রাং
অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস এবং “হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া অতিচণ্ডিকার ধ্যান করিবেন।

অতিচণ্ডিকার ধ্যান—ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং নবযৌবনসম্পন্নাং, কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তজ্জনীং ধনুঃ। ধ্বজং ডমরুকং পাশং বামহস্তে বৃষভীম। শক্তিঞ্চ
মূষলং শূলং বজ্রং খড়্গং তথাক্ষশূলম্। শরং চক্রং শলাকঞ্চ দক্ষিণেষু চ বিভ্রতীম্।” ধ্যানান্তে, “ওঁ হ্রীং শ্রীং অতিচণ্ডিকে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, “এতৎ
পাদ্যং ওঁ হ্রীং শ্রীং অতিচণ্ডিকায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ বালার্কারণনয়না সর্বদাভক্তবৎসলা। চণ্ডাসুরস্য মথনী বরদাদ্বিচণ্ডিকা
॥ ৮ ॥” এইরূপে উগ্রচণ্ডাদি অষ্টশক্তির পূজাপূর্বক রুদ্রচণ্ডীর পূজা করিবেন।

রুদ্রচণ্ডীর পূজা—(পঞ্চমধ্যো)—“হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস এবং “হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাসপূর্বক ধ্যান করিবেন।

রুদ্রচণ্ডীর ধ্যান—“ওঁ রুদ্রচণ্ডাং রক্তবর্ণাং ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং নবযৌবনসম্পন্নাং, কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তজ্জনীং ধনুঃ। ধ্বজং ডমরুকং পাশং বামহস্তে বৃষভীম। শক্তিঞ্চ
মূষলং শূলং বজ্রং খড়্গং তথাক্ষশূলম্। শরং চক্রং শলাকঞ্চ দক্ষিণেষু চ বিভ্রতীম্।” ধ্যানান্তে, “ওঁ হ্রীং শ্রীং রুদ্রচণ্ডে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক,
এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং শ্রীং রুদ্রচণ্ডায়ৈ নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ রুদ্রচণ্ডে নমস্তভ্যাং চণ্ডে বৈবিনাশিনী। চণ্ডপাপহরে দেবি বরদা
ভব সর্বদা ॥ ৯ ॥” অতঃপর মণ্ডলে চতুষষ্টি যোগিনীর পূজা করিবেন।

চতুষষ্টি যোগিনী পূজা—“ওঁ চতুষষ্টিযোগিন্য ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত, ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধন্ত, ইহসন্নিধন্তাধ্বম, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহীত।”
ইত্যাদিক্রমে একত্রে আবাহনপূর্বক পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। যথা—১। “এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণ্যে নমঃ, এষ পুষ্পঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণ্যে নমঃ, এষ ধূপঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ
ব্রহ্মাণ্যে নমঃ, এষ দীপঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণ্যে নমঃ, এতন্মৈবেদ্যম্ হ্রীং শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণ্যে নমঃ।” এইক্রমে—২। “চণ্ডিকায়ৈ, ৩। রৌদ্রো, ৪। গৌর্যো, ৫। ইন্দ্রাণ্যো, ৬। কৌমার্যো,

৭। ভৈরব্যো, ৮। দুর্গায়ৈ, ৯। নারসিংহে, ১০। কালিকায়ৈ, ১১। চামুণ্ডায়ৈ, ১২। শিবদূতৈ, ১৩। বারাহ্যৈ, ১৪। কৌশিক্যৈ, ১৫। মাহেশ্বর্যৈ, ১৬। স্বর্ঘ্যৈ, ১৭। জয়ন্ত্যৈ,
১৮। সর্বমঙ্গলায়ৈ, ১৯। কাল্যৈ, ২০। করালিন্যৈ, ২১। মেধায়ৈ, ২২। শিবায়ৈ, ২৩। শাকম্ভর্যৈ, ২৪। ভীমায়ৈ, ২৫। শান্ত্যৈ, ২৬। ভ্রামর্যৈ, ২৭। রুদ্রাণ্যৈ, ২৮। অম্বিকায়ৈ,
২৯। ক্ষমায়ৈ, ৩০। ধাত্র্যৈ, ৩১। স্বাহ্যৈ, ৩২। স্বধায়ৈ, ৩৩। অপর্ণায়ৈ, ৩৪। মহোদর্যৈ, ৩৫। যোররূপায়ৈ, ৩৬। মহাকাল্যৈ, ৩৭। ভদ্রকাল্যৈ, ৩৮। কপালিন্যৈ, ৩৯। ক্রমকর্যৈ,
৪০। উগ্রচণ্ডায়ৈ, ৪১। প্রচণ্ডায়ৈ, ৪২। চণ্ডোগ্রায়ৈ, ৪৩। চণ্ডনায়িকায়ৈ, ৪৪। চণ্ডায়ৈ, ৪৫। চণ্ডবতৈ, ৪৬। চণ্ডৈ, ৪৭। মহামোহায়ৈ (মহামায়ায়ৈ), ৪৮। প্রিয়ঙ্ঘর্যৈ,
৪৯। বলবিকিরণৈ, ৫০। বলপ্রমথিন্যৈ, ৫১। মনোমথিন্যৈ, ৫২। সর্বভূতদমন্যৈ, ৫৩। উমায়ৈ, ৫৪। তারায়ৈ, ৫৫। মহানিদ্রায়ৈ, ৫৬। বিজয়ায়ৈ, ৫৭। জয়ায়ৈ, ৫৮। শৈলপুত্রৈ,
৫৯। চণ্ড-ঘণ্টায়ৈ, ৬০। কুস্মাণ্ডৈ, ৬১। স্বন্দমাত্র্যৈ, ৬২। কাত্যায়িন্যৈ, ৬৩। কালরাত্র্যৈ, ৬৪। মহাগৌর্যৈ।” এইরূপে আদিত “হ্রীং শ্রীং ওঁ” অস্ত্রে “নমঃ” যোগ করিয়া প্রত্যেকের
পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া কোটিযোগিনীর পূজা করিবেন।

কোটিযোগিনী পূজা—“ওঁ কোটিযোগিন্য ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধন্ত, ইহসন্নিধন্তাধ্বম, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহীত।” এইরূপে
একত্রে আবাহন করিয়া একত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। যথা—“এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ কোটিযোগিনীভ্যো নমঃ। এষ পুষ্পঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ কোটিযোগিনীভ্যো নমঃ, এষ ধূপঃ
হ্রীং শ্রীং ওঁ কোটিযোগিনীভ্যো নমঃ, এষ দীপঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ কোটিযোগিনীভ্যো নমঃ, এতন্মৈবেদ্যম্ হ্রীং শ্রীং ওঁ কোটিযোগিনীভ্যো নমঃ।” এইরূপে একত্রে পূজা করিয়া নবদুর্গার
পূজা করিবেন।

নবদুর্গা পূজা—(ঈশানে) “হ্রীং শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধন্ত, ইহসন্নিধন্তাধ্বম, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।” মন্ত্রে আবাহনপূর্বক
“এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণ্যে নমঃ। এষ পুষ্পঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণ্যে নমঃ। এষ ধূপঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণ্যে নমঃ। এষ দীপঃ হ্রীং শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণ্যে নমঃ। এতৎ নৈবেদ্যম্ হ্রীং

শ্রীং ও ব্রহ্মাণ্যে নমঃ।” মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—“চতুমুখিং জগদ্ধাত্রীং হংসারুঢ়াং বরপ্রদাম্। সৃষ্টিকৃপাং মহাভাগাং ব্রহ্মাণী তাং নমাম্যহম্ ॥ ১ ॥” “হ্রীং শ্রীং ও মাহেশ্বরী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক “এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ও মাহেশ্বর্যে নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—“ও বৃষারুঢ়াং শুভাং শুভ্রাং ত্রিনেত্রাং বরদাং শিবাম্। মাহেশ্বরীং নমাম্যহম্। সৃষ্টিসংহারকারিণীম্ ॥ ২ ॥” “হ্রীং শ্রীং ও কৌমারী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, “এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ও কৌমার্যে নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—“ও শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণীং কৃষ্ণরূপিণীম্। স্থিতিকৃপাং খগেন্দ্রহাং বৈষ্ণবীং তাং নমাম্যহম্ ॥ ৪ ॥” “হ্রীং শ্রীং ও বারাহী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, “এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ও বারাহ্যে নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—“ও বরাহরূপিণীং দেবীং দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরাম্ ॥ শুভদাং পীতবসনাং বারাহীং তাং নমাম্যহম্ ॥ ৫ ॥” “হ্রীং শ্রীং ও নারসিংহী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক “এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ও নারসিংহে নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, “এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ও নারসিংহে নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—“ও নৃসিংহরূপিণীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাম্। শুভাং শুভপ্রদাং শুভ্রাং নারসিংহী নমাম্যহম্ ॥ ৬ ॥” “হ্রীং শ্রীং ও ইন্দ্রাণী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, “এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ও ইন্দ্রাণ্যে নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—“ও ইন্দ্রাণীং গজকুণ্ডহাং সহস্রনয়নোজ্জ্বলাম্। নমামি বরদাং দেবীং সর্বদেব নমস্কৃতাম্ ॥ ৭ ॥” “হ্রীং শ্রীং ও চামুণ্ডে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক “এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ও চামুণ্ড্যে নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—“ও চামুণ্ডাং মুণ্ডমধনীং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্। অট্টহাসমুদিতাং নমাম্যহম্। বিভূতয়ে ॥ ৮ ॥” “হ্রীং শ্রীং ও কাত্যায়নী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, “এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ও কাত্যায়ন্যে

নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—“ও কাত্যায়নীং দশভুজাং মহিষাসুরমর্দিনীম্। প্রসন্নবদনাং দেবীং বরদাং তাং নমাম্যহম্ ॥ ৯ ॥” “হ্রীং শ্রীং ও নবদুর্গে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, “এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ও নবদুর্গ্যে নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—“ও চণ্ডিকে নবদুর্গে ত্বং মহাদেব মনোরমে। পূজাং সমস্তাং সংগৃহ্য রক্ষ মাং ত্রিদশেশ্বরী ॥” অতঃপর জয়ন্তাদি একাদশ শক্তির পূজা করিবেন।

জয়ন্তাদির পূজা—(দেবীসন্নিধানে)—“ও জয়ন্তাদ্যা ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত, ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধন্ত, ইহসন্নিধন্তাধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহীত।” এইরূপে জয়ন্তাদি একাদশ শক্তির একত্রে আবাহনপূর্বক, “এষ গন্ধঃ হ্রীং শ্রীং ও জয়ন্ত্যে নমঃ ॥ ১ ॥” এইরূপে পঞ্চোপচারে প্রত্যেকের পূজা করিবেন। যথা—“হ্রীং শ্রীং ও মঙ্গলায়ৈ নমঃ ॥ ২ ॥” “হ্রীং শ্রীং ও কাল্যে নমঃ ॥ ৩ ॥” “হ্রীং শ্রীং ও ভদ্রকাল্যে নমঃ ॥ ৪ ॥” “হ্রীং শ্রীং ও কপালিন্যে নমঃ ॥ ৫ ॥” “হ্রীং শ্রীং ও দুর্গায়ৈ নমঃ ॥ ৬ ॥” “হ্রীং শ্রীং ও শিবায়ৈ নমঃ ॥ ৭ ॥” “হ্রীং শ্রীং ও ক্ষমায়ৈ নমঃ ॥ ৮ ॥” “হ্রীং শ্রীং ও ধাত্র্যে নমঃ ॥ ৯ ॥” “হ্রীং শ্রীং ও স্বাহ্যে নমঃ ॥ ১০ ॥” “হ্রীং শ্রীং ও স্বধায়ৈ নমঃ ॥ ১১ ॥” অতঃপর দ্বারপূজা করিবেন।

দ্বারপূজা—(পূর্বদ্বারে)—“ও দ্বারপালেভ্যো নমঃ।” (দক্ষিণদ্বারে)—“ও দ্বারপ্রিত্যৈ নমঃ।” (পশ্চিমদ্বারে)—“ও চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।” (উত্তরদ্বারে)—“ও যোগিনীভ্যো নমঃ।” (অগ্ন্যাদি কোণচতুষ্টয়ে)—“ও ধর্মায় নমঃ, ও জ্ঞানায় নমঃ, ও বৈরাগ্যায় নমঃ, ও ঐশ্বর্যায় নমঃ।” (মধ্যে)—“ও হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।” এইরূপে প্রত্যেকের পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া দিকপাল পূজা করিবেন।

দিকপাল পূজা—মণ্ডলমধ্যে দশদিকে ধ্বজপতাকা আরোপণপূর্বক পূজা করিবেন। পূর্বদ্বারে শুক্রবর্ণ ধ্বজপতাকা—“ও আয়্যাহি ইন্দ্রমহারাজাধিরাজ সর্বলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ, ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধন্তাধ্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।” এইরূপে আবাহনপূর্বক, “এতৎ পাদাং ও ইন্দ্রায় নমঃ।” মন্ত্রে এবং “এতৎ পাদাং

ওঁ শট্টে নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা ইন্দ্র ও শচীর পূজান্তে প্রণাম করিবেন। অগ্নিকোণে রক্তবর্ণ ধ্বজপতাকা—“ওঁ আয়াহি অগ্নে মহারাজাধিরাজ সৰলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, “এতৎ পাদ্যং ওঁ অগ্নয়ে নমঃ।” পরে, “এতৎ পাদ্যং ওঁ স্বাহ্যৈ নমঃ।” মন্ত্রে অগ্নি ও স্বাহার পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। দক্ষিণে কৃষ্ণধ্বজপতাকা—“ওঁ আয়াহি যম মহারাজাধিরাজ সৰলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, “এতৎ পাদ্যং ওঁ যমায় নমঃ। ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ।” মন্ত্রে যম ও চিত্রগুপ্তের পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। নৈঋতে রক্তধ্বজপতাকা—“ওঁ আয়াহি নৈঋত মহারাজাধিরাজ সৰলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, “এতৎ পাদ্যং ওঁ নৈঋতায় নমঃ।” মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। পশ্চিমে নীলবর্ণ ধ্বজপতাকা—“ওঁ আয়াহি বরুণ মহারাজাধিরাজ সৰলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, “এতৎ পাদ্যং ওঁ বরুণায় নমঃ। ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে বরুণ ও ঋষিগণের পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। বায়ুকোণে পীতবর্ণ ধ্বজপতাকা—“ওঁ আয়াহি বায়ো মহারাজাধিরাজ সৰলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, “এতৎ পাদ্যং ওঁ বায়বে নমঃ।” এইক্রমে—“কামদেবায় নমঃ।” মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। উত্তরে কৃষ্ণবর্ণ ধ্বজপতাকা—“ওঁ আয়াহি কুবের মহারাজাধিরাজ সৰলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, “এতৎ পাদ্যং ওঁ কুবেরায় নমঃ।” মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। ঈশানে শ্বেতবর্ণ ধ্বজপতাকা—“ওঁ আয়াহি ঈশান মহারাজাধিরাজ সৰলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, “এতৎ পাদ্যং ওঁ ঈশানায় নমঃ।” এইক্রমে—“ওঁ শিবায় নমঃ।” মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। মধ্যে রক্তবর্ণ ধ্বজপতাকা—“ওঁ আয়াহি চতুর্মুখ মহারাজাধিরাজ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, “এতৎ পাদ্যং ওঁ ব্রহ্মাণে নমঃ।” মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। পূর্বে ঈশান কোণ মধ্যে বিচিত্রবর্ণ ধ্বজপতাকা—“ওঁ আয়াহি অনন্ত মহারাজাধিরাজ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, “এতৎ পাদ্যং ওঁ অনন্তায় নমঃ।” এইক্রমে—“ওঁ হৃলধরায় নমঃ।” মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। অতঃপর অস্ত্রপূজা করিবেন।

অস্ত্রপূজা—“ওঁ অস্ত্রাধিপায় নারায়ণায় নমঃ।” “এতৎ পাদ্যং অস্ত্রাধিপায় নারায়ণায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা,—“ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিত শ্রীমন্ সদা বিজয়বর্দ্ধন। শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণ নমোহস্তুতে ॥” অতঃপর “এতৎ পাদ্যং ওঁ ত্রিশূলায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ সর্বাযুধানাং প্রথমো নির্মিতস্ত্বং পিণাকিনা। শূলাং সারং সমাকৃষ্য মুষ্টিগ্রাহং কৃতং শোভম্ ॥ ১ ॥” এইক্রমে—“এতৎ পাদ্যং ওঁ খড়্গায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন—“ওঁ অসির্বিশসনঃ খড়্গাস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ। শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্মপাল নমোহস্তুতে ॥২ ॥” “এতৎ পাদ্যং ওঁ চক্রায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন—“ওঁ চক্রদ্বং বিষ্ণুরূপেহুসি বিষ্ণুপাণৌ সদা হিতঃ। দেবীহস্তস্থিতো নিতাং সুদর্শন নমোহস্তুতে ॥৩ ॥” “এতৎ পাদ্যং ওঁ তীক্ষ্ণবাণায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ সর্বাযুধানাং শ্রেষ্ঠেহুসি দৈত্যসেনা নিষুদনঃ। ভয়েভ্যঃ সর্বতো রক্ষ তীক্ষ্ণবাণ নমোহস্তুতে ॥৪ ॥” “এতৎ পাদ্যং ওঁ শক্তয়ে নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ শক্তিস্ত্বং সর্বদেবানাং গুহস্য চ বিশেষতঃ। শক্তিরূপেণ সর্বত্র রক্ষাং কুরু নমোহস্তুতে ॥৫ ॥” “এতৎ পাদ্যং ওঁ পূর্ণচাপায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ সর্বাযুধ মহাপাত্র সর্বদেবারিসুদনঃ। চাপমাং সর্বতো রক্ষ সায়কং সায়কন্তমৈঃ ॥৬ ॥” “এতৎ পাদ্যং ওঁ পাশায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ পাশদ্বং নাগরূপেহুসি বিষপূর্ণো বিষোদরঃ। শক্রণাং দুঃসহো নিতাং নাগপাশ নমোহস্তুতে ॥৭ ॥” “এতৎ পাদ্যং ওঁ অঙ্কুশায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ অঙ্কুশেহুসি নমস্তভ্যং গজানাং নিয়ম সদা। লোকানাং সর্বরক্ষার্থং বিধৃতঃ পার্বতী করে ॥৮ ॥” “এতৎ পাদ্যং ওঁ ঘণ্টায়ৈ নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনা পূর্য যা জগৎ। স ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যো নঃ সূতানিবাঃ ॥৯ ॥” “এতৎ পাদ্যং ওঁ পরশবে নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ পরশো ত্বং মহাতীক্ষ্ণ সর্বদেবারিসুদনঃ। দেবীহস্তস্থিতো নিতাং শক্রক্ষয় নমোহস্তুতে ॥১০ ॥” অতঃপর “এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং শ্রীং সর্বাযুধধারিণ্যে দুর্গায়ৈ নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—“সর্বাযুধানাং শ্রেষ্ঠানি যানি যানি ত্রিপিষ্টপে। তানি তানি দধতৈ তে চণ্ডিকায়ৈ নমোহস্তুকে ॥”

অতঃপর “এষ গন্ধঃ ওঁ কিরীটাদিদেব্যঙ্গভূষণেভ্যো নমঃ। এষ পুষ্পঃ ওঁ কিরীটাদিদেব্যঙ্গভূষণেভ্যো নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ কিরীটাদিদেব্যঙ্গভূষণেভ্যো নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ কিরীটাদিদেব্যঙ্গভূষণেভ্যো নমঃ। এতন্মৈবেদ্যং ওঁ কিরীটাদিদেব্যঙ্গভূষণেভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে একত্রে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিবেন। মন্ত্র, যথা—“এষ সচন্দনপুষ্পবিষ্পপত্রাঞ্জলি ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যে মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃত্যৈ ভদ্রকাল্যে ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ দেবো নমঃ।” অতঃপর—“এষ গন্ধঃ ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রাঘ্রায় মহাসিংহাসনায় হুং ফট্ নমঃ।” মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—“আসনঞ্চাসি ভূতানাং নানালঙ্কারভূষিতাম। মেরুশৃঙ্গপ্রতীকাশং সিংহাসন নমেচ্ছতে ॥” অতঃপর—“এষ গন্ধঃ ওঁ মহিষাসুরায় নমঃ।” মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ মহিষত্বং মহাবীর সর্বাভীষ্ট প্রদায়কঃ। বিনাশয় মহাশত্রুণ্ ধর্মরাজপদালয় ॥” অতঃপর বটুকগণের পূজা করিবেন।

বটুকগণের পূজা—“ওঁ বটুকাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধন্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহীত।” মন্ত্রে একত্রে আবাহনপূর্বক প্রত্যেকের পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। যথা, (পূর্বদিকে)—“এষ গন্ধঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং সিদ্ধপুত্রবটুকায় নমঃ।” এইক্রমে—(দক্ষিণে)—“ওঁ হ্রীং শ্রীং জ্ঞানপুত্রবটুকায় নমঃ।” (পশ্চিমে)—“ওঁ হ্রীং শ্রীং সহজপুত্রবটুকায় নমঃ।” (উত্তরে)—“ওঁ হ্রীং শ্রীং সময়পুত্রবটুকায় নমঃ।” অতঃপর ক্ষেত্রপালগণের পূজা করিবেন।

ক্ষেত্রপালগণের পূজা—“ক্ষেত্রপালাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধন্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহীত।” এইরূপে একত্রে আবাহনপূর্বক উত্তর প্রভৃতি অষ্টদিকে ক্ষেত্রপালগণের পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। যথা—“এষ গন্ধঃ ক্লীং ওঁ হেতুকায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।” এইক্রমে, (ঈশানে)—“ক্লীং ওঁ ত্রিপুরঘ্নায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।” (পূর্বে)—“ক্লীং ওঁ অগ্নিজিহ্বায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।” (অগ্নিকোণে)—“ক্লীং ওঁ অগ্নিবেতালয় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।” (দক্ষিণে)—“ক্লীং ওঁ কালায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।” (নৈর্ঋতে)—“ক্লীং ওঁ করালায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।” (পশ্চিমে)—“ক্লীং ওঁ একপাদায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।” (বায়ুকোণে)—“ক্লীং ওঁ ভীষণায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।”

অতঃপর মণ্ডলের পূর্বাদি চতুর্দিকে নব ভৈরবের পূজা করিবেন।

ভৈরবগণের পূজা—“ওঁ ভৈরবাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধন্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহীত।” এইরূপে একত্রে আবাহনপূর্বক প্রত্যেকের পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। (পূর্বে)—“এষ গন্ধঃ ওঁ অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ ॥” এইক্রমে—“ক্লরবে ভৈরবায় নমঃ।” (দক্ষিণে)—“ওঁ চণ্ডায় ভৈরবায় নমঃ।” “ওঁ ক্রোধায় ভৈরবায় নমঃ।” (পশ্চিমে)—“ওঁ উন্মত্তায় ভৈরবায় নমঃ। ওঁ ভয়ঙ্করায় ভৈরবায় নমঃ।” (উত্তরে)—“ওঁ কপালিনে ভৈরবায় নমঃ। ওঁ ভীষণায় ভৈরবায় নমঃ।” (মধ্যে)—“ওঁ সংহারায় ভৈরবায় নমঃ।” অতঃপর দেশবাসিনীর পূজা করিবেন।

দেশবাসিনীর পূজা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিশালক্ষ্যে নমঃ।” এইক্রমে—“ওঁ রাক্ষসে নমঃ। ওঁ গৌর্যে নমঃ। ওঁ কামরূপিণ্যে নমঃ। ওঁ নেপালবাসিন্যে নমঃ। ওঁ আরণ্যবাসিন্যে নমঃ। ওঁ সিদ্ধেশ্বর্যে নমঃ। ওঁ মহাভূতায়ৈ নমঃ। ওঁ জলাবাসিন্যে নমঃ। ওঁ বাগীশ্বর্যে নমঃ। ওঁ কিরাতবাসিন্যে নমঃ। ওঁ সর্বমঙ্গলায়ৈ নমঃ। ওঁ কাত্যায়ন্যে নমঃ। ওঁ বিশ্ববাসিন্যে নমঃ। ওঁ কৃষ্ণভর্গিন্যে নমঃ। ওঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ। ওঁ চণ্ডেশ্বর্যে নমঃ। ওঁ কালরাত্রে নমঃ। ওঁ কাটীশ্বর্যে নমঃ। ওঁ বৈষ্ণব্যে নমঃ। ওঁ যমদূতৈ নমঃ। ওঁ অনন্তরূপিণ্যে নমঃ। ওঁ পিতামহ্যে নমঃ। ওঁ ঋগেশ্বর্যে নমঃ। ওঁ ইন্দ্রাণ্যে নমঃ। ওঁ মহালক্ষ্ম্যে নমঃ। ওঁ অশ্ববাহিন্যে নমঃ। ওঁ শ্লেচ্ছভাষিন্যে নমঃ। ওঁ শুভঙ্কর্যে নমঃ। ওঁ আর্যাদেব্যে নমঃ। ওঁ কপালিন্যে নমঃ। ওঁ ভক্তকলিন্যে নমঃ। ওঁ পদ্মাবতৈ নমঃ। ওঁ শৈলবাসিন্যে নমঃ। ওঁ অভয়ঙ্কর্যে নমঃ। ওঁ ঐরাবতৈ নমঃ। ওঁ ভস্মাঙ্গায়ৈ নমঃ। ওঁ যোগিন্যে নমঃ। ওঁ বারাহ্যে নমঃ। ওঁ বায়বাসিন্যে নমঃ। ওঁ শ্রীয়ে নমঃ। ওঁ জয়্যৈ নমঃ। ওঁ সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ। ওঁ সর্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ ॥”

অতঃপর সর্বাধার স্বরূপিণী দেবীকে বিশেষরূপে চিন্তাপূর্বক “এষ সচন্দন পুষ্পবিষ্পপত্রাঞ্জলি ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যে মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃত্যৈ ভদ্রকাল্যে ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ দেবো নমঃ।” মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া, প্রাণায়াম, জপ, জপসমর্পণপূর্বক প্রদক্ষিণ মন্ত্র পাঠান্তে পুনরায় প্রাণায়ামপূর্বক স্তব কবচাদি পাঠ, দেবীমাহাত্ম্য পাঠাদি করিয়া আরত্রিকাদি করিবেন।—ইতি মহাষ্টমী কৃত্য।

সন্ধিপূজা

অষ্টমী-নবমীসন্ধি সময়ে আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন—তাত্রপাত্রে আতপ তণ্ডুলাদি লইয়া বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক—“ওঁ কর্তব্যে হস্মিন গণপত্যা দি নানাদেবতা পূজাপূর্বক অষ্টম্যাং নবম্যাং সঙ্কৌ শ্রীভগবদ্গুণাপূজা কৰ্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহম্ ॥” ওঁ কর্তব্যে হস্মিন গণপত্যা দি নানাদেবতা পূজাপূর্বক অষ্টম্যাং নবম্যাং সঙ্কৌ শ্রীভগবদ্গুণাপূজা কৰ্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ॥” ওঁ কর্তব্যে হস্মিন গণপত্যা দি নানাদেবতা পূজাপূর্বক অষ্টম্যাং নবম্যাং সঙ্কৌ শ্রীভগবদ্গুণাপূজা কৰ্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ॥” অতঃপর স্ববেদোক্ত (যজ্ঞমানের বেদোক্ত বা) স্বস্তিসূক্ত (পৃঃ ১২) পাঠ করিয়া, সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন।

সাক্ষ্যমন্ত্র—“ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সঙ্কোভূতান্যহক্ষপা, পবনো দিকপতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মাং শাসনমাহ্বায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্ ॥” অতঃপর সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—তাত্রপাত্রে তিল, কুশ, হরীতকাদি লইয়া বামহস্তে রাখিয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসং অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্রে পক্ষে অষ্টম্যাং নবম্যাং সঙ্কৌ সর্বা পছাতিপূর্বক শ্রীভগবদ্গুণা দেব্যাং স্বপনম্, পূজনম্, বলিদানং, দীপমালাদিদান কৰ্মান্যহং করিষ্যে ॥” (পরার্থে—“অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসো বা” এবং “করিষ্যে” হলে “করিষ্যামি” বলিবেন।) অতঃপর স্ববেদোক্ত বা যজ্ঞমানের বেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত (পৃঃ ১৫) পাঠ করিবেন। অতঃপর সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি করিবেন।

সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি—‘রং’ মন্ত্রে আপনার চতুর্দিকে জলধারা দিয়া নিজেকে বহিঃপ্রাচীর বেষ্টিত চিত্তাপূর্বক, নাসাঙ্ঘ্র্য চাপিয়া চারিটি মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ

মূলশৃঙ্গাটচ্ছিরঃ সুবুন্নাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা ॥১॥ ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা ॥২॥ ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা ॥৩॥ ওঁ পরমশিব সুবুন্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমূলসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হংসঃ সোহং স্বাহা ॥৪॥” অতঃপর “হ্রীং” মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া—অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ বিম্বকাষ্ঠনির্মিত দন্তকাষ্ঠ ও উষ্ণেদক নিবেদন করিবেন। যথা—“ওঁ আয়ুর্বলং যশো বর্চঃ প্রজাঃ পশু-বসুনি চ। ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ তন্নোদেহি বনস্পতে ॥ ওঁ ব্রাহ্মণং সোমো রাজা সমাগমং। সমে মুখং প্রমাক্ষ্যতে যশসা চ ভগেন চ ॥” অতঃপর দর্পণ প্রতিবিম্বে শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা—“ওঁ পঞ্চগব্যমিদং পুণ্যং সর্বপাপনিষুদনম্। তজ্জোয়েঃ স্নাপয়ামি ত্বাং মম পাপং ব্যপেহুহয় ॥” মন্ত্রে স্নান করাইয়া—বেদাদিমন্ত্র চতুষ্টয় পাঠপূর্বক ঘটচতুষ্টয়ের দ্বারা স্নান করাইবেন। মন্ত্র, যথা—“ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমুদ্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্ ॥১॥ ওঁ ইষে হোতর্জে ত্বা বায়বঃ হু। দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে ॥২॥ ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সংসি বহিষি ॥৩॥ ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো (যজুঃ—আপো) ভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভি শ্রবন্তু নঃ ॥৪॥” অতঃপর অষ্টকলসের দ্বারা স্নান (পৃঃ ৬১ পৃঃ ৭) করাইয়া দর্পণ মার্জনপূর্বক যথাস্থানে রাখিয়া গণেশাদির পূজা করিবেন। অতঃপর—“ত্বাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।” মন্ত্রে করন্যাস এবং “ত্বাং হৃদয়ায় নমঃ।” মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া—“ওঁ জটাজুট” (পৃঃ ২৮ পৃঃ ৫) ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যানান্তে—রজতাসন অর্চনাপূর্বক “এতদ্রজতাসনং ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্য মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃত্যৈ ভদ্রকালৈ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ দেবো নমঃ।” ইত্যাদিরূপে ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিবেন। অনেকস্থলে মার্কণ্ডের পুরাণের মতানুসারে—“জটাজুট” মন্ত্রে ধ্যানের পরিবর্তে নিম্নরূপে ধ্যান করেন।

ধ্যান—“ওঁ কালী করালবদনা বিনিক্রান্তাসি পাশিনী। বিচিত্রখটাস্থধরা নরমালাবিভূষণা ॥ দ্বীপিচর্মপরিধানা শুষ্কমাংসাত্তিভৈরবা। অতিবিস্তারবদনা জিহ্বা ললন ভীষণা। নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতিজুখা ॥” এইমন্ত্রে ধ্যানান্তে “ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।” এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া, অষ্টোত্তরশত দীপ জ্বালিয়া উৎসর্গ করিবেন। অনেকে কুলাচার অনুসারে অষ্টোত্তরশত দীপ উৎসর্গের পূর্বে অষ্টোত্তরশত পদ্ম দেবীর চরণে দান করেন।

পদ্মোৎসর্গ—“বং এতাত্যঃ অষ্টোত্তর শতসংখ্যক পঙ্কজ পুষ্পায় নমঃ।” “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে শ্রীবিষ্ণবে (বনস্পত্যে বা) নমঃ।” “এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃত্যৈ ভদ্রকাল্যে হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ দেবো নমঃ।” অতঃপর উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরো তৎসদস্য আশ্বিনে মাসি শুক্লপক্ষে অষ্টম্যাং নবম্যাং সন্ধ্যা অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসো বা) শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামঃ এতানি অষ্টোত্তর শতসংখ্যক পদ্মপুষ্পাণি (পঙ্কজ পুষ্পাণি বা) শ্রীবিষ্ণুদেবতমর্চিতানি ‘ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ’ ইত্যাদি প্রত্যেকেন পঠিতেন শ্রীভগবদ্দুর্গাদেবী চরণে দান কর্মহং করিষ্যে।” (পরার্থে—করিষ্যামি)। অতঃপর একটি একটি করিয়া পদ্ম লইয়া “ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃত্যৈ ভদ্রকাল্যে হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ দেবো নমঃ।” মন্ত্রে দান করিবেন।

অষ্টোত্তরশত দীপোৎসর্গ—“ওঁ এতাত্যঃ অষ্টোত্তরশত দীপেভ্যোঃ নমঃ।” মন্ত্র তিনবার পাঠপূর্বক কুশোদক দিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতাত্যঃ অষ্টোত্তরশত দীপেভ্যোঃ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃত্যৈ ভদ্রকাল্যে হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ দেবো নমঃ।” মন্ত্রে অর্চনাদি করিয়া উৎসর্গ বাক্য পাঠপূর্বক উৎসর্গ করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরো তৎসদস্য আশ্বিনে মাসি শুক্লপক্ষে অষ্টম্যাং নবম্যাং সন্ধ্যা অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসো বা) শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামঃ এতান্ অষ্টোত্তরশত দীপান্ ওঁ দুর্গায়ৈ দেবো তুভ্যমহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)।” এইরূপে উৎসর্গ করিয়া প্রার্থনা করিবেন।

প্রার্থনা মন্ত্র—“ওঁ সংসারধ্বান্তনাশায় পবিত্রজ্যোতিরাস্তয়ে। দত্তেয়ং গৃহতাং দেবি কৃপয়া দীপমালিকা ॥”

বিঃ দ্রঃ—যাঁহারা মার্কণ্ডেয় পুরাণানুযায়ী “কালী করালবদনামিত্যাди” ধ্যানপূর্বক পূজা করিবেন তাঁহারা পদ্মোৎসর্গে “চামুণ্ডা প্রীতিকামঃ” বলিবেন ও “দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ”

হলে “ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে” বলিবেন। উৎসর্গে “হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ মন্ত্রেণ প্রত্যেকেন পঠিতেন” বলিবেন। দীপোৎসর্গেও এই প্রকার “ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ” বলিবেন। প্রার্থনা মন্ত্র একই হইবে।

অতঃপর “এতে গন্ধপুষ্পে নবপত্রিকাধিষ্ঠাতৃগণেভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে একত্রে নবপত্রিকার পূজা করিবেন। অতঃপর সংক্ষেপে বলিদানাদি করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ, জপ সমর্পণপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ সর্বমঙ্গলে মঙ্গল্যে শিবো সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোহস্তুতে ॥” অতঃপর দুর্গার প্রদক্ষিণ স্তোত্র (পৃঃ ৯১ পং ৬) পাঠ করিয়া প্রদক্ষিণ করিবেন। অসম্ভব হলে শুধুমাত্র স্তোত্রটি পাঠ করিবেন।

অর্ধরাত্রিবিহিত পূজা

কুলাচারানুযায়ী সপ্তমীদিনে, অথবা অষ্টমী দিবসে যেদিন অর্ধরাত্রে অষ্টমী তিথি প্রাপ্ত হয়। সেইদিন অর্ধরাত্রে দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা, বলিদান ইত্যাদি করিতে হয়। যথারীতি আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক স্বস্তিবাচন করিবেন। যথা—“ওঁ কর্তব্যেহ্মিন গণপত্যাди নানাদেবতা পূজাপূর্বক শ্রীভগবদ্দুর্গা দেব্যাঃ অর্ধরাত্রিবিহিতপূজা কর্মণি ওঁ পুণ্যহম্ ভবন্তো ব্রুবন্ত ॥” ইত্যাদি মন্ত্রে স্বস্তিবাচন করিয়া স্ববেদোক্ত বা যজ্ঞমানের বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত ও সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠপূর্বক সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—তাত্রপাঠে যথারীতি তিল, কুশ, হরিতকী ও অক্ষতাদি লইয়া উত্তরাস্যে বসিয়া সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরৌ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লপক্ষে অষ্টম্যাভিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসো বা) শ্রীভগবদ্দুর্গা দেব্যাঃ অর্ধরাত্রিবিহিতপূজা কর্মহং করিষ্যে। (পরার্থে—করিষ্যামি)।” অতঃপর স্ব স্ব বেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবেন।

তাহার পর সামান্যার্থ্য স্থাপনাদি, সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি (পৃঃ ১৯ পং ১ হইতে পৃঃ ২৩ পং ৪) পর্যন্ত কার্য অর্থাৎ সামান্যার্থ্য, দ্বারপূজা, বিঘ্নাপসারণ, মাষভক্তিবলি, আসনশুদ্ধি

ও ভূতশুদ্ধি পর্যন্ত করিয়া প্রাণায়ামপূর্বক “হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ।” ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস ও “হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাসপূর্বক, “ওঁ জটাজুট” (পৃঃ ২৮) ধ্যান করিয়া বিশেষার্থ (পৃঃ ২৯) স্থাপনপূর্বক গণেশাদি পঞ্চদেবতার পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। অতঃপর দেবীর পূনর্ধ্যানাতে (পৃঃ ২৮) দেবীর বোড়শোপচারে পূজা করিবেন। যথা—“বং এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনাতে “ইদং রজতাসনাং ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃত্যৈ ভদ্রকাল্যৈ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ দেবো নমঃ ।” এইক্রমে পূজাতে, “হ্রীং শ্রীং ওঁ উগ্রচণ্ডাদ্যষ্টনায়িকাতো নমঃ ।” মন্ত্রে একত্রে পঞ্চোপচারে বা গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন। অতঃপর—“হ্রীং শ্রীং ওঁ চতুষ্টয়যোগিনীভ্যো নমঃ ।” এবং “হ্রীং শ্রীং ওঁ কোটিযোগিনীভ্যো নমঃ । হ্রীং শ্রীং ওঁ ব্রহ্মাণ্যাদি নবদুর্গাভ্যো নমঃ । হ্রীং শ্রীং ওঁ জয়ন্তাদিভ্যো নমঃ । ওঁ ত্রিশূলদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ, ওঁ কীরীটাদিভূষণেভ্যো নমঃ ।” এইরূপে একত্রে পঞ্চোপচারে বা গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন।

অতঃপর—“ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায় মহাসিংহায় হং ফট নমঃ । ওঁ মহিষাসুরায় নমঃ । ওঁ হ্রীং শ্রীং বটুকেভ্যো নমঃ । ক্লীং ওঁ ক্ষেত্রপালগণেভ্যো নমঃ । ওঁ ভৈরবেভ্যো নমঃ, ওঁ নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ । ওঁ প্রতিমাস্থদেবতাভ্যো নমঃ । ওঁ চিত্রস্থদেবতাভ্যো নমঃ । ওঁ সূর্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ । ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ ।” মন্ত্রে সমস্ত একত্রে পঞ্চোপচারে অথবা গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজাপূর্বক সংক্ষেপে বলিদান (পৃঃ ৮৩) করিবেন। অতঃপর যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ, জপ সমর্পণ, প্রদক্ষিণ স্তোত্র পাঠপূর্বক—“সর্বমঙ্গলে মঙ্গল্যে” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবেন।—ইতি অর্ধরাত্রিবিহিত পূজা।

মহানবমী পূজা

নবমীতে নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্বক বিষ্ণুবৃক্ষের নিকটে গিয়া আচমন এবং বিষ্ণুস্মরণপূর্বক বিষ্ণুবৃক্ষের পূজা করিবেন (পৃঃ ৪১ পং ৩)। অতঃপর দেবীর সম্মুখে উত্তরাসো শুদ্ধাসনে বসিয়া আচমন, বিষ্ণুস্মরণ ও সূর্য্যর্ঘ্য দান করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ ।” এইক্রমে—“ওঁ শ্রীগুরুবে নমঃ, ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ, ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ, ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, ওঁ হ্রীং জয়দুর্গায়ৈ নমঃ ।” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া, স্বস্তিবাচন করিবেন।

স্বস্তিবাচন—তাম্রপাত্রে আতপ তণ্ডুল লইয়া বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদনপূর্বক—“ওঁ কর্তব্যেহ্মিন্ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক বৃহন্নদিকেশ্বর পুরাণোক্ত বিধিনা শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যো মহানবমীবিহিতপূজা কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ক্রবন্ত । ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্ ॥ ওঁ কর্তব্যেহ্মিন্ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক বৃহন্নদিকেশ্বর পুরাণোক্ত বিধিনা শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যো মহানবমীবিহিতপূজা কর্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত । ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ॥ ওঁ কর্তব্যেহ্মিন্ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক বৃহন্নদিকেশ্বর পুরাণোক্ত বিধিনা শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যো মহানবমীবিহিতপূজা কর্মণি, ওঁ স্বাঙ্ঘি ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ স্বাঙ্ঘি ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ স্বাঙ্ঘি ভবন্তো ক্রবন্ত । ওঁ স্বাঙ্ঘ্যতাম্, ওঁ স্বাঙ্ঘ্যতাম্, ওঁ স্বাঙ্ঘ্যতাম্ ॥ ” এইরূপে স্বস্তিবাচনপূর্বক স্ববেদোক্ত (যজ্ঞমানের বেদোক্ত বা) স্বস্তিসূক্ত পাঠ (পৃঃ ১২) পূর্বক সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন এবং সাক্ষ্যমন্ত্র (পৃঃ ১৩) পাঠান্তে সঙ্কল্প করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্রেপক্ষে মহানবম্যাতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসো বা) সর্বাপচ্ছান্তিপূর্বক দীর্ঘায়ুষ্ট্বসর্বাপ-প্রণাশন পরমৈশ্বর্যাতুলধন-ধান্যপুত্রপুত্রাদ্যন্নবচ্ছিন্ন মিত্রবিবর্ধন শত্রুক্ষয়োস্তরোস্তর রাজসন্মানদ্যতীষ্টসিদ্ধার্থমমূত্র দেবীলোক প্রাপ্তয়ে চ (শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামো বা) শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যো মহানবমীপূজা স্পন্দন, বলিদান কর্মান্যহং করিষ্যে । (পরার্থে—করিষ্যামি) ।” অতঃপর স্ব-বেদোক্ত বা যজ্ঞমানের বেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত (পৃঃ ১৫) পাঠ করিবেন। অতঃপর সামান্যার্থ্য স্থাপন, দ্বারপূজা, বিদ্যাপসারণ, মাষভক্তবলি, ভূতাপসারণ, আসনশুদ্ধি, গুরুপংক্তি নমস্কার, দিগ্বন্ধন, পুষ্পশুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধি করিয়া সঙ্কল্পপূর্বক মহাস্নান করাইবেন।

বিঃ দ্রঃ—প্রথমে মহাসপ্তমীর ন্যায় পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিবেন। যথা—“এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃত্যৈ ভদ্রকাল্যৈ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ দেবো নমঃ ।” এই মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, অতঃপর মহাস্নানের সঙ্কল্প করিবেন।

মহাস্নান সঙ্কল্প—“বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্রেপক্ষে মহানবম্যাতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসো

বা) ধনপুত্রবিবর্ধন যজ্ঞশত ফলপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীভগবদ্গুণা দেবীমহং স্নাপয়িষ্যে (পরার্থে—স্নাপয়িষ্যামি)।” অতঃপর দর্পণে তৈল-হরিদ্রা সঞ্জন করিবেন। মন্ত্র (সামবেদী) — “ওঁ শ্রী শ্রী ইব সূর্য্যং বিশ্বৈদিত্রস্য ভক্তত। বসুনি জ্ঞাতে জনমান্যোজসা, প্রতিভাগং ন দীধিমঃ ॥” (যজুর্বেদী ও ঋগ্বেদী) ওঁ কোহসি কতমোহসি, কস্মৈ দ্বা কায় দ্বা। সুশ্লোক সুমন্ত্র ল সত্যরাজন্ ॥”

অতঃপর যথারীতি মহাস্নান (পৃঃ ৫৪ পং ৮ হইতে পৃঃ ৬ পং ২ পর্যন্ত) করাইয়া, ভূতশুদ্ধি, বা সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, অন্তর্মাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, সংহারমাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম, পীঠন্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, ব্যাপকন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস, দেবীর ধ্যান, মানসপূজা, বিশেষার্থ্য স্থাপন, আবাহন বাদ দিয়া পীঠপূজাদি (পৃঃ ২২ পং ৬ হইতে পৃঃ ২৭ পং ৪ পর্যন্ত) কর্ম সমাধা করিয়া, যথাবিধি গণেশাদির পূজা (পৃঃ ৩৫ পং ৬৩ হইতে পৃঃ ৩৭ পং ১ পর্যন্ত) করিয়া দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা (পৃঃ ৩৭) করিয়া, প্রতিমাস্থ দেবতাদের পূজা (পৃঃ ৭২) করিয়া, নবপত্রিকা পূজা (পৃঃ ৮৪) করিয়া, আবরণ পূজা (পৃঃ ৭৭ পং ১), পূর্বক নবমীবিহিত বিশেষ পূজা করিবেন এবং বটুকাদি, ক্ষেত্রপালাদি ও ইন্দ্রাদি লোকপালগণেরও পূজা (পৃঃ ১০২ পং ৭ হইতে পৃঃ ১০৩ পং ১ পর্যন্ত) করিবেন।

নবমীবিহিত বিশেষ পূজা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুধিরপ্রিয়ায়ৈ নমঃ।” এইক্রমে—“ওঁ বলিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ রক্তদন্তিকায়ৈ নমঃ, ওঁ মহিষ্যৈ নমঃ, ওঁ কালিকায়ৈ নমঃ, ওঁ শিবদত্তায়ৈ নমঃ, ওঁ শিবায়ৈ নমঃ, ওঁ মহাবল্যৈ নমঃ, ওঁ মহোদর্যৈ নমঃ।” মন্ত্রে প্রত্যেকের পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। অতঃপর বলিদানাদি করিয়া অভয়ার পূজা করিবেন।

অভয়ার পূজা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অভয়ায়ৈ নমঃ। এষ গন্ধঃ ওঁ অভয়ায়ৈ নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ অভয়ায়ৈ নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ অভয়ায়ৈ নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ অভয়ায়ৈ নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ অভয়ায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক—“পিত্তক নির্মিত মানপত্রহং শক্রং গৃহদ্বারমানীয় কৃত্রিম রুধিরং তস্যোপরি দত্ত্বা, রক্তচন্দনে তিলকং কৃত্বা, রক্তবস্ত্রেনাচ্ছাদ্য বামহস্তেন জলপুষ্পং গৃহীত্বা ওঁ দেবী শত্রোরুধিরং পিব পিব, অস্মাকং শত্রুণ্ মারয় মারয়” ইমং মন্ত্র মনসি উচ্চার্য—“ওঁ নিলয়ং যান্ত তে সর্বে যে মাং হিংসন্তি

জন্তবঃ। মৃত্যুরোগভয়ক্ৰেমাঃ পতন্ত শক্রমন্তকে ॥” ইতি মন্ত্রং পঠিত্বা “এষ শক্রবলিঃ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃত্যৈ ভদ্রকাল্যে হ্রীং ওঁ দুঃ দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ ॥”—ইতি মন্ত্রেণ শক্র মন্তকে জলপুষ্পং দদ্যাৎ।”

অস্মার্থ—পিটলী দ্বারা একটি পুতুল নির্মাণ করিয়া মানপাতায় রাখিয়া শক্রর গৃহদ্বারে আনিয়া অর্থাৎ পূজা মণ্ডপের বাহিরে আনিয়া তদুপরি কৃত্রিম রক্ত (আলতা) দিবেন। রক্তচন্দন দ্বারা ললাটে তিলক গ্রহণ করিবেন। রক্তবস্ত্র দ্বারা পুতুলটিকে আচ্ছাদিত করিবেন। বামহস্তে জলপুষ্প লইয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ দেবী শত্রোরুধিরং পিব পিব অস্মাকং শত্রুণ্ মারয় মারয়।” মনে মনে এই মন্ত্রটি পাঠ করিবেন। পুনরায় মনে মনে পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ নিলয়ং যান্ত তে সর্বে যে মাং হিংসন্তি জন্তবঃ। মৃত্যুরোগভয়ক্ৰেমাঃ পতন্ত শক্রমন্তকে ॥” এই মন্ত্র মনে মনে পাঠপূর্বক, “এষ শক্রবলিঃ ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃত্যৈ ভদ্রকাল্যে হ্রীং ওঁ দুঃ দুর্গায়ৈ নমঃ।” মন্ত্র পাঠান্তে পুতুলের মন্তকে জল এবং পুষ্প দিবেন। অতঃপর বামহস্তে খড়া ধারণ করিয়া পিছন দিকে ফিরিয়া, আমি শক্র নিধন করিলাম, ইহা মনে মনে চিন্তাপূর্বক, “ওঁ ক্ষেৎ ক্ষেৎ হ্রঃ ফট্।” মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করিয়া খড়া দ্বারা পুতুলটিকে তিনখণ্ড করিবেন। অতঃপর প্রথম খণ্ড—“ওঁ হ্রীং বৌং কোকিলাক্ষ্য এষ শক্রমন্তকবলিনর্মঃ।” মধ্যখণ্ড—“ওঁ হ্রীং দংষ্ট্রাকরালবদন্যৈ এষ শক্রমন্তকবলিনর্মঃ।” শেষখণ্ড—“ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ এষ শক্রমন্তকবলিনর্মঃ।” মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা উৎসর্গকরিয়া, পূজা মণ্ডপে আসিয়া হস্তপাদাদি প্রক্ষালনপূর্বক আচমনাদি করিয়া দেবীমাহাত্ম্য পাঠাদি কর্ম করিবেন।

বিঃ দ্রঃ—যাঁহাদের এইরূপ রীতি রহিয়াছে, সেই ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য। সর্বক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নহে।—ইহা শক্রবলিঃ।

অতঃপর প্রার্থনা মন্ত্র পাঠান্তে, প্রদক্ষিণ স্তোত্র, স্তব-কবচাদি পাঠ করিবেন।

প্রার্থনা মন্ত্র—“ওঁ দুর্গে দুর্গে মহাভাগে ব্রাহ্মি মাং শঙ্করপ্রিয়ে। মহিষাসৃজ্ঞাদোন্মত্তে প্রণতেহস্মি প্রসীদ মে ॥ ওঁ হর পাপং হর ক্রেশং হর শোকং হরাশুভম্। হর রোগং হর ক্ষোভং

হরমারীং হরপ্রিয়ে ॥ ওঁ কালি কালি মহাকালি কালিকে কালরাত্রিকে । ধর্মার্থকাম সম্পত্তি দেহি দেবিনমোহন্ততে ॥ ওঁ মহিষ্মি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনী । আয়ুরারোগ্য বিজয়ং দেহি দেবিনমোহন্ততে ॥ ওঁ আয়ুর্দদাতু মে কালী পুত্রান্ দেহি সদাশিবে । ধনং দেহি মহামায়ে নারসিংহি যশো মম ॥ ওঁ শিরো মে চণ্ডিকা পাতু কণ্ঠং পাতু মহেশ্বরী । হৃদয়ং পাতু চামুণ্ডা সর্বতঃ পাতু কালিকা ॥ ওঁ আক্খ্যং কুষ্ঠঞ্চ দারিদ্ৰ্যং রোগং শোকঞ্চ দারুণম্ । বন্ধুস্বজনবৈরাগ্যং দুর্গেত্বং হর দুর্গতিম্ ॥ ওঁ রাজ্যং তস্য প্রতিষ্ঠা চ লক্ষ্মীতস্য সদা হিরা । প্রভুত্বং তস্য সামর্থ্যং যস্য ত্বং মন্তকোপরি ॥ ওঁ নির্বীৰ্য্যাহুণবান্ বাপি সত্যচার বিবর্জিতঃ । নরঃ পৌরুষমাপ্নোতি যস্য ত্বং মন্তকোপরি ॥ ওঁ জয়ং দেহি মহামায়ে জগতশ্চাপরাজিতে । ত্রৈলোক্যস্বামিনী ত্বং হি ক্ষুৎপিপাসার্তিনাশিনী ॥ ওঁ ধন্যোহহং কৃতকৃত্যোহহং সফলং জীবিতং মম । অগতাসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরী মদাশ্রমম্ (মমালয়ম্) ॥ অর্ঘ্যং পুষ্পঞ্চ নৈবেদ্যং মালং মলয়বাসিনি । গৃহাণ বরদে দেবী কল্যাণং কুরু মে সদা ॥ ওঁ ইয়ং সাংবৎসরী পূজা যা কৃত্য দেবি তে ময়া । সাক্ষং ভবতু তৎ সর্বং ত্বৎপ্রাসাদাৎ সুরেশ্বরী ॥ ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরী । যৎ পূজিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদন্তমে ॥ ওঁ কায়েন মনসা বাচা কর্মণা যৎ কৃতং ময়া । তৎসর্বং পরিপূর্ণ মে ত্বৎপ্রাসাদাৎ সুরেশ্বরী ॥” — ইতি প্রার্থনা মন্ত্রম্ ।

কুমারী পূজা

প্রমাণম্—হোমাদিকং হি সকলং কুমারী পূজনং বিনা । পরিপূর্ণফলং ন স্যাৎ পূজয়া তদভবেৎ ॥ — জ্ঞানার্ণব রুদ্রযামল তন্ত্রে ।

অস্বার্থ—জ্ঞানার্ণব রুদ্রযামল তন্ত্রে বলা হইয়াছে—পূজা, হোম প্রভৃতি সমস্ত কার্য কুমারী পূজা বিনা পরিপূর্ণ ফলদান করে না । অতএব দেখা যাইতেছে, কুমারী পূজা অবশ্য কর্তব্য ।

কুমারীর বয়সভেদে নাম—একবর্ষা ভবেৎ সন্ধ্যা দ্বিবর্ষা যা সরস্বতী । ত্রিবর্ষা চ ত্রিধামূর্তিচ্চতুর্বর্ষা চ কালিকা । সুদ্বা পঞ্চবর্ষা তু, ষড়বর্ষা তু উমা ভবেৎ । সপ্তভির্মালিনী

সাক্ষাদষ্টবর্ষা তু কুজিকা ॥ নবভিঃ কালসন্দর্ভা চ দশভিঃ চাপরাজিতা । একাদশে চ রুদ্রাণী দ্বাদশাদে তু ভৈরবী ॥ ত্রয়োদশে মহালক্ষ্মী-দ্বিসপ্তা পীঠনায়িকা । ক্ষেত্রজ্ঞা পঞ্চদশভিঃ ষোড়শে চাঘিকা স্মৃতা ॥ এবং ক্রমেণ সম্পূজ্য যাবৎ পুষ্পং ন বিদ্যাতে । প্রতিপদাদিপূর্ণাভ্যং বৃদ্ধিভেদে ন পূজয়েৎ ॥ মহাপর্বসূ সর্বে বিশেষাচ্চ পবিত্রকে । মহানবম্যাং দেবেশি কুমারীঞ্চ প্রপূজয়েৎ ॥

অর্থাৎ একবর্ষা কুমারীর নাম সন্ধ্যা । এইরূপে—দ্বিবর্ষা—সরস্বতী, তৃতীয়বর্ষা—ত্রিধামূর্তি, চতুর্বর্ষা—কালিকা, পঞ্চমবর্ষা—সুভগা, ষড়বর্ষা—উমা, সপ্তমবর্ষা—মালিনী, অষ্টমবর্ষা—কুজিকা । নবমবর্ষা—কালসন্দর্ভা, দশমবর্ষা—অপরাজিতা, একাদশবর্ষা—রুদ্রাণী, দ্বাদশবর্ষা—ভৈরবী, ত্রয়োদশবর্ষা—মহালক্ষ্মী, চতুর্দশবর্ষা—পীঠনায়িকা, পঞ্চদশবর্ষা—ক্ষেত্রজ্ঞা ও ষোড়শবর্ষা অঘিকা নামে খ্যাতা । এইক্রমে পূজা করিবেন । যতদিন কন্যা ঋতুমতী না হয়, ততদিন তাহাকে কুমারীরূপে পূজা করিবেন । বয়সভেদে নামকরণ না করিয়া পূজা করিলে নিষ্ফল হয় । মহানবমীতে অবশ্যই কুমারী পূজা করিবেন ।

প্রয়োগ—সুলক্ষণা কুমারীকে নববস্ত্র পরিধান করাইয়া আসনে বসাইয়া কুমারীর পাদদ্বয় ধৌতপূর্বক অলঙ্কার দ্বারা রঞ্জিত করিবেন । তাহার গলদেশে সুগন্ধ ফুলের মালা ও ললাটে সিন্দূর তিলক দিবেন ।

অতঃপর আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন, যথা—“ওঁ কর্তবেহ্মিন্ কুমারী পূজাকর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত । ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, পুণ্যাহম্ ॥ ওঁ কর্তবেহ্মিন্ কুমারী পূজাকর্মণি, ওঁ স্বস্তি, ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত । ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ॥ ওঁ কর্তবেহ্মিন্ কুমারী পূজাকর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তো, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত । ওঁ ঋদ্ধাতাম্, ওঁ ঋদ্ধাতাম্, ওঁ ঋদ্ধাতাম্ ॥” অতঃপর স্ববেদোক্ত বা যজ্ঞমানের বেদোক্ত মন্ত্রে স্বস্তিসূক্ত (পৃঃ ১২) পাঠ করিবেন । অতঃপর সঙ্কল্প করিবেন ।

সঙ্কল্প—তাহাপাত্র (কুশীতে) তিল, জল, হরীতকী, পুষ্প, কুশত্রিপত্রাদি লইয়া, উত্তরাস্যে বসিয়া, দক্ষিণ জানু পাতিত করিয়া সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি মহানবম্যাঙ্কিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসো বা) শ্রীভগবদ্গুর্গামহাপূজাকর্মণঃ পরিপূর্ণফলপ্রাপ্তিকামঃ কুমারী পূজনমহং করিষ্যে।” (পরার্থে—করিষ্যামি)। অতঃপর, স্ববেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবেন। অতঃপর গুরু গণেশাদিকে গন্ধপুষ্প দিয়া, পুষ্পাদি লইয়া কুমারীর ধ্যান করিবেন।

ধ্যান—“ওঁ বালরূপাঞ্চ ত্রৈলোক্যসুন্দরীং বরবর্ণিনীং। নানালঙ্কারভূষাঙ্গী ভদ্রবিদ্যাপ্রকাশিনীং॥ চারুহাস্যং মহানন্দহৃদয়াং শুভদাং শুভাম্। ধ্যায়েৎ কুমারীং জননীং পরমানন্দরাপিণীম্॥”

ধ্যানাঙ্কে প্রথমে কুমারীর হস্তে এক গণ্ডুষ জল দিবেন। মন্ত্র, যথা—“ঐং এতজ্জ্বলম্ ওঁ অমুক (বয়সানুসারে নাম) কুমার্যৈ নমঃ।” অতঃপর পাদাদি দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—“হ্রীং এতৎ পাদ্যং ওঁ অমুক কুমার্যৈ নমঃ। শ্রীং ইদমর্ঘ্যং ওঁ অমুক কুমার্যৈ নমঃ। হুং এষ গন্ধঃ ওঁ অমুক কুমার্যৈ নমঃ। হ্রীং এতৎ পুষ্পম্ ওঁ অমুক কুমার্যৈ নমঃ। হেঁসৌঃ এষ ধূপঃ ওঁ অমুক কুমার্যৈ নমঃ। হেঁসৌঃ এষ দীপঃ ওঁ অমুক কুমার্যৈ নমঃ। হেঁসৌঃ এতন্মৈবেদ্যম্ অমুক কুমার্যৈ নমঃ।” অতঃপর গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ঐ হ্রীং শ্রীং হুং হেঁসৌঃ কুলকুমারিকে হৃদয়ায় নমঃ। হেং বৈং হ্রীং শ্রীং স্বাহা শিরসে স্বাহা নমঃ। ওঁ শ্রীং শিখায়ৈ বষট্ নমঃ। ঐ কুলবাগীশ্বরী কবচায় হং নমঃ। ঐং কুলেশ্বরী নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নমঃ। হ্রীং অস্ত্রায় ফট্ নমঃ।”

অতঃপর—“ঐং সিদ্ধজায় পূর্ববক্ত্রায় নমঃ। ঐং জয়ায় উত্তরবক্ত্রায় নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং কুজিকে পশ্চিমবক্ত্রায় নমঃ। ঐং কালিকে দক্ষবক্ত্রায় নমঃ।” মন্ত্রে পূজাঙ্কে বারত্রয়

কুমারীকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—“ওঁ নমামি কুলকামিনীং পরমভাগ্য সন্দায়িনীং, কুমারী রতিচাতুরীং সকলসিদ্ধি-মানন্দিনীম্॥ প্রবালগুটিকাক্ষজং রজতরাগবস্ত্রাঙ্কিতাং, হিরণ্যতুলভূষণাং ভুবনবাক্কুমারীং ভজে॥” প্রণামান্তে দক্ষিণান্ত করিবেন।

দক্ষিণান্ত—দক্ষিণা দ্রব্য একটি পাত্রে রাখিয়া—“বং এতস্মৈ রজতায় (স্বর্ণায়, মৌক্তিকায় বা) নমঃ।” মন্ত্র তিনবার কুশোদকে অভ্যক্ষণ করতঃ “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ রজতায় (স্বর্ণায়, মৌক্তিকায় বা) নমঃ।” মন্ত্রে উহাতে গন্ধপুষ্প দিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ” মন্ত্রে নারায়ণোদ্দেশে গন্ধপুষ্প দিয়া, “এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় অমুক কুমার্যৈ নমঃ। অতঃপর উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লপক্ষে মহানবম্যাঙ্কিথৌ (তৎকালীন তিথি উল্লেখ্য) অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্গুর্গামহাপূজাদি কর্ম-পরিপূর্ণফলপ্রাপ্তিকামনয়া কৃতৈতৎ কুমারী পূজন কর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং রজতং (স্বর্ণং, মৌক্তিকং বা) শ্রীবিষ্ণুদেবতম্ যথাসম্ভব গোত্রনাম্নৌ অমুক কুমার্যৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে। (পরার্থে—দদানি)।” এইরূপে উৎসর্গ করিয়া কুমারীর হস্তে দিবেন। অতঃপর কুমারীকে যাহা পরিচ্ছদাদি দিবার দিয়া তৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইবেন।—ইতি কুমারী পূজা।

বিঃ দ্রঃ—হোম শেষে কুমারীর পূজা কর্তব্য। হোমের পূর্বে কুমারী পূজা ঠিক নহে।

দক্ষিণান্ত বিধি

মূলদক্ষিণা—প্রথমে দক্ষিণার অর্চনা করিবেন। যথা—“ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ।” এই মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে তিনবার কুশোদকে অভ্যক্ষণ করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ।” “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ বিষুবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ শ্রীভগবদ্গুর্গাদেবো নমঃ।” অতঃপর উৎসর্গ করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরৌ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লপক্ষে মহানবম্যাতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ দেবশর্মা শ্রীভগবদ্গুর্গা শ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ বার্ষিক শরৎকালীন দুর্গামহাপূজাকর্মণঃ সাক্ষ্যতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্ অর্চিতম্ শ্রীভগবদ্গুর্গাদেবৌ তুভ্যমহং সম্প্রদদে ॥ (পরার্থে—দদানি)।”

ব্রাহ্মণাদির দক্ষিণা—সমস্তই উপরোক্ত নিয়মে অর্চনাদি করিবেন। উৎসর্গ বাক্য—“বিষ্ণুরৌ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লপক্ষে মহানবম্যাতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য সঙ্কল্পিত) বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্গুর্গা মহাপূজাকর্মণি পূজক কর্মণঃ সাক্ষ্যতার্থং (তদ্ব্যধারক হইলে—তদ্ব্যধারককর্মণঃ, চণ্ডীপাঠক হইলে—দেবীমাহাত্ম্য পাঠক কর্মণঃ) সাক্ষ্যতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং (রজতখণ্ডং বা) শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্ অর্চিতম্ অমুকগোত্রায় (তদ্ব্যধারক হইলে—তঁহার নাম গোত্র উল্লেখ্য দেবীমাহাত্ম্য পাঠক হইলে—তঁহার নাম গোত্র উল্লেখ্য) শ্রীঅমুক দেবশর্মণে ব্রাহ্মণায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে। (পরার্থে—দদানি)।” ব্রাহ্মণগণ “স্বস্তি” বলিয়া গ্রহণ করিবেন অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।

বিজয়া দশমী কৃত্য

দশমী দিবসে কৃতনিত্যক্রিয় পূজক পঞ্জিকা নির্দিষ্ট শুভ সময়ে, আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, সামান্যার্থ্য ও বিশেষার্থ্য স্থাপনাদি কর্ম সমাপ্ত করিয়া দেবীর ধ্যানান্তে ষোড়শোপচার, দশোপচার বা পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক দধিকরস্ব (চিপটিকাদি) নিবেদন করিয়া করযোড়ে—“ওঁ দুর্গাং শিবাং” ইত্যাদি প্রদক্ষিণ স্তোত্রম্ (পৃঃ ৯১ পং ৬) পাঠ করিয়া প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবেন।



যোনিমুদ্রা



সংহার মুদ্রা

প্রার্থনা মন্ত্র—“ওঁ বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং যদর্চিতম্। পূর্ণং ভবতু তৎসর্বং ত্বং প্রসাদাৎ মহেশ্বরী ॥”
অতঃপর ঘটে হস্ত দিয়া—“হ্রীং ওঁ দুর্গে দেবি ক্ষমস্ব” বলিয়া ঘট কিঞ্চিৎ চালিত করিবেন। অতঃপর যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া সংহারমুদ্রা দ্বারা নির্মাল্য পুষ্প গ্রহণ করিয়া—“ওঁ উত্তরে শিখরে দেবী ভূম্যাং পর্বতবাসিনী। ব্রহ্মাযোনি সমুৎপন্নে গচ্ছদেবি মমাস্তরম্ ॥” মন্ত্র পাঠান্তে ঈশানকোণে নিম্নমুখ ত্রিকোণমণ্ডলোপরি স্থাপন করিয়া—“ওঁ নির্মাল্যবাসিন্যৈ নমঃ।” মন্ত্রে পূজাপূর্বক “ওঁ চৈশ্বর্যৈ নমঃ” মন্ত্রে চৈশ্বরীর পূজা করিবেন। অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনম্। বিসর্জনং ন জানামি ত্বং গতি পরমেশ্বরী ॥ ওঁ কায়েন মনসা বাচা ত্বন্তো নান্যা গতির্মম। অন্তঃস্মারেন ভূতানাং ত্বং গতি পরমেশ্বরী ॥ ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদভবেৎ। তৎসর্বং ক্ষম্যতাং দেবি কস্য ন স্থলিতং মনঃ ॥”

অতঃপর দেবীর আসন ধরিয়া পাঠ করিবেন।—“ওঁ উত্তিষ্ঠ দেবী চামুণ্ডে শুভাং পূজাং প্রগৃহ্য চ। কুরুষ্ব মম কল্যাণ মষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ ॥ ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবি চণ্ডিকা। ব্রজশ্রোতা জলে বৃন্দ্যৈ তিষ্ঠ গেহে

চ ভূতলে ॥ ওঁ দুর্গে দেবি জগন্মাতঃ স্বস্থানং গচ্ছ পূজিতে। সম্বৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ ॥ ইমাং পূজাং মহাদেবি ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতং। রক্ষার্থস্তু সমাদায় ব্রজ স্বস্থান মুত্তমং ॥ ওঁ যথাশক্তি কৃতা পূজা সমস্তাঃ শঙ্করপ্রিয়ে। গচ্ছন্তু দেবতাঃ সর্বা দত্তা তু বাঞ্ছিতং বরম্ ॥ কৈলাস শিখরে রম্যে সংস্থিতা ভবসন্নিধৌ। পূজিতাসি ময়া ভক্ত্যা নবদুর্গে সুরার্চিতা ॥ তাং প্রগৃহ্য বরং দত্ত্বা কুরু ক্রীড়া যথাসুখম্। যন্ময়োপহতং কিঞ্চিৎ বস্ত্রগন্ধানুলেপনম্ ॥ তৎসর্বমুপভূজ্য ত্বং গচ্ছ দেবি যথাসুখম্। ওঁ রজ্যং শূন্যং গৃহং শূন্যং সর্বশূন্যা দরিদ্রতা। ত্বামৃতে ভগবত্যস্ব কিং করোমি বদস্ব তৎ ॥” অতঃপর “ওঁ পূজিত দেবতাঃ ক্ষমধ্বম্।” বলিয়া বিসর্জন করিবেন।

অতঃপর—“ওঁ নিমজ্জ্যাস্তসি সম্পূজ্য পত্রিকা বর্জিতা জলে। পুত্রায়ুর্ধন বৃদ্ধার্থং স্থাপিতাসি জলে ময়া ॥” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক জলমধ্যে প্রতিমা বিসর্জন করিবেন। প্রচলিত

প্রথানুসারে মৃৎপাত্রস্থ জলে দর্পণ বিসর্জনও করিতে পারেন। তৎপরে কুলাচারানুসারে অপরাজিতা পূজা করিবেন। অতঃপর শান্তি আশীর্বাদ করিয়া প্রশস্তি বন্দন ও অচ্ছিদ্রাবধারণ এবং বৈশুণ্য সমাধান করিবেন।—ইতি বিজয়া দশমী কতাম্।

শান্তিমন্ত্র বৈদিক শান্তিমন্ত্র

সামবেদীয়—“ওঁ কয়া ন শিচত্র ইত্যস্য মহাব্যমদেব্যঋষির্বিরাড্ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা শান্তিকর্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়া ন শিচত্র আভুবদুতী সদাব্ধঃ সখা। ওঁ কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা। কস্তাসত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো-মংসদন্ধসঃ। দৃঢ়াচিদারুজে বসু ॥ ওঁ অভী যু ণ সখীনাম্ অবিতা জরীতৃণাং শতং ভবা স্যুতয়ে ॥ ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি ॥ দৌঃ শান্তি, অন্তরীক্ষং শান্তি, পৃথিবীং শান্তি, আপোঃ শান্তি, ওষধয়ো শান্তি, বনস্পত্যঃ শান্তিঃ, ব্রহ্মাং শান্তি, সর্বং শান্তি, শান্তিরেব শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ ॥”

যজুর্বেদীয় শান্তি—“ওঁ ঋচং বাচং প্রপদ্যে, মনোযজুঃ প্রপদ্যে, সামপ্রাণং প্রপদ্যে, চক্ষু শোত্রং প্রপদ্যে, বাগৌ যঃ সহজো ময়ি। প্রাণাপানয়োৰ্যম্বেচ্ছিদ্রং চক্ষুষো-হৃদয়স্য ব্যতিতীর্ণং বৃহস্পতির্মদধাতু শন্নোভবতু ভুবনস্য যস্পতি ॥ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্যো হরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ॥ ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ ॥” তিনবার এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক তিনবার শান্তিবারি দিবেন।

ঋগ্বেদীয় শান্তি—“ওঁ সন্দলী পাবয়ন্তে তনুঞ্চয়তি বচো যথা। আভ্যাবস্তং যথাবস্তং যত্র বেদম্ ইতি ব্রুবন্। যায়াকেতুং পুরস্পৃহং ভারতী ব্রহ্মবর্দ্ধিনী ॥ সন্ জনানাম্ অভিহিতো যত্রবেদম্ ইতি ব্রুবন্ ॥ ওঁ ইন্দ্রস্তং কিং বিভুং প্রভূর্ভানু নাম সরস্বতীম্। যেন সূর্য্যম অরোচয়ং যেনোমোরোদসী উভে ॥ ওঁ জুষস্বাশ্বে অঙ্গীরস কাষং মেধাতিথিম্ আত্মসোমস্যববৃহৎ শোতসুর্মধ্যমোত্তমঃ। যুষস্বাশ্বে অঙ্গীরসঃ শোতসুর্দ্যেবরীতমঃ। অশান্ত মশাস্তমভিঃ শান্তে স্বস্তিম্ অকুবর্ত ॥ ওঁ শন্ন কণিকৃদন্ দেব পর্যন্যা হভিবর্ষতু ॥ ওঁ ওষধয়ঃ প্রদীপয়স্তাং শন্নোদ্যাবা পৃথিবীশং প্রজাভ্যঃ শন্নোহস্ত দ্বিপদেশং চতুষ্পদে ॥ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ

স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তিনস্তাক্ষ্যো হরিত্তনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ॥” তিনবার মন্ত্র পাঠ পূর্বক শান্তি দিবেন।

তাত্ত্বিক শান্তিমন্ত্র—“ওঁ সুরাস্তাম্ অভিষিঞ্চন্ত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদয়। বাসুদেব জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণঃ বিভূঃ॥ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্ত বিজয়ায় তে॥ ১ ॥ ওঁ আখণ্ডলো হৃদির্ভগবান্ যমোবৈ নৈঋতস্তথা। বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাত্মকস্তথা শিবঃ॥ ব্রহ্মণাসহিতঃ শেষো দিকপালাঃ পান্ডব তে সদা॥ ২ ॥ ওঁ কীর্ত্তির্লক্ষ্মী-ধৃতির্মধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধাক্ষমামতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তি স্তুতিঃ কান্তিঃ মাতরঃ। এতাস্তাম্ অভিষিঞ্চন্ত ধর্মপত্ন্যাঃ সমাগতাঃ॥ ৩ ॥ ওঁ আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বৃধজীবসিতার্কজাঃ। গ্রহস্তুাম্ অভিষিঞ্চন্ত রাহু কেতুশ্চ তপিতাঃ॥ ৪ ॥ ওঁ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ। দেবপত্ন্যা ধ্রুবানাগা দৈত্যাস্চাপ্ সরসাংগণাঃ॥ অস্ত্রাণি সর্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ। ওষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে॥ সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। দেব-দানব-গন্ধর্বা-যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ॥ এতেহাম্ অভিষিঞ্চন্ত ধর্মকামার্থ সিদ্ধয়ে॥ ৫ ॥ উক্ত পাঁচটি মন্ত্রের প্রত্যেক মন্ত্র পাঠ শেষে—“ওঁ শান্তি” বলিয়া শান্তিবারি দিবেন।

পঞ্চগমূত শোধন মন্ত্র

পঞ্চগমূত দ্রব্য—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও শর্করা (চিনি)। এই দ্রব্যগুলির মধ্যে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত স্বশাখোক্ত পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্রে শোধন করিবেন। মধু এবং শর্করা শোধন মন্ত্র পৃথক, তাহা দেওয়া হইল।

মধুশোধন—“ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধবীনঃ সন্তোষধীঃ। মধুনক্তম্ উভোষষো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদৌর হস্ত নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্নোবনস্পতি মধুমী হস্ত সূর্য্যো। মাধবীর্গাবো ভবন্ত নঃ॥ ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু॥”

শর্করা শোধন—পঞ্চগব্যে কুশোদক দান মন্ত্রে শর্করা শোধন করিবেন।

অপরাজিতা পূজা

বিজয়া দশমী দিবসে কুলাচার অনুসারে দেবীর বিসর্জনের পর বিজয় কামনায় এই পূজা করিতে হয়।

প্রথমে রক্তচন্দন লিপ্ত তাম্রপাত্রে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিয়া তদুপরি মূলসহ শ্বেত অপরাজিতা লতা স্থাপন পূর্বক—আচমন, বিষ্ণুস্মরণাদি করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন। যথা—“ওঁ কর্তব্যেহস্মিন্ গণপত্যাди नानादेवता पूजा पूर्वक अपराजिता पूजा कर्मणि, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্ ॥ ওঁ কর্তব্যেহস্মিন্ গণপত্যাди नानादेवता पूजा पूर्वक अपराजिता पूजा कर्मणि, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ॥ ওঁ কর্তব্যেহস্মিন্ গণপত্যাди नानादेवता पूजा पूर्वक अपराजिता पूजा कर्मणि, ওঁ স্বদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বদ্ধ্যতাম্, ওঁ স্বদ্ধ্যতাম্, ওঁ স্বদ্ধ্যতাম্ ॥” অতঃপর স্ব বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত (পৃঃ ১৪) পাঠপূর্বক সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—তাম্রপাত্রে কুশ, তিল, জল, হরীতকী, আতপ তণ্ডুল ও পুষ্প লইয়া বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক—উত্তরাস্যে বসিয়া সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসং অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লে পক্ষে দশম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) বিজয়লাভ কামো অপরাজিতা পূজনমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)। অতঃপর স্ব বেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত (পৃঃ ১৬) পাঠপূর্বক গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা পূর্বক “এং” মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া, করন্যাস করিবেন। যথা—“ওঁ আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, উং মধ্যমাভ্যাং বষট্, এং অনামিকাভ্যাং হুং, ওং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, অং করতলপৃষ্ঠাভ্যামদ্বয় ফট্ ॥”

অঙ্গন্যাস—“ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ, ঈং শিরসে স্বাহা, উং শিখায়ৈ বষট্, এং কবচায় হুং, ওং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, অং করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অদ্বয় ফট্ ॥” অতঃপর ঋষ্যাদিন্যাস করিবেন।

ঋষ্যাদিন্যাস—(শিরসি)—ওঁ বেদব্যাস ঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—অনুষ্টিভৃন্দসে নমঃ। (হৃদি)—ওঁ অপরাজিতায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। (গুহ্যে)—ওঁ ঐং
বীজায় নমঃ। (পাদয়োঃ)—ওঁ হ্রীং শক্তয়ে নমঃ। (সর্বাস্ত্রে)—ওঁ ঐং কীলকায় নমঃ।” অতঃপর দেবীর ধ্যান করিবেন।

ধ্যান—“ওঁ নীলোৎপলদলশ্যামাং ভূজগাভরণোজ্জ্বলাম্। বালেন্দুমৌলিনীং দেবীং নয়নত্রিয়াষিতাম্ ॥ শঙ্খচক্রধরাং দেবীং বরদাং ভয়নাশিনীম্। পীনোত্তুঙ্গ
স্তনাং শ্যামাং বরপদ্মসুমালিনীম্ ॥”

এইরূপে ধ্যান পূর্বক, মানসপূজা করিয়া—“ওঁ ঐং অপরাজিতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিধাস্থ, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম
পূজাং গৃহাণ ॥” এইক্রমে আবাহন পূর্বক পুনর্ধ্যান করতঃ—“ওঁ হ্রীং অপরাজিতায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে ষোড়শোপচারে বা যথাশক্তি উপচারে দেবীর পূজা
করিবেন। অতঃপর “ওঁ হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীর ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন। অতঃপর করযোড়ে প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবেন।

প্রার্থনা মন্ত্র—“ওঁ চারুণা মুখপদ্মেন বিচিত্র কনকোজ্জ্বলা। জয়া দেবি শিবে ভক্ত্যা সর্বান্ কামান্ দদাতু মে ॥ ওঁ কাঞ্চনেন বিচিত্রেণ কেয়ুরেণ বিভূষিতা।
বিজয়া চ মহাভাগা করোতু বিজয়ং মম ॥ ওঁ হারেণ সুবিচিত্রেণ ভাস্বং কণকমেখলা। অপরাজিতা রুদ্রলতা করোতু বিজয়ং মম ॥ সর্বকামার্থ সিদ্ধ্যর্থং তস্মাত্ত্বং
ধারয়াম্যহং। পূজিত্বয়ি শ্রেয়োদেবি মমাস্তু দূরিতং হতঃ। প্রসন্নার্থা ভবেয়ুর্মে ধনধান্য সমৃদ্ধয়ঃ ॥” অতঃপর ক্ষমস্ব মন্ত্রে এক গণ্ডুষ জলদ্বারা বিসর্জন করিয়া,
অপরাজিতা লতাকে দেবীরূপে চিত্তা পূর্বক অভিলষিত ফল লাভ কামনায় দক্ষিণ করে ধারণ করিবেন।

ধারণ মন্ত্র—“ওঁ জয়দে জয় দেবি ত্বং দয়াধারে হপরাজিতে। ধারয়ামি ভুজে দক্ষে জয়লাভাদিবৃদ্ধয়ে ॥ বলমাধেহি বলয় ময়া শত্রোঃ পরাজয়ং। উদ্ধারণাদ্
ভবেয়ুর্মে ধনধান্যাদি সম্পদ ॥”
অনন্তর দক্ষিণাস্ত, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।—ইতি অপরাজিতা পূজা।

শ্রীশ্রীদুর্গার স্তুতি :

নারদ উবাচ ॥ ওঁ ভগবতি ভয়োচ্ছেদে কাত্যায়নি চ কামদে । কৌশিকি ত্বং মহেশানি কালিকে ত্বাং নমাম্যহম্ ॥ প্রচণ্ডে পুত্রদে দেবি সুপ্রীতে সুবনায়িকে । কুলোদ্যতকরে চোগ্রে পার্বতী ত্বং প্রসীদ মে ॥ দুর্গোত্তারিণি দুর্গে ত্বং সর্বাশুভ নিবারিণি । সর্ব সর্বার্থদে দেবি ভব ত্বং বরদা মম ॥ চণ্ডোগ্রে বরদে দেবি প্রচণ্ডে বিজয়প্রদে । ধর্মার্থকামদে দেবি কাত্যায়নি নমো হস্ততে ॥ জন্মান্তরসহস্রেষু তির্য্যগ্‌যোনিগতস্য চ । অঘং সংহর মে দেবি জ্ঞানতো হ জ্ঞানতঃ কৃতম্ ॥ শান্তিপুষ্টিপ্রদে দেবি মাতস্ত্রৈলোক্যতারিণি । নমস্যামি জগদ্ধাত্রি ত্বামহং বিশ্বভাবিনি ॥ নমস্তে হস্ত শিবে দেবি সর্বব্যাপিনি শঙ্করি । নিজধর্মাদিকং কাম্যং কল্যাণঞ্চ প্রদেহি মে ॥ সর্বেষাং নাথভূতাসি ত্বমৌবৈকাকিনী যতঃ । তস্মান্নমামি দেবেশি প্রসন্না বরদা ভব ॥ ইয়ং সর্বেশ্বরীপূজা যন্ময়া দেবি তে কৃত্য । পূর্ণা ভবতু সা সর্বা ত্বং প্রসাদান্মহেশ্বরী ॥ জাতস্য জায়মানস্য গর্ভস্থস্য চ দেহিনঃ । মা ভূগুত্র কুলেজন্ম যত্র দেবীনে চণ্ডিকা ॥ ওঁ ॥—ইতি দুর্গাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

এই স্তোত্রটি মহাষ্টমী পূজার পর পাঠ করিবেন ।

শ্রীশ্রীদুর্গাস্তকম্

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে, নমস্তে জগদ্বন্দ্য পদারবিন্দে । নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥১॥ নমস্তে জগচ্ছিত্ত্যমান

স্বরূপে, নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে। নমস্তে সদানন্দনন্দ স্বরূপে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥২॥ অনাথস্য দীনস্য তৃণতুরস্য, ক্ষুধার্তস্য ভীতস্য বদস্য
জন্তোঃ। ত্বমেকা গতিদেবি নিস্তারদাত্রি, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৩॥ অরণ্যে রণে দারুণে শক্রমধ্যেহনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে। ত্বমেকা গতিদেবি
নিস্তারহেতু, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৪॥ অপারে মহাদুস্তরে হত্যস্তঘোরে, বিপৎসাগরে মজ্জস্তাং দেহভাজাম্। ত্বমেকা গতিদেবি নিস্তারনৌকা, নমস্তে
জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৫॥ নমস্চণ্ডিকে চণ্ডদোদণ্ডলীলা, সমুৎখণ্ডিতাখণ্ডলা শেষভীতে। ত্বমেকা গতিবিঘ্নসন্দোহহস্তী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৬॥
নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাভে, সরস্বতীরুদ্ধন্ত্যমোঘস্বরূপে। বিভূতি শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৭॥ ত্বমেকাজিতা-
রাধিতাসত্যবাদিন্যমেয়াজিতা ক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা। ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুমা চ নাভী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৮॥ শরণমপি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং,
মুনিদনুজনাণাং, ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাম্, নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিত্তাসিতানাং। ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ ॥ ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্তমাপদদ্বারহেতুকং।
ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা পঠনাদেব সঙ্কটং ॥ মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভুবি স্বর্গে রসাতলে। সমস্ত শ্লোকমেকং বা যঃ পঠেৎ ভক্তিতঃ সদা। স সর্ব দুষ্কৃতিং তীৰ্ত্তা
প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং ॥ পঠনাদস্য দেবেশি কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে। স্তব রাজমিদং দেবি সংক্ষেপাৎ কথিতং ত্বয়ি ॥—ইতি বিশ্বসারে আপদদ্বার কল্পে
দুর্গাস্তবরাজঃ সমাপ্তম্।

দুর্গাপরাধক্ষমাপণ স্তোত্রম্

শিশৌনাসীদ বাক্য জননি তব মন্ত্ৰং প্রজপিতুং, কিশোরে বিদ্যায়াং বিষম বিষয়ে তিষ্ঠতি মনঃ। ইদানীং ভীতো হৃথঃ মহিষগলঘণ্টাঘনরবাদ্, নিরালম্বো
লম্বোদর জননি কং যামি শরণং ॥১॥ হরি শেষেণু কমলজো নাভিকমলে সমাধৌসংলীনঃ, পুরমথনদেবঃ প্রতিদিনম্। ভবাষ্টীতোমাতঃ পদকমলযুগ্মং তব বিনা

নিরালম্বো লম্বোদর জননি কং যামি শরণং ॥২॥ পরিত্যস্ত্রীদেবা বিবিধসেবাকুলতয়া ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমপভীতে ভুবয়সী। ইদানীং মে মাতস্তব যদি কৃপা
নাপি ভবিতা। নিরালম্বো লম্বোদর জননি কং যামি শরণং ॥৩॥ নামে বাক্যং যুক্তং নহি যদনুরক্তং জপবিধৌ ন পূজায়াং ধ্যানে ধরগিধর কন্যে মম মনঃ। প্রসীদ
ত্বং মাতগুণরহিত পুত্রে হৃদিকদয়া, নিরালম্বো লম্বোদর জননি কং যামি শরণং ॥৪॥ স্বয়ম্ভুত্বং পদাম্বুজ ভজন কঠৈব জগতাম্, অভুংকর্তা ভর্তা হরিরপি
তথৈবাস্য জগতঃ। সদা সঙ্গী শম্ভুঃ পদকমলম্ এতাদৃশম্, ঋতে নিরালম্বো লম্বোদর জননি কং যামি শরণং ॥৫॥ মহাদেবদীনো নিজভরণচেষ্ঠাং প্রকুরুতে
বিধিঃ, সন্ধ্যাসক্তো হরিরপি চ পেপীহতমনাঃ। জগন্মাতর্দুর্গে যদি শিশুদয়ায়াং নহিমনো, নিরালম্বো লম্বোদর জননি কং যামি শরণং ॥৬॥ ন মন্ত্ৰং ন যন্ত্রং
তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো। নাচাহানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাম্। ন জানে মুদ্রাং তে তদপি চ ন জানে বিলপনং, পরং জানে মাতস্তদনুশরণং
ক্লেশহরণং ॥৭॥ পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি বহবঃ সন্তি কৃতিনঃ পরং, তেষাং মধ্যে বিরলতরলো হৃৎ তবসুতঃ। মদীয়ো হৃৎ ত্যাগঃ সমুচিত কৃতির্গো তব শিবে,
কুপুত্রোজায়তে কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥৮॥ জগন্মাতর্মাতস্তব চরণ সেবা ন রচিতা নবাদন্তং, দেবি দ্রবিণমপি ভূয়স্তবময়া। তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি
নিরূপমং, যৎপ্রকুরুষে কুপুত্রোজায়তে কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥৯॥ বিধেরজ্ঞানেন দ্রবিণ বিরহেণা লসতয়া, বিধেয়াশক্যত্বাং তব চরণয়োবিচ্যুতিরভু।
তদেতৎ ক্ষমন্তব্যং জননি সকলোদ্ধারিণি শিবে, কুপুত্রো জায়তে কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥১০॥ চিত্তাভ্যম্বলোপো গরলমশনং দিকপটোধরো জটধারী, কঠৈ
ভুজগপতিহারি পশুপতিঃ ॥ কপালী ভূতেশোভজাত জগদীশৈক পদবীং, ভবানি তৎ পাণি গ্রহণ পরিপাটী ফলমিদম্ ॥১১॥ ন মোক্ষস্যাশঙ্ক্য ন চ বিভববাঙ্ক্যপি
হদি মে, ন বিজ্ঞানপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ। অতস্ত্বাং সংযাচে জননি জননং যাতু মম বৈ মৃড়ানী, রুদ্রাণি শিব শিব ভবানিতি জপতঃ ॥১২॥ স্বপাকে
জল্লাকো ভবতি মধুপাকোম গিরা নিরাতঙ্করেক্কাবিহরতি চিরং কোটি কনকৈঃ। তবাপর্ণে কণবিশতি মধুবর্ণে ফলমিদং জনাঃ, কে জানতে জননি জপবিধৌ ॥১৩॥
নারাধিতাসিগ্নিধিনা বিবিধপচারৈঃ, কিরুক্ষচিহ্ননপরে ন কৃতং বচোভিঃ। শ্যামে ত্বমেব যদি কিং চ ন ময়ানাথে ধংসে, কপাম্ উচিতম্ অশ্বপরং তবৈব ॥১৪॥

আপংসুমগ্নং স্মরণং হৃদীয় করোমি দুর্গে করুণাণবিশি। নৈতচ্ছঠং মম ভাবয়েথাঃ ক্ষধাতৃষ্ণার্থাজননীং স্মরন্তি ॥১৫॥ জগদস্ব বিচিত্রম্ অত্র কিং পরিপূর্ণা করুণাস্তি চেন্ময়ি। অপরাধ পরম্পরাবৃতং নহি মাতা সমুপেক্ষতে সূতম্ ॥১৬॥ মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপয়ী ত্বং সমা ন হি। এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথাযোগ্যং তথা কুরু ॥১৭॥—ইতি দুর্গাপরাধক্ষমাপণ স্তোত্রম্।

দুর্গা কবচম্

ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্বসিদ্ধিদম্। পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ ॥ অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি দুর্গামন্ত্রঞ্চ যো জপেৎ। স নাপ্নোতি ফলং তস্য পরে চ নরকং ব্রজেৎ ॥ ইদং গুহ্যতমং দেবি কবচং তব কথ্যতে। গোপনীয়ং প্রযত্নেন সাবধানা বধারয় ॥ উমা দেবী শিরঃ পাতু ললাটং শূলধারিণী। চক্ষুযী খেচরী পাতু কর্ণৌ চ দ্বারবাসিনী ॥ সুগন্ধা নাসিকাং পাতু বদনং সর্বসাধিনী। জিহ্বাঞ্চ চণ্ডিকা পাতু গ্রীবাং সৌভদ্রিকা তথা ॥ অশোকবাসিনী চেতো হ্রৌ বাহু বজ্রধারিণী। কটিং পাতু মহাবাগী জগন্মাতা স্তনদ্বয়ম্ ॥ হৃদয়ং ললিতা দেবি উদরং সিংহবাহিনী। কটিং ভগবতী দেবী দ্বাবরু বিষ্ণুবাসিনী ॥ মহাবলা চ জঙ্ঘেঘ দ্বৈ পাদৌ ভূতলবাসিনী। এবং স্থিতাসি দেবি ত্বং ত্রৈলোক্যরক্ষণায়িকৈ ॥ রক্ষ মাং সর্বগাত্রেষু দুর্গে দেবী নমো হস্ততে। ইত্যেতৎ কবচং দেবি মহাবিদ্যাফলপ্রদম্ ॥ যঃ পঠেৎ প্রাতরুখায় সর্বতীর্থ ফলং লভেৎ। যো ন্যসেৎ কবচং দেহে তস্য বিঘ্নং ন কুত্রচিৎ। ভূতপ্রেত পিশাচেভ্যো ভয়স্তস্য ন বিদ্যতে ॥ রণে রাজকূলে বাপি সর্বত্র বিজয়ী ভবেৎ। সর্বত্র পূজা মাপ্নোতি দেবীপুত্র ইব ক্ষিতৌ ॥—ইতি কুজিকাতন্ত্রে শ্রীদুর্গা কবচং সমাপ্তম্।

দুর্গোৎসবের ফর্দমালা

কল্লারঙ—সিদ্ধি, সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চপল্লব, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, ঘট ১, কুণ্ডহাঁড়ি ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, তীরকাঠি ৪, লালসূতা, আতপ চাউল ১ সরা, দ্বারঘট ২, কলাগাছ ২, সশীষ ডাব ৩, শিবের ধূতি ১, কল্লারঙের শাড়ী ১, চণ্ডীর শাড়ী ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প-বিশ্বপত্র-দুর্বাদি, ধূপ, দীপ, চন্দ্রমালা, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, নৈবেদ্য ৩, কুচানৈবেদ্য ১, আসনাসুরীয় ৩, মধুপর্কের কাংস্যবাটি ৩, ভোগের দ্রব্যাদি, আরত্রিকের দ্রব্যাদি।

নবপত্রিকার দ্রব্য—কলাগাছ, কচুগাছ, হরিদ্রাগাছ, জয়ন্তী গাছ, বিশ্বশাখা, ডালিম-ডাল, অশোক-শাখা, মানকচু গাছ, ধানগাছ, অপরাজিতা-লতা, লালসূতা, আলতা, পটুরজ্জু ৯ গাছা, কলাপেটো, প্রতিপদ হইতে পঞ্চমী পর্যন্ত কেশসংস্কার দ্রব্যাদি। যথা—প্রতিপদে—চিরুণী ১, মাথাঘষা দ্রব্য ১ গ্রন্থ। দ্বিতীয়ায়—কেশবন্ধন পট্টডোর। তৃতীয়ায়—আলতা, দর্পণ এবং সিন্দূর। চতুর্থীতে—কজ্জল, মধুপর্কের কাংস্যবাটি, স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্মিত তিলক। পঞ্চমীতে—চন্দনপাত্র সহ চন্দন ও আধার সহ পুষ্পমালা।

বোধনের দ্রব্য—যুগ্ম ফলসহ বিশ্বডাল ১, ঘট ১, আতপ চাউল ১ সরা, গামছা ১, সশীষ ডাব ১, তীরকাঠি ৪, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চপল্লব, বোধনের শাড়ী ১, বিশ্বধূতি ১, আসনাসুরীয় ২, মধুপর্কের কাংস্যবাটি ২, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, পুষ্প-তুলসী-দুর্বা-বিশ্বপত্রাদি, ধূপ, দীপ, তিল, হরীতকী, নৈবেদ্য ২, মাষকলাই, শ্বেতসর্বপ, কুচানৈবেদ্য ১, ছুরি ১, চন্দ্রমালা, ভোগের দ্রব্যাদি, আরত্রিকের দ্রব্যাদি।

আমন্ত্রণের দ্রব্য—আমন্ত্রণের শাড়ী ১, আসনাসুরীয় ১, মধুপর্কের কাংস্যবাটি ১, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, পুষ্প তুলসী-দুর্বা-বিশ্বপত্রাদি, নৈবেদ্য ১, তিল, হরীতকী।

প্রশস্তিপাত্র (বরণডালা)—মহী (গঙ্গা বা শুদ্ধমুন্ডিকা), গন্ধ (চন্দন), শিলা (নুড়ি), ধান্য, পুষ্পাদি, দুর্বা, ফল (অখণ্ড কলাছড়া), দধি, ঘৃত, স্বস্তিক (পিটলি), সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল (কাজল), রোচনা, চামর, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, আতপ চাউল, দর্পণ, দীপ, লৌহ, তীর, হরিদ্রাসূত্র।

সপ্তমী পূজার দ্রব্য—নারায়ণ, গুরু এবং পুরোহিত বরণ। ব্রহ্মা, হোতা, সদস্য ও আচার্যের বরণ বস্ত্র, বরণাদুরীয় ৭, বরণাসন ৭, যজ্ঞোপবীত ২০, তিল, হরীতকী, ঘট ২, পঞ্চপল্লব ২, পঞ্চশস্য, পঞ্চগুড়ি, সশীষ ডাব ২, পুষ্প, তুলসী, দুর্বা, বিশ্বপত্রাদি, আতপ চাউল ২ সরা, কুণ্ডহাঁড়ি ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, প্রধান দীপ ১, বেল ২, সিন্দুর, গামছা ২, আরতির গামছা ১, মাষকলাই, শ্বেতসরিষা, জ্বাপুষ্প, কুচা নৈবেদ্য ১, আসনাদুরীয় ৩০ বা ২০, মধুপর্কের কাংস্যবাটি ৩০ বা ২০, প্রধান নৈবেদ্য ১, নৈবেদ্য ৩০ বা ২০, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, নবপত্রিকার, দুর্গার, লক্ষ্মীর, সরস্বতীর এবং চণ্ডীর ও ধান্যলক্ষ্মীর শাড়ি ১টি করিয়া। কার্তিক, গণেশ, শিব, বিষ্ণু ও নবগ্রহের ধুতি ১টি করিয়া। ময়ূর, মুখিক, সিংহ, বৃষ ও নাগপাশের এবং মহিষাসুরের ধুতি বা গামছা, জয়া ও বিজয়ার শাড়ী, অর্ঘ্য, চন্দ্রমালা, পুষ্পমালা, বিশ্বপত্রমালা, জ্বাপুষ্পের মালা, থালা ১, ঘড়া ১, ঘট ১, লৌহ ১, শঙ্খ ১, নথ ১, ভোগের দ্রব্যাদি ও শয্যা দ্রব্য, আরতির দ্রব্যাদি।

মহান্নানের দ্রব্য—তৈল, হরিদ্রা, বিশ্বদত্তকাষ্ঠ ১, অষ্টকলস ৮, সহস্রধারা ১, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, পঞ্চকষায়, শিশিরোদক, ইক্ষুরস, নারিকেলোদক, সর্বোবাধি মহৌবাধি মিশ্রিত জল, পঞ্চশস্য মিশ্রিত জল, সাগরোদক, পদ্মরেণুদক, দুগ্ধ, মধু, অণুর, চন্দন, ঘৃত, চিনি, সপ্তসমুদ্রের জল, বৃষ্টির জল, সর্বতীর্থের জল, বেশ্যাদ্বার মূর্তিকা, গজদন্ত মূর্তিকা, বরাহদন্ত মূর্তিকা, চতুষ্পথ মূর্তিকা, রাজদ্বার মূর্তিকা, গঙ্গা মূর্তিকা, বন্দীক মূর্তিকা, বৃষশৃঙ্গ মূর্তিকা, নদীর উভয়কূল মূর্তিকা, পর্বত মূর্তিকা, তিলতৈল, বিষ্ণুতৈল।

মহাষ্টমীর দ্রব্যাদি—মহান্নানের দ্রব্য, দত্তকাষ্ঠ ১, পুষ্প প্রভৃতি, বস্ত্র, আসনাদুরীয়, মধুপর্কের কাংস্যবাটি ৩০ বা ২০। দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, নৈবেদ্য ৩৭, কুচানৈবেদ্য ১, থালা ১, ঘড়া ১, লোহা ১, শঙ্খ ১, নথ ১, সিন্দুর চুবড়ী, ভোগের দ্রব্যাদি।

দ্বিগুপ্তপূজা—পুষ্প-দুর্বা-বিশ্বপত্রাদি, পুষ্পমালা, স্বর্ণাসন ১, স্বর্ণাদুরীয় ১, মধুপর্কের কাংস্যবাটি ১, পাটের শাড়ী ১, থালা ১, ঘট ১, লোহা ১, শঙ্খ ১, নথ ১, ভোগের দ্রব্যাদি, শয্যা দ্রব্য, প্রদীপ ১০৮।

নবমীর দ্রব্য—মহান্নানের দ্রব্য, দত্তকাষ্ঠ ১, পুষ্প প্রভৃতি, পুষ্পমালা, বিশ্বপত্র মালা, বস্ত্রাদি সপ্তমীর ন্যায়, আসনাদুরীয় ৩৭ বা ২০, মধুপর্কের কাংস্যবাটি ৩৭ বা ২০, নৈবেদ্য ২৭, কুচা নৈবেদ্য ১, থালা ১, ঘট ১, সিন্দুর চুবড়ী, লোহা ১, নথ ১, ভোগের দ্রব্যাদি, বলির দ্রব্য (সপ্তমী ও নবমীতে)।

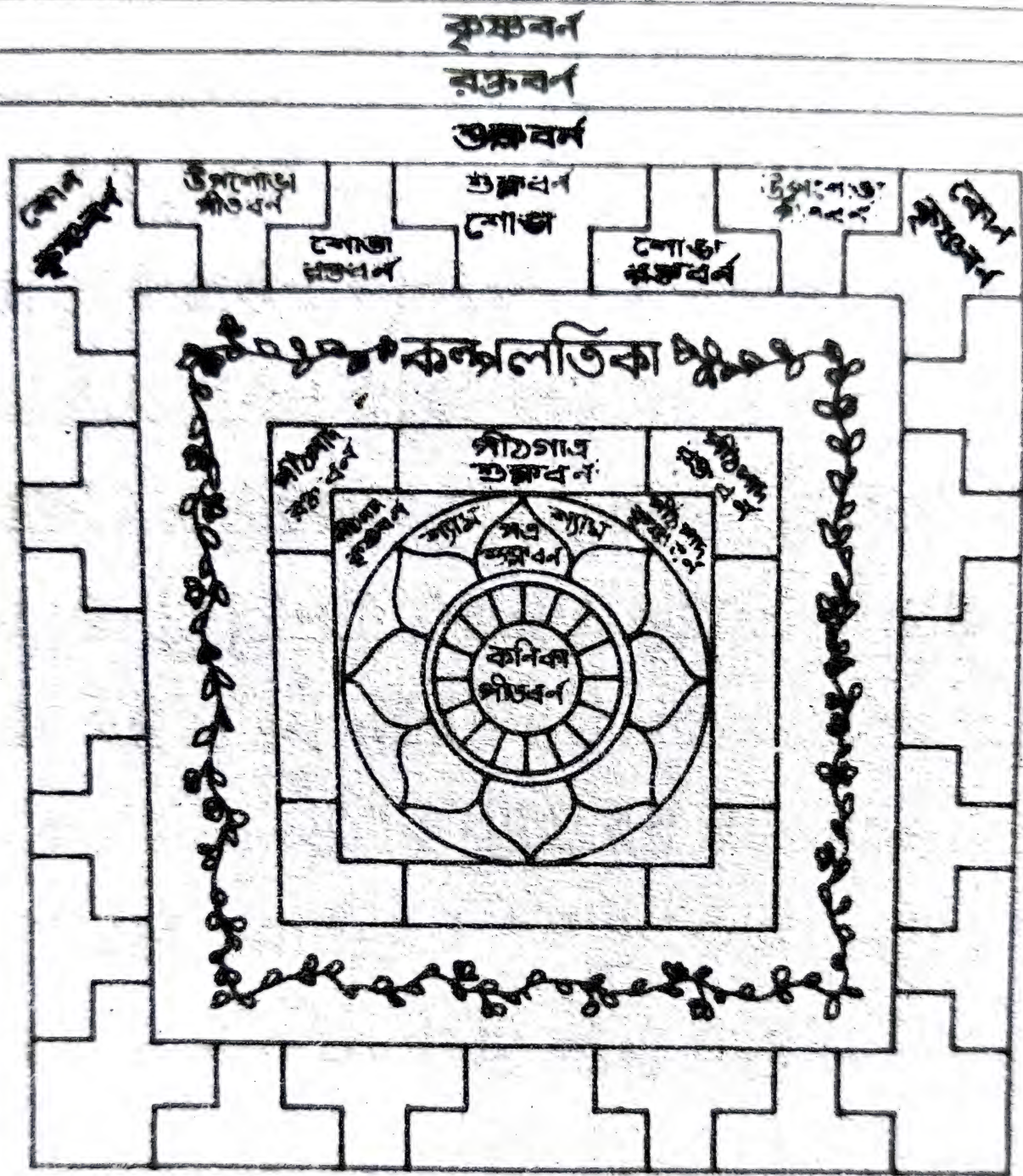
হোমের দ্রব্য—বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গোময়, কুশ, গব্যঘৃত, হোমের বিশ্বপত্র ১০৮, যজ্ঞডুমুর সমিধ ২৮, পূর্ণপাত্র ১, দক্ষিণা।

দশমী পূজা—সমস্ত দেবতার দশোপচার পূজা, পুষ্পাদি, নৈবেদ্য ১, ধুনা, দধি, মুড়কী, চিনি, মিষ্টান্ন, সিদ্ধি, পান। আচারানুসারে পর্য্যুসিত অন্ন (পান্তাভাত)।

কুমারী পূজার দ্রব্য—কুমারীর পরিচ্ছদাদি, দুধ, আলতা, শাড়ী, থালা, গলাস, বাটি, পুষ্পাদি, পুষ্পমালা, মিষ্টান্ন, নৈবেদ্য, গোটাফল ইত্যাদি, দক্ষিণা।

অপরাজিতা পূজা—রক্তচন্দন, শ্বেত, অপরাজিতা-লতা ১, পুষ্পাদি, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ১, দক্ষিণা।

সর্বভোক্তা মণ্ডল

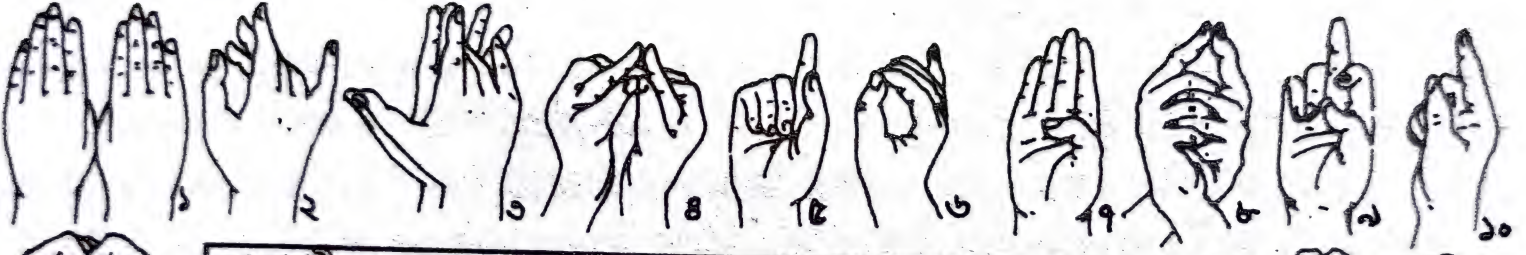


সর্বতোভদ্রমণ্ডল প্রস্তুত বিধি—পঞ্চগুড়ির সাহায্যে দৈর্ঘ্যে প্রাচীর এক হস্ত প্রমাণ সমচতুর্ভুজ মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে কোণাকুণি দুইটি রেখা অঙ্কন করিবেন। ইহাতে চারিটি কোণা হইবে। অতঃপর পুনরায় উক্ত চারিটি ঘরে কোণাকুণি রেখা করিয়া লইলে অঙ্কন সহজ হইবে। অতঃপর উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে দুইটি দুইটি করিয়া রেখা অঙ্কন করিবেন। এইরূপে বারবার কোণাকুণি রেখা ও মধ্যরেখা অঙ্কন করিয়া সর্বশুদ্ধ ২৫৬টি কোণায় ভাগ করিবেন। এবার মধ্যস্থলের ৩৬টি কোণা লইয়া একটি পদ্ম অঙ্কন করিয়া, তাহার বাহিরের পঙ্ক্তিতে বীথি, তাহার বাহিরে দ্বারের শোভা ও কোণ প্রস্তুত করিবেন। অতঃপর পদ্মের বাহিরের দ্বাদশাংশ ত্যাগ করিয়া অবশিষ্টাংশকে সমান তিনভাগে বৃত্তদ্বারা বিভাগ করিবেন। ইহার ১ম ভাগে কর্ণিকা, ২য় ভাগে কেশর এবং ৩য় ভাগে পদ্মের দল সকল অঙ্কন করিবেন। এইরূপে ৮টি দল অঙ্কন করিবেন। প্রতিটি পত্রের মূলভাগে দুইটি করিয়া ১৬টি কেশর হইবে। পরে চারিকোণে তিনটি তিনটি কোণায় পীঠকোণ অঙ্কিত করিবেন। অতঃপর পীঠক্ষেত্রের অবশিষ্টাংশ কোণায় পীঠপত্র অঙ্কন করিবেন। বাহিরের পঙ্ক্তি দুইটিতে বীথিস্থান প্রস্তুত করিবেন। অতঃপর চতুর্দিকের একেবারে বাহিরের পঙ্ক্তি দুইটির মধ্যস্থলে চারিটি কোণা ও তাহার উপরের পঙ্ক্তির দুইটি কোণা এই ছয় কোণা দ্বারা দ্বার অঙ্কন করিবেন। এবার ৩ + ১ চারি কোণায় শোভা; পুনরায় ৩ + ১ চারি কোণায় উপশোভা অঙ্কন করিবেন। অতঃপর ছয় কোণার চারিটি কোণা দ্বারা দ্বার অঙ্কন করিবেন। এবার ৩ + ১ চারি কোণায় উপশোভা অঙ্কন করিবেন। অবশেষে ৬ কোণায় চারিটি কোণ আঁকিবেন। এইরূপে চতুর্দিকে চতুর্দ্বার, দ্বারের উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া শোভা, শোভা দুইটির পাশে আবার দুইটি করিয়া উপশোভা অঙ্কন করিবেন। ইহাতে মোট চারিটি দ্বার, আটটি শোভা এবং আটটি উপশোভা অঙ্কিত হইবে। অতঃপর সর্ববাহিরে তিনটি রেখা অঙ্কন করিবেন। উহার একটি শ্বেতবর্ণ; দ্বিতীয়টি রক্তবর্ণ ও তৃতীয়টি কৃষ্ণবর্ণ হইবে।

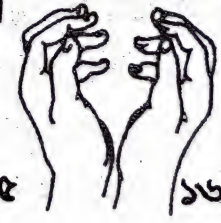
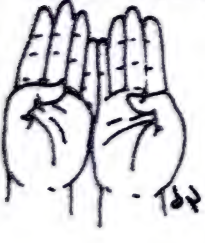
পঞ্চগুড়ি—শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, নীলবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ।

সর্বতোভদ্রমণ্ডলে পঞ্চগুড়ি ব্যবহার—প্রথমতঃ এক অঙ্গুলি উচ্চ শ্বেতবর্ণের এক হাত পরিমিত মণ্ডল করিবেন। কর্ণিকায় পীতবর্ণ, পত্র শুক্লবর্ণ, রক্তবর্ণ কেশর, পত্রসন্ধি নীলবর্ণ, দ্বার শ্বেতবর্ণ, কোণ কৃষ্ণবর্ণ, শোভা রক্তবর্ণ, উপশোভা পীতবর্ণ, পীঠগর্ভ কৃষ্ণবর্ণ, পীঠ শ্বেতবর্ণ ও সর্ববর্ণে অঙ্কিত করিবেন।

তদ্ব্যোক্ত মতে—কর্ণিকা—পীতবর্ণ, পত্র—রক্তবর্ণ, সন্ধি—কৃষ্ণবর্ণ, কেশর—পীত ও রক্তবর্ণ।



১ঃ স্থাপনী মুদ্রা ২ঃ তত্ত্ব মুদ্রা ৩ঃ খেনু মুদ্রা ৪ঃ যোনি মুদ্রা ৫ঃ নারাত মুদ্রা ৬ঃ লেলিহামুদ্রা
 ৭ঃ বরমুদ্রা ৮ঃ সংহার মুদ্রা ৯ঃ অঙ্কুশ মুদ্রা ১০ঃ অবগুষ্ঠন মুদ্রা ১১ঃ সন্নিধাপনী মুদ্রা ১২ঃ
 আবহনী মুদ্রা ১৩ঃ কুর্ষমুদ্রা ১৪ঃ সন্নিবোধনী মুদ্রা ১৫ঃ গালিনী মুদ্রা ১৬ঃ পরমীকরণ মুদ্রা
 ১৭ঃ মৎস্য মুদ্রা ১৮ঃ সম্মুখীকরণ মুদ্রা



হোম প্রকরণ

সামবেদীয় হোম প্রথোগ—হোতা কুশাসনে পূর্বাসো বসিয়া উকীষধারণ পূর্বক আচমন, বিষ্ণুস্মরণাদি করিয়া আপন সম্মুখে শর্করাদি, দধিমূত্রিকা ও ঈট-কেশাদি রহিত বালুকা লইয়া গোময়াদি দ্বারা পরিষ্কৃত ভূমিতে চতুর্দিকে সমচতুষ্টয় একহস্ত পরিমিত স্থিতি রচনা করিয়া, একটি সাগ্ৰ কুশদ্বারা অঙ্গুষ্ঠ সাহায্যে ছাদল অঙ্গুলি মাপিয়া নখ ব্যতিরেকে ছেদন পূর্বক নৈর্ঘট কোণ হইতে পূর্বাভিমুখে উক্ত কুশটি ছাদল করিবেন। অপর একগাছি কুশ লইয়া পূর্বোক্ত ক্রমে একবিংশতি অঙ্গুলি মাপিয়া স্থিতির পশ্চিম প্রান্তে দুই অঙ্গুলি এবং দক্ষিণে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র ছাদল পরিত্যাগ পূর্বক উত্তরাভিমুখে ছাদল করিবেন। অপর একটি কুশ সপ্তাঙ্গুলি মাপিয়া উত্তরাভিমুখে ছাদল করিবেন। উহার উত্তর হইতে পূর্বাভিমুখে একটি প্রাদেশ প্রমাণ কুশ ছাদল করিবেন। পুনরায় পূর্বক্রমে একটি সপ্তাঙ্গুল কুশ লইয়া দ্বিতীয় সপ্তাঙ্গুল কুশের উত্তর প্রান্ত হইতে উত্তরাভিমুখে ছাদল করিবেন। উহার উত্তর প্রান্তে পূর্বাভিমুখে অপর একটি প্রাদেশ প্রমাণ কুশ ছাদল করিবেন। অনন্তর দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা একটি কুশ লইয়া—পূর্বস্থানিত ছাদল অঙ্গুলি হইতে পাঁচটি কুশ ছাদনের পর্যায়ক্রমে পাঁচটি মন্ত্র পাঠান্ত্রে রেখাকরণ করিবেন। যথা—(১) ছাদলাঙ্গুলিপ্রমাণ কুশে—“ও রেখেয়ং পৃথীর্ষেবতাকা পৌতবর্ণা।” (২) একবিংশতি প্রমাণ কুশে—“ও রেখেয়ং অগ্নির্ষেবতাকা লোহিতবর্ণা।” (৩) প্রথম প্রাদেশ প্রমাণ পূর্বাভিমুখ কুশে—“ও রেখেয়ং প্রজাপতির্ষেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা।” (৪) দ্বিতীয় প্রাদেশ প্রমাণ পূর্বাভিমুখ কুশে—“ও রেখেয়ং ইন্দ্রদেবতাকা নীলবর্ণা।” (৫) তৃতীয় প্রাদেশ প্রমাণ পূর্বাভিমুখ কুশে—“ও রেখেয়ং সোমদেবতাকা লব্ধবর্ণা।”

অতঃপর দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা প্রথম রেখা হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে পূর্বোক্ত পাঁচটি রেখার মূলদেশ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উৎকর (বালুকা) তুলিয়া—‘প্রজাপতিঃস্বিরনুষ্টিপ্ছন্দো হৃগ্নির্ষেবতাকা উৎকর নিরসনে বিনিয়োগঃ। ও নিরস্তুঃ পরাবসুঃ।’ মন্ত্র পাঠ পূর্বক উক্ত বালুকা অরতি প্রমাণ দূরে ইশান কোণে নিক্ষেপ করিবেন। অনন্তর পাতিত দক্ষিণজানু হইয়া একটি উত্তরাগ্ৰ কুশের উপর বামহস্ত উজ্জনভাবে উক্ত কুশোপরি অগ্নিছাদন পর্ব

রাখিবে। অতঃপর অগ্নিহোম করিবে।

বহ্নিহোম—সম্মিহিত পাত্র হইতে শুদ্ধায় গ্রহণ পূর্বক—“প্রজাপতিঋষিঃ পৃথ্বীঋষেবতা অগ্নিসংহারে বিনিয়োগঃ। ও ব্রহ্মানমসিঃ প্রহিণোমি পূরং যমরাজাং গচ্ছতু বিপ্রবাহঃ।” এই মন্ত্র পাঠান্তে উক্ত অগ্নি নৈর্ঘট কোণে নিক্ষেপ করিবে।

পুনর্বার প্রস্থিত শুদ্ধ অগ্নি লইয়া—“প্রজাপতিঋষিঃ পৃথ্বীঋষেবতা অগ্নিহোমেন বিনিয়োগঃ। ও ভূর্ভুবাঃ স্বরোম্ ॥ এই মন্ত্র পাঠান্তে অগ্নিকে দক্ষিণাবর্তে স্থিতির উপর ঘুরাইয়া তৃতীয় রেখার উপরে আঘাতিমুখে হোম করিবে। অতঃপর বামহস্ত তুলিয়া লইয়া করযোড়ে পাঠ করিবে। যথা—“প্রজাপতিঋষিঃ পৃথ্বীঋষেবতা অগ্নিহোমেন বিনিয়োগঃ। ও ইমেবাং মিতরো জাতবেলা মেবেতা ইবাং বহু প্রজানন্ ॥ ও সর্বতাঃ পানিপাদান্ত সর্বতোহুগ্নি শিরোমুখঃ। বিবরুণ মহানগ্নিঃ প্রীত সর্বকর্মসু ॥” অতঃপর অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা আকৃত কুণ হইতে একটি কুণ লইয়া—“প্রজাপতিঋষিঃ পৃথ্বীঋষেবতা তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ। ও নিরন্তঃ পরাবসুঃ ॥” এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক স্থিতির চারিপার্শ্বে সম্ভার্তন পূর্বক কুণটি নৈর্ঘট কোণে ফেলিয়া দিয়া একটি প্রাণেশ প্রমাণ ঘটাত কুণ অমন্তুক অগ্নিতে দিয়া, বামপদের উপর দক্ষিণপদ হোম পূর্বক উত্তরাস্যে মন্ত্র পাঠান্তে করেকগাছি কুণ পাতিয়া ব্রহ্মাসন প্রস্তুত করতঃ জল দ্বারা অভ্যঞ্জন করিবে। মন্ত্র, যথা—“প্রজাপতিঋষিঃ পৃথ্বীঋষেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ও আ বসোঃ সনেনে সীম। কৃত ব্রহ্মা (অতাবে হোতা) ঋষিঃ—“ও সীমামি।” (কৃত ব্রহ্মাণ ব্রহ্মা না হইলে—কুশমর ব্রহ্মাণ হোম করিবে।) এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক আসনে উত্তরাতিমুখে ব্রহ্মহোম করিবে। অতঃপর অযজ্ঞীয় বাচ্চন নিমিত্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—“প্রজাপতিঋষিঃ পৃথ্বীঋষেবতা অযজ্ঞীয় বাচ্চন নিমিত্ত জ্ঞাপে বিনিয়োগঃ। ও ইন্স বিকুর্বিচক্রমে য়েধা নিদমে পদম্। স মৃতমস্য পাসেসুমে ॥ অতঃপর কুণপুষ্পাদি দ্বারা—“ও ব্রহ্মাণে নমঃ ॥” মন্ত্রে পূজা করিবে। অতঃপর ভূমিজপাদি করিবে।

ভূমিজপ—দক্ষিণ জামু ভূমিতে পাতিত করিয়া এবং দক্ষিণহস্ত ভূমিতে রাখিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—“পরমেষ্ঠীঋষিঃ পৃথ্বীঋষেবতা ভূমিজপে

বিনিয়োগঃ। ও ইন্স ভূমেও জামহম্, ইন্স ভদ্রসুমসলম্। পরমপদান্ বাধবানোদ্যাং বিকটে ধনম্ ॥

অতঃপর দক্ষিণহস্তে কুণ গ্রহণ করিয়া অগ্নির উত্তরে দক্ষিণাবর্তে তৃণাদি মার্জন করিবে। মন্ত্র, যথা—(এই তিনটি মন্ত্রের একই ভাব্যাদি তচ্ছনা একবার উল্লেখ করা হইল)। কুংস ঋষিঃ পৃথ্বীঋষেবতা অগ্নিঃ পৃথ্বীঋষেবতা, পৃষ্ঠস্য বড়হস্য বর্গেদুহনি, অগ্নিমাংসতে শস্ত্রে, পরিসমুহনে বিনিয়োগঃ। ও ইন্স স্তোমমর্গতে জাতবেলসে, রথমিব বন্যহেমা মনীষয়া। ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরসা সংসলায়ে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ১ ॥ “ও ভর্যমেচ্ছাকুণবামা হবীমি তে, চিত্তহস্ত পর্বনা পর্বনা বহম্। জীবাভবে প্রতরাং সাধয়া ধিয়ো দুমে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ২ ॥ “ও শক্রেম দ্বা সখিমং সাধয়া ধিয়ন্ত্রে সেবা হবিরলদ্যাক্ষতম্। স্বমসিতী আ বহ তান্ স্বান্দস্যয়ে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ৩ ॥” অতঃপর কুণগুলি স্থিতির ইশানে পরিত্যাগ করিবে।

অতঃপর অগ্নির পূর্বে উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত কতকগুলি প্রাণেশ প্রমাণ কুণ বিছাইবে। এবং সাগ্রকুণ দ্বারা বারংবার তাহার মূলদেশে আচ্ছাদন করিবে। এইরূপে অগ্নির দক্ষিণে পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত, উত্তরে পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত পশ্চিমে দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্যন্ত উক্তরূপে কুণ বিছাইবে এবং মূলদেশে আচ্ছাদন করিবে।

অতঃপর পূর্বাধি দশমিক ক্রমে আতপ তণ্ডুল বিকীর্ণ করিবে। যথা—“ও ইন্দ্রায় স্বাহা। ও অগ্নয়ে স্বাহা। ও পিতৃপতয়ে স্বাহা। ও নির্ঘটয়ে স্বাহা। ও বরুণায় স্বাহা। ও বায়বে স্বাহা। ও কুবেরায় স্বাহা। ও ইন্দ্রানায় স্বাহা। (ইন্দ্রানকোণে) ও ব্রহ্মাণে স্বাহা। (নৈঋতে)—“ও অনন্তায় স্বাহা ॥”

অতঃপর দুইটি সাগ্রকুণ লইয়া পবিত্র বস্ত্রন পূর্বক—“প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রে সেবতে পবিত্রম্ভক্ষনে বিনিয়োগঃ। ও পবিত্রে হো বৈষ্ণবো ॥” মন্ত্র পাঠান্তে প্রাণেশ প্রমাণ মাণিয়া নখ ব্যতিরেকে ছিন্ন করিবে। “প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রে সেবতে পবিত্রমার্জনে বিনিয়োগঃ। ও বিষ্ণোর্মনসা পূতে হুঃ ॥” মন্ত্র পাঠান্তে অভ্যঞ্জন করিয়া আজ্ঞাহুতীতে উত্তরাগ্র করিয়া রাখিয়া তাহাতে হোমের দৃত ঢালিবে। অতঃপর দক্ষিণ হস্তের অনামিকা অঙ্গুষ্ঠদ্বারা পবিত্রের অগ্রভাগ,

বায়হস্তের অনাগ্রিক অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পবিত্রের মূলদেশ ধারণ পূর্বক বায়হস্তোপরি দক্ষিণ হস্ত অথোমুখে রাখিয়া—“প্রজাপতিঋষির্গারগ্রীক্ষ্মন আজ্ঞাসেবতা আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ও দেবত্বা সবিতোংপুনাবহ্নিঃপেথ পবিত্রেন। যসোঃ সূর্য্যস্য সন্নিধিঃ যাতা ॥” যন্ত্র পাঠান্তে পবিত্রের মধ্যভাগ দ্বারা তৃত ভূমিত্তা একবার অগ্নিতে অর্ঘ্যত্বি নিকেন। আরও দুইবার অমত্বক নিকেন। অতঃপর পবিত্রটি বায়হস্তের অনাগ্রিক অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিয়া কুশোদকে অত্ব্যকশ করতঃ অগ্নিতে নিকেন। অতঃপর আজ্যহালী অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ কুশোদকে অত্ব্যকশ করিয়া অগ্নির উত্তরে রাখিকেন। অতঃপর তিনবার আজ্যপাত্র সন্ধ্যার করিকেন এবং ব্রূষ বা কূশীটিও অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া কুশোদক শিরা সন্ধ্যার করিকেন। অতঃপর উদকাঙ্গুলি সেক করিকেন।

উদকাঙ্গুলি সেক—দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিত করিয়া বায়জানু উন্নত রাখিয়া জলাঙ্গুলি গ্রহণ পূর্বক—“প্রজাপতিঋষিরসিতির্ষেবতা উদকাঙ্গুলিসেকে বিনিয়োগঃ। ও আদিত্যে অনুম্যন্য ॥” যন্ত্র পাঠান্তে হৃতিসের দক্ষিণে নৈর্ভত কোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্যন্ত জলধারা নিকেন। পুনরায় জলাঙ্গুলি গ্রহণ পূর্বক—“প্রজাপতিঋষিরনুমতির্ষেবতা উদকাঙ্গুলিসেকে বিনিয়োগঃ। ও অনুমতে অনুম্যন্য ॥” যন্ত্র পাঠান্তে পশ্চিম ও নৈর্ভত কোণ হইতে বায়ুকোণ পর্যন্ত জলধারা নিকেন। পুনরায় জলাঙ্গুলি গ্রহণ পূর্বক—“প্রজাপতিঋষি সরবতীর্ষেবতা উদকাঙ্গুলিসেকে বিনিয়োগঃ। ও সরবত্যা অনুম্যন্য ॥” যন্ত্র পাঠ পূর্বক হৃতিসের উত্তরে বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণ পর্যন্ত জলধারা নিকেন। পুনরায় জলাঙ্গুলি লইয়া—“প্রজাপতিঋষি সবিতা দেবতা অগ্নিপত্নীকশে বিনিয়োগঃ। ও দেবতা সবিতাঃ প্রনুব বজ্রপতিঃ ভগ্নায়। নিবো গচ্ছতঃ কেতুপুঃ কেতরো পুনাবু বীতপতি ব্যত্র কনু ॥” যন্ত্র পাঠান্তে দক্ষিণাধর্মে অগ্নিকে জলধারা দ্বারা বেটন করিকেন। অতঃপর দক্ষিণ অঙ্গু ভূমিত্তা করবোকে পাঠ করিকেন—“ও তপত তেজত ব্রহ্ম ত হ্রীত সত্যকাকেননত জ্যানত দৃতিত ধর্মত সত্বক কনু ত অনকনু ত ব্রহ্ম ত, তমি এশমে, তমি বায়বত ॥” অতঃপর বিজ্ঞপাক জল করিকেন।

বিজ্ঞপাক জল—উত্তর হস্তে হরীতকী, পুষ্প ও কুল লইয়া হস্তের মুঠিবদ্ধ করতঃ উপরে দক্ষিণহস্ত ও নিচে বাম হস্ত মুঠিবদ্ধ অবস্থায় রাখিয়া পাঠ

করিকেন। যথা—পরমেষ্ঠীঋষি করকপো ত্বয়ির্ষেবতা বিজ্ঞপাক জলে বিনিয়োগঃ। ও ত্বর্কবা বরোম্ মহাত্মনাম্যনোঃ প্রপদে, বিজ্ঞপাকোহুনি সত্বজিত্বসো তে শয্যাপর্ণে গৃহাভ্যুতিক্ষে বিমিতং হিরণ্যং তম্বেবনাং জনয়ানায়াময়ে কুশে বৃহঃ সন্নিহিতানি। তানি বলভুক্ত বলসাত্ত বক্ষ্যতাঃ প্রমী অমিমিঃ। তং সত্যং যতে স্বাক্ষ-পুত্রা-প্তে ত্বা সংবৎসরে কাম্যপ্রেণ যজ্ঞেন যাজয়িত্বা, পুনর্ঋকচর্য্য-মুপয়ন্তি। ত্বা সেবেম্ ব্রাক্ষণোহুস্যাং অনুযোম্। ব্রাক্ষণো বৈ ব্রাক্ষণ মূপ ধাবত্বান ত্বা ধাবামি, জপত্বং মা মা প্রতিজালী, হৃদিত্বং মা মা প্রতিহৌবীঃ, কুব্ধত্বং মা মা প্রতিকারী, স্বাং প্রপদে। ত্বয়া প্রসূত ইদং কর্ম করিষ্যামি। তম্বে বাধ্যতাং, তম্বে সমুধ্যতাং, তম্বে উপপদ্যতাং। সমুদ্রো মা বিশ্বব্যচা ব্রহ্মানুজানাৎ, তুথো মা বিশ্ববেলা ব্রহ্মণঃ পুত্রোহনুজানাৎ, যাত্রো মা প্রচতঃ মৈত্রাবকণোহনুজানাৎ। তম্বে বিজ্ঞপাকায় স্বাক্ষয়ে, সমুদ্রায় বিশ্বব্যচসে, তুথায় বিশ্ববেলসে, যাত্রায় প্রচতসে, সছব্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় নমঃ ॥” যন্ত্রপাঠ পূর্বক হস্তদ্বিত কুলগুলি ঈশান কোণে ফেলিয়া লইয়া, ফল পুষ্প ব্রাক্ষণে নিবেদন করিকেন। অতঃপর প্রকৃত কর্ম করিকেন।

প্রকৃত কর্ম—যে উচ্চেশো কুশাণ্ডিকা সেই প্রধান কর্মকে প্রকৃত কর্ম বলা হয়। প্রথমে সঙ্ঘ করিকেন। যথা—“বিষ্ণুরৌ তৎসং অদা অশ্বিনে মসি কন্যারানিহে ভাক্ষরে শুক্রেপক্ষে মহানবম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীদুর্গাষ্টীতিকামঃ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী দ্বাহা যথা নমো বৃদ্ধতে ॥ ও হ্রীং দুর্গায়ৈ যাহেতি মন্ত্রেণ অষ্টোত্তরপত সংখ্যক (১০৮) (অথবা অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যক (১০০৮), অথবা অষ্টাবিংশতি সংখ্যক (২৮) সাজ্জা-বিশ্বপট্টেহোমমহং করিষো।” (পরার্থে—করিষ্যামি)।” এইরূপে সঙ্ঘ পূর্বক “ও অয়ে ত্বং বলদ-নামাসি” মন্ত্রে অগ্নির ‘বলদ’ নামকরণ করিয়া, কূর্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া—“ও শিবভ্রাতৃকলোদকঃ শীতোজজ্যোতঃপঃ। ছাপহুঃ সাক্ষসূত্রোহুনি সন্ধ্যাতিঃ শক্তিধারকঃ ॥” ধ্যানান্তে—“ও বলদায়ে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ ইহসমিক্রিষ্য, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহ্যণ।” মন্ত্রে আবাহন্যানি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন পূর্বক—“এব গচ্ছঃ ও বলদায়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ও বলদায়ে নমঃ, এব ধূপঃ ও বলদায়ে নমঃ, এব দীপঃ ও বলদায়ে নমঃ, ইদম্

আজ্ঞানৈবেদ্যং ও বলদায়য়ে নমঃ ॥” যন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

অতঃপর আজ্ঞাহাঙ্গলী সম্বন্ধে আনিয়া উত্তরাগ্র কূশোপরি রাখিবেন। তাহাতে তিল নিয়া, একটি প্রাণেশ প্রমাণ দ্ব্যতক কূশ সমিধ অমত্ৰক অগ্নিতে নিয়া মহাব্যাহতি হোম করিবেন। যথা—“প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্বেবতা মহাব্যাহতি হোমে বিনিয়োগঃ ॥ ও ত্বং বাহ্য ॥” আত্মতি নিয়া হস্তশেষ অমত্ৰক পাত্রান্তরে রাখিবেন। এইরূপে সর্বত্র ইহবে। “প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ বাহুর্বেবতা মহাব্যাহতি হোমে বিনিয়োগঃ ॥ ও ত্বং বাহ্য ॥” “প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্যো স্বেতা মহাব্যাহতি হোমে বিনিয়োগঃ ॥ ও স্বঃ বাহ্য ॥” মহাব্যাহতি হোম করিয়া—“ও জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা কমা ধাত্রী বাহ্য নমো হৃদয়ে ॥ ও হ্রীং দুর্গায়ৈ বাহ্য ॥” এই যন্ত্রে একটি করিয়া সাজা বিধপত্র চিহ্নে অগ্নিতে আত্মতি দিবেন। অতঃপর পুনরায় মহাব্যাহতি হোম করিয়া, একটি দ্ব্যতক প্রাণেশ প্রমাণ কূশসমিধ অমত্ৰক আত্মতি দিবেন। অতঃপর উলীচা কর্ম করিবেন।

উলীচা কর্ম—প্রথমে সঙ্কল্প করিবেন। যথা—“বিকুরো তৎসং অন্য আত্মনে মাসি শুক্রেপক্ষে মহানবম্যাগ্নিধৌ অমুকপোহঃ শ্রীঅমুকদেবকর্মা কৃতে হুগ্নিন্ হোম কর্মসি যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদোবপ্রশমনায় বাহুসমস্ত মহাব্যাহতিভিঃ প্রারচিত্ত হোমমহং করিষ্যে ॥” এইরূপে সঙ্কল্প পূর্বক “ও অগ্নে স্বং বিধূনামসি ॥” যন্ত্রে অগ্নির বিধূনামকরণ করিয়া, কূর্মমূলা যোগে পুষ্প লইয়া—“ও নিমজ্জ” ইত্যাদি যন্ত্রে ধ্যান পূর্বক “ও বিক্রেমে ইত্যকচ্ছ” ইত্যাদি যন্ত্রে আবাহন্যাগ্নি পঞ্চমূলায় আবাহন পূর্বক—“এষ গচ্ছঃ ও বিক্রেমে নমঃ, এতৎ পুষ্পং ও বিক্রেমে নমঃ, এষ দৃশঃ ও বিক্রেমে নমঃ, এষ দীপঃ ও বিক্রেমে নমঃ, ইদম্ আজ্ঞানৈবেদ্যম্ ও বিক্রেমে নমঃ ॥” যন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক একটি প্রাণেশ প্রমাণ দ্ব্যতক কূশ সমিধ অমত্ৰক অগ্নিতে আত্মতি নিয়া পুনরায় মহাব্যাহতি হোম করিয়া, বাহুসমস্ত মহাব্যাহতি হোম করিবেন।

বাহুসমস্ত মহাব্যাহতি হোম—“প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্বেবতা বাহুসমস্ত মহাব্যাহতিভিঃ প্রারচিত্তহোমে বিনিয়োগঃ ॥ ও ত্বং বাহ্য ॥”

প্রজাপতিঋষি-কাকিকচ্ছন্দা বাহুর্বেবতা বাহুসমস্ত মহাব্যাহতিভিঃ প্রারচিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ ॥ ও ত্বং বাহ্য ॥” “প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্যো স্বেতা বাহুসমস্ত মহাব্যাহতিভিঃ প্রারচিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ ॥ ও স্বঃ বাহ্য ॥” “প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্বেবতা বাহুসমস্ত মহাব্যাহতিভিঃ প্রারচিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ ॥ ও ত্বুং বাঃ বাহ্য ॥” পুনর্বীর মহাব্যাহতি হোম পূর্বক প্রাণেশ প্রমাণ দ্ব্যতক কূশ সমিধ অমত্ৰক অগ্নিতে দিবেন। অতঃপর নবগ্রহ হোম করিবেন।

নবগ্রহ হোম—(সূর্য)—“ও আ কুকেন রজসা বর্তমানো, নিকেশরমুতং মর্ত্যক। হিরণ্যক্বেশ সবিতা রথেনা, দেবো যতি ভূকনানি পশ্যন্ বাহ্য ॥” (সোম)—“আপ্যায়ত্ব সমেতু তে, বিখতঃ সোমবৃক্ষম্। ভবা বাজসা সসংঘে বাহ্য ॥” (মঙ্গল)—“ও অগ্নিসূচ্য শিবঃ কুব্জং পতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিহ্বতি বাহ্য ॥” (বুধ)—“ও অগ্নে বিবদদুর্বসন্নিভং রাধো অমর্ত্য। আ দান্তবে জাতকেনো বহাদ্ মদ্যা দেবাং উবর্ধুঃ বাহ্য ॥” (বৃহস্পতি)—“ও বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন, রক্ষোহমিত্রী অপবোধমানঃ। শতজ্ঞানং সেনাঃ প্রমূলা বুধা, জয়দ্রাক্ষাকমেধাবিতা রথানাং বাহ্য ॥” (শুক্র)—“ও শুক্রাস্তে অনাদ্ বজ্রতন্ত্রে অনাদ্, বিবৃক্রেপে অহনৌ দৌরিবাসি। বিখা হি মায়া অবসি স্বধাকন্, তত্রা তে পূব্লিহ্ন রাতিরন্ত বাহ্য ॥” (শনি)—“ও শত্রো দেবীরতিষ্টয়ে, শত্রো ভবন্ত পীতয়ে। শং যো রতি শ্রবন্ত নঃ বাহ্য ॥” (রাহু)—“ও কয়া নচ্চিত্র আতুব-দৃষ্টী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্টয়া বৃতা বাহ্য ॥” (কেতু)—“ও কেতুং কৃষ্ণকেতবে, পেশো মর্য্যা অপেশাসে। সমুদ্বন্তি রজারথা বাহ্য ॥” অনন্তর নিকপাল হোম করিবেন।

নিকপাল হোম—(ইন্দ্র)—“ও ত্রাতারমিত্র মবিতারমিত্রং, হবে হবে সুহবং শূরমিত্রম্। হবে নু শক্রং পুরুদুতমিত্রং হবির্মঘবা বেদিত্রঃ বাহ্য ॥” (অগ্নি)—“ও অগ্নিঃ দূতং বৃনীয়হে, হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্যা বজ্রস্য সুকৃতম্ বাহ্য ॥” (যম)—“ও নাকে সুপর্ণ-মুপ যৎ পতন্তং ফলা কেনস্তো অভ্যচকত স্বা। হিরণ্যপক্ষং বক্রণস্য দূতং যমস্য যোনৌ শকুনং ভুরণ্যম্ বাহ্য ॥” (নিরুতি)—“ও বেখা হি নিরুতীনাং, বহুহস্ত পরিব্রজম্। অহরহঃ শুক্ল্যঃ পরিপদামিব

বাহা ॥" (করণ)—"ও দূতবতী ভুবনান্ন মভিপ্রিয়োধী, পৃথ্বী মধুদুগ্ধে সুশেপসা। নাবাপৃথিবী করুণসা ধর্মণা, বিদ্যতিতে অজগ্রে তুরিত্তেসা বাহা ॥" (বায়ু)
 —"ও বাত আ বাতু ভেবজং, শঙ্কুয়য়োতু নো হসে। গ্রন আয়ুসি তারিবং বাহা ॥" (কুশের)—"ও সোমং রাজানং বরুয়য়িমবারতামহে। আনিত্যং বিকুং
 সূর্য্যং ব্রহ্মাণক বৃহস্পতিম্ বাহা ॥" (মীশান)—"ও অতি দ্য শুর নোমোহুদুহা ইব খেনবা। মীশানমস্য জগতঃ বর্ণণ, মীশানমিত্র তদুবা বাহা ॥" (ব্রহ্মা)
 —"ও ব্রহ্ম জজানং প্রথমং পুরস্তাদ্, বি সীকতঃ সূর্য্যো কেন আবঃ। স কুয়্যা উপমা অসু বিষ্ঠা, সতন্ত যেনি-মসতন্ত বিবা বাহা ॥" (অনন্ত)—"ও
 চরনীধুতং মঘবানমুক্খা-মিত্রং গিরো বৃহতী-বতানুযত। বাবুধানং পূজুতং সুবুজিতি, ব্রমর্তাং ভরমানং দিবে দিবে বাহা ॥" অনন্তর প্রত্যেক দেবতার হোম
 করিবে।

প্রত্যেক দেবতার হোম—প্রথমে ২৮টি যজ্ঞভূমির সমিধ দ্বারা বিকুর হোম কর্তব্য, যন্ত্র, যথা—“ও তথিকো পরমং পবম্ সলা পশ্যস্বি সুরতঃ। দিবীব
 চকুরাততম্ বাহা ॥” অতঃপর “ও নবপত্রিকাবাসিনো নবদুর্গায়ৈ বাহা। ও গংগায়ৈ বাহা। ও চণ্ডিকায়ৈ বাহা। ও লক্ষ্ম্যৈ বাহা। ও সরস্বতীয়ে বাহা। ও
 কার্ত্তিকায়ৈ বাহা। ও বজ্রনখদণ্টাদুভায় মহাসিংহায় হুং ফুৎ বাহা। ও মহিষাসুরায় বাহা। ও নাগপল্লবায় বাহা। ও মূষিকায় বাহা। ও পেচকায় বাহা। ও জরায়ে
 বাহা। ও বিজয়ায়ে বাহা। ও শিবায় বাহা। ও শীতলায়ে বাহা। ও মনসায়ৈ বাহা। ও গঙ্গায়ৈ বাহা। ও বমুনায়ৈ বাহা। ও কাল্যানি কলমহাবিক্যায়ৈ বাহা। ও
 সর্বেভ্যো দেব-দেবীভ্যো বাহা ॥”

অতঃপর পূর্ব্বকং মহাব্যাহতি হোম (পৃঃ ৯৪) করিয়া, প্রাণেশ প্রমাণ দ্ব্যুত কুশ সমিধ অমৃতক আহুতি দিয়া, পাতিত দক্ষিণ জ্ঞানু ইহীরা প্রতিবার
 উদকাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নিপার্শ্বকণ করিবে। যথা—“প্রজাপতিঋষির্বিষ্ণুপুচ্ছঃ সবিতা দেবতা অগ্নিপার্শ্বকণে বিনিয়োগঃ। ও দেব সবিতাঃ প্রসূব বজ্রং
 প্রসূব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্বঃ কেতপুঃ কেতরঃ পুনাতু, বাচস্পতির্বাচরঃ বদতু ॥” দক্ষিণাবর্তে জলধারা দ্বারা অগ্নিকে বেটন করিবে।

“প্রজাপতিঋষির্বিষ্ণুপুচ্ছঃ সবিতা দেবতা উদকাঞ্জলিসেবে বিনিয়োগঃ। ও অদিতৌ দ্বমংহাঃ ॥” অগ্নির দক্ষিণে পশ্চিম হইতে পূর্ব পর্যন্ত জলধারা দিবে।
 “প্রজাপতিঋষির্বিষ্ণুপুচ্ছঃ সবিতা দেবতা উদকাঞ্জলিসেবে বিনিয়োগঃ। ও অনুমতে দ্বমংহাঃ ॥” যন্ত্র পাঠান্ত্রে অগ্নির পশ্চিমে দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্যন্ত জলধারা
 দিবে। “প্রজাপতিঋষিঃ সরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলিসেবে বিনিয়োগঃ। ও সরস্বতীদ্বমংহাঃ ॥” যন্ত্র পাঠান্ত্রে অগ্নির উত্তরে পশ্চিম হইতে পূর্ব পর্যন্ত জলধারা
 দিবে।

অতঃপর উত্তান হস্তদ্বয়ে কতিপয় কুশ লইয়া—“প্রজাপতিঋষির্বিষ্ণু দেবতা দর্ভদৃগাত্যজ্ঞানে বিনিয়োগঃ। ও অস্তং রিহনা বিহন্ত বয়ঃ ॥” যন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক
 কুশগুলি কুশোদকে অভ্যক্ষণ পূর্ব্বক “প্রজাপতিঋষিরনুষ্টিপুচ্ছো ক্রত্বো দেবতা দর্ভদৃটিকাছোমে বিনিয়োগঃ। ও যঃ পশুনামধিপতী, ক্রত্বদৃষ্টিচক্রে বহা।
 পশুনশ্বাকং মা হিংসী, রেতদন্তু হতং তব বাহা ॥” যন্ত্র পাঠান্ত্রে কুশগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর পূর্ণহোম করিবে।

পূর্ণহোম—“ও অগ্নে হুং মৃড়নামাসি” যন্ত্রে অগ্নির মৃড় নামকরণ করিয়া—“ও পিত্রাজ্ঞশ্রক্কেশাকঃ পীনাজ্ঞঠারো রুতনঃ। ছাগহুঃ সাক্ষসূত্রো রুহিঃ
 সপ্তার্চিঃ শক্তিদধারকঃ ॥” ধ্যানান্ত্রে—“মৃড়নামাগ্নে ইহাগজ্জ” ইত্যাদি যন্ত্রে আবাহন্যানি পঞ্চমুহা দ্বারা আবাহন পূর্ব্বক, এষ গন্ধঃ ও মৃড়নামাগ্নে নমঃ। এতৎ
 পুষ্পম্ ও মৃড়নামাগ্নে নমঃ। এ ধূপঃ ও মৃড়নামাগ্নে নমঃ। এষ দীপঃ ও মৃড়নামাগ্নে নমঃ। ইদম্ আচ্ছান্নেবেদাং ও মৃড়নামাগ্নে নমঃ ॥” যন্ত্রে পাঞ্চোপচারে পূজা
 পূর্ব্বক ফল-পুষ্প ঘৃতাদি তাবুল ও বস্ত্রখণ্ড লইয়া (পরার্থে—যজ্ঞমানসহ) উষিত হইয়া—“প্রজাপতিঋষির্বিষ্ণু গায়ত্রীচ্ছন ইহো দেবতা যশস্বামসা যজ্ঞনীর
 প্রয়োগে বিনিয়োগঃ। ও পূর্ণহোমং যশসে জুহোমি, বোহুসৈ জুহোতি, বরমসৈ দদতি। বরং বৃশে, বশসা ভামি লোকে বাহা ॥” এইরূপে পূর্ণহুতি দিয়া
 ব্রহ্মদক্ষিণা স্বরূপ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্য উৎসর্গ করিবে। যন্ত্র যথা—“বং এতসৈ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ ॥” যন্ত্র তিনবার পাঠান্ত্রে তিনবার কুশোদকে
 অভ্যক্ষণ পূর্ব্বক—“এতে গন্ধপুষ্পে ও এতসৈ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ। যন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া—এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ও বিজয়ে নমঃ ॥” যন্ত্র

শালগ্রামে গজপুষ্প দিয়া। এতৎ সম্প্রদান্য ও ব্রাহ্মণ নমঃ।" যন্ত্রে কুশোদক দিয়া, উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিবে। যথা—“বিক্রুরী তৎসং অদ অধিনে মসি শুক্রেপকে মহানকম্যাহিহৌ অমুকপাত্রঃ শ্রীঅমুক সেকশরী (পরার্থে—অমুকপাত্রঃ শ্রীঅমুকঃ) শ্রীভগবদুর্গা শ্রীতিরামঃ শ্রীশ্রীভগবদুর্গায়ানুজ্ঞারীকৃত হোম কর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকর ভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুর্নৈবতম্ যথাসম্ভব গোব্রন্যে (বৃত্ত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা হইলে তাঁহার নাম গোত্র উল্লেখ্য) ব্রাহ্মণে অহং সম্প্রদানে ॥ (পরার্থে—দানি।) (কুশময় ব্রাহ্মণ হইলে—“ও ব্রাহ্মণ কুময়।” যন্ত্রে ব্রাহ্মণ বিসর্জন করিবে। এবং ব্রহ্মগ্রহি বুলিয়া দিবে।) অতঃপর অগ্নির ঈশানে দুষ্ট বা দধি দিয়া “ও অগ্নে হং সমুদ্রং গচ্ছ।” জল দিয়া—“ও পৃথ্বী হং শীতলা ভব” যন্ত্রে অগ্নি বিসর্জন দিয়া, ঈশান কোণ হইতে কিঞ্চিৎ তন্ন লইয়া তিলক করিবে। যথা—(মলাঠে)—“ও কশ্যপস্য ত্র্যাম্ববাং।” (কর্মে)—“ও জমদগ্নে ত্র্যাম্ববাং।” (বাহুবলবস্ত্রে)—“ও বহুবলস্য ত্র্যাম্ববাং।” (হৃদি)—“ও তাম্বে অস্ত্র ত্র্যাম্ববাম্ ॥” অতঃপর শাবি দিবে (শেবে হুটকা)।—ইতি সামবেদীর হোম।

যজুর্বেদীর হোম

গোময়বিলিণ্ড পরিভার দ্বানে হোতা কুশাসনে পূর্বাসে বসিয়া কুশহস্তে আচমন পূর্বক চতুর্দিকে একহস্ত প্রমাণ কোণ-অঙ্গার-তুষানি রহিত পরিষ্কৃত বালুকা দ্বারা হুতিল প্রস্তুত করিয়া, কুশ দ্বারা হুতিলে প্রমাণ পূর্বাগ্ন তিনটি ত্রেখা অঙ্কন করিয়া, দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ত্রেখারের মূলদেশে হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উৎকর (বালুকা) তুলিয়া ঈশান কোণে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর হুতিল জল দ্বারা অত্যুচ্চ পূর্বক ত-দক্ষিণে কাংসপাত্র, তাৎপন্যে অথবা নব মৃদঙ্গ শরাবে জলন্ত অগ্নি হইতে একটি জলন্ত কাষ্ঠ লইয়া—“ও ব্রহ্মসময়গ্নিঃ গ্রহিণোগ্নিঃ কৃতং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিতবাহুঃ।” যন্ত্রে দক্ষিণে জ্যাগ করিয়া, অপর অগ্নি লইয়া—“ও ইহেবাহমিতরো জাতবেদা, বেক্ষেচো যথাং বহতু প্রজানন্ ॥” যন্ত্রে আত্মাতিমুখে হুতিলের মধ্যভাগে দ্বাপন করিবে।

অতঃপর কবচোড়ে পাঠ করিবে।—“ও সর্বতঃ পশিপাদান্তঃ সর্বতো হুতিনিরোদুবাঃ। বিশ্বভূপো মহানগ্নিঃ শ্রীতঃ সর্বকর্মসু ॥”

অতঃপর অগ্নির দক্ষিণে কতকগুলি পূর্বাগ্ন কুশ আন্তরণ করিয়া ব্রহ্মাসন প্রস্তুত করিবে। অতঃপর বৃত্ত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা হইলে পূর্বদিক্কে উত্তরে অগ্নিকে প্রদক্ষিণ পূর্বক আসনের নিকট গমন করিবে। (বৃত্ত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হইলে কুশময় ব্রাহ্মণ বা কুমণ্ডল দ্বাপন করিবে।) হোতা বলিবে—“ও অগ্নে সৈবিস্বোদতাক্ষিষ্টানাঙ্গা সদনে সীদঃ। যো হুত্বাং পাকতরঃ ॥” যন্ত্রে ব্রহ্মাসনে কুশোদক দিবে। ব্রহ্মা বলিবে—“ও সীদামি।” (বৃত্ত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হইলে হোতা হুত্বং বলিবে—“ও সীদামি।”) অতঃপর একটি সাগ্ন কুশ বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ধারণ পূর্বক বলিবে—“ও নিরতুঃ পাপাসহ তেন বহঃ সিন্ধু ॥” যন্ত্র পাঠ পূর্বক উক্ত কুশ হুতিলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ত্যাগ করিবে। অনন্তর বৃত্ত ব্রহ্মা (অভাবে হোতা) বলিবে—“ও ইদমহং বৃহস্পতেঃ সদনে সীদামি। প্রসূতো ভবেন সবিত্রা তদগ্নয়ে প্রত্বীমি তদ্ব্যয়বে, তৎ পৃথিবী ॥ (বৃত্ত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা হইলে) উক্ত যন্ত্রটি পাঠ পূর্বক অগ্নি অতিমুখে উপবেশন করিবে।

অনন্তর অগ্নির পশ্চিমে শ্রীতা পাত্র রাখিয়া হোমের দ্রব্য সকল সঞ্চিত করিয়া রাখিবে। অতঃপর হুতিলের উত্তরে দুইগাছা কুশ পূর্বাগ্ন রাখিয়া তদুপরি ঐদুগ্নের কাষ্ঠ নির্মিত বারো অঙ্গুলি দীর্ঘ ও ছয় অঙ্গুলি বিস্তৃত এবং চারি অঙ্গুলি গর্ভ বিশিষ্ট পাত্রকে শ্রীতা পাত্র কল্পনা করিয়া বামহস্তে তুলিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা শ্রীতা পাত্রটিকে প্রোক্ষণী পাত্রের (কোশার) জল দ্বারা পূরণ করিবে। অতঃপর শ্রীতা পাত্রটিকে হুতিলের পশ্চিমে কুশের উপর রাখিয়া একবার স্পর্শ পূর্বক পুনরায় পূর্বাসনে রাখিয়া পূর্বাগ্ন প্রাক্শে প্রমাণ একমুষ্টি কুশ দ্বারা অগ্নির চতুর্দিকে আন্তরণ করিবে। অর্থাৎ ঈশান কোণ হইতে উত্তরদিক পর্যন্ত ছড়াইবে। অতঃপর পরিব্রজেদনার্থ ৩টি কুশ, পবিত্র ২টি, প্রোক্ষণীপাত্র, পূর্ণপাত্র (এক সরা আতপ চাউল), সম্ভারজন কুশ ৩টি, উপযমন কুশ ৬টি, সমিধ ৩টি সাজাইয়া লইবে।

অতঃপর পবিত্র ছেদনার্থ দুইটি সাগর কূশ লইয়া অপর একটি কূশ দ্বারা পবিত্র বন্ধন করিয়া—“ও পবিত্রে হো বৈকবৌ,” মন্ত্রে প্রাণে প্রাণে মণিরা নব বাতিরেকে ছেদন পূর্বক—“ও বিজ্ঞোর্মনসা পূতে হঃ।” মন্ত্ৰ পাঠান্তে কূশবারি দ্বারা অত্যাশ্রয় করিয়া একটি উত্তরত্রে প্রোক্ষণী পাত্রে রাখিলেন। অতঃপর বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা অপর পবিত্রটির অগ্রভাগ ও দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ অনামিকার দ্বারা উক্ত পবিত্রটির কুলেপে ধরিয়া প্রোক্ষণী পাত্রে কূশবারি বামহস্তের করতলে প্রোক্ষণীপাত্রে রাখিয়া পবিত্রকৃত দক্ষিণহস্তে প্রোক্ষণী পাত্রের জল কিছু কিছুতে ভেলিলেন। অতঃপর অমল্যপত্রে কূশোপরি প্রীতাপাত্রের নিকটে প্রোক্ষণী পাত্রে রাখিয়া সেই জল দ্বারা প্রোক্ষণী হস্ত সকল প্রোক্ষণ করিলেন। অতঃপর আজ্যহালীর বৃত্ত অবলোকন পূর্বক অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া একটি জলস্ত কাষ্ঠ আজ্যহালীর উপর ৩ বার ঘুরাইয়া পুনরায় ঐ কাষ্ঠ হোমকুণ্ডে ভেলিলেন। অতঃপরজন (বৃত্ত ভুলিবার দ্বারা) নিয়মুখে উত্তপ্ত করিয়া কয়েকগাছি সম্ভার্ত্তন কূশ দ্বারা ক্রবের মূলদেশ হইতে অগ্রভাগ পর্যন্ত সম্ভার্ত্তন পূর্বক প্রীতাপাত্রের জল দ্বারা ক্রব অত্যাশ্রয় করিয়া পুনর্বার অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া প্রোক্ষণী পাত্রে রাখিলেন। অতঃপর প্রোক্ষণী পাত্রে হইতে পবিত্রটি লইয়া উক্ত পবিত্র দ্বারা আজ্যহালী হইতে কিছু কিছু বৃত্ত লইয়া অগ্নিতে নিকেন। যন্ত, যথা—“ও সবিতৃস্তা ক্রব উৎপুনাম্যজিহ্নেন পবিত্রেন বসোঃ সূর্যাস্য রশ্মিতি দ্ব্যহা ॥” অতঃপর পবিত্রটি প্রোক্ষণী পাত্রে রাখিয়া নিকেন। উপরজন একটি কূশ অমল্যক অগ্নিতে নিকেন। অতঃপর বাহুকোশ হইতে অগ্নিকোশ পর্যন্ত বধ্যক্রমে আঘতি নিকেন। যথা—“ও প্রজাপত্যে দ্বাহা।—ইলং প্রজাপত্যে ॥” মন্ত্ৰে হতশেষ পাত্রান্তরে রাখিলেন। নৈর্ভৃত কোশ হইতে অগ্নিকোশ পর্যন্ত বৃত্তদ্বারা নিকেন এবং প্রতিবার আঘতির শেষে হতশেষ পাত্রান্তরে রাখিলেন। “ও অগ্নয়ে দ্বাহা।—ইদমগ্নয়ে।” বাহুকোশ হইতে ইশান কোশ পর্যন্ত বৃত্তদ্বারা নিকেন—“ও সোমায় দ্বাহা ইলং সোমায়।” অতঃপর প্রকৃত কর্ম করিলেন।

প্রকৃত কর্ম—যে কার্যের জন্য কুশটিকা তাহাকেই প্রকৃত কর্ম বলা হয়। এই কার্যে প্রথমেই সঙ্কল্প করিলেন। যথা—“বিকুরৌ তৎসমল আখিলে মাসি ওত্তপক্ষে মহানবম্যাং দিবৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মী (পর্যবেক্ষমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মীঃ) শ্রীভগবদুর্ণী পূজারীভূতঃ” ও ভক্তদ্বী মঙ্গলা কালী

ভক্তকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা কমা ধাত্রী দ্বাহা স্বধা নমো বৃদ্ধতে দ্বাহেতি মন্ত্ৰেন অষ্টোত্তর নটসংখ্যক (অথবা ১০০৮ হইলে—অষ্টোত্তর নট সংখ্যক, ২৮টি হইলে—অষ্টাবিংশতি সংখ্যক) সাজা বিষ্ণুপত্ৰ সমিষ্টিঃ হোম কর্মাং করিষ্যে। (পর্যবেক্ষ—করিষ্যামি)। অনন্তর অগ্নির “বলম” নামকরণ করিলেন। যথা—“ও অগ্নে হঃ বলদ নামাসি।” এইরূপে নামকরণ করিয়া পুষ্পানি লইয়া ধ্যান করিলেন। যথা—“ও লিঙ্গজন্মভ্রুকেশভঃ শৈল্যঃ ভূতোরুতপ। ভাগ্যঃ সাক্ষসূর্য্যোঃ সন্ত্যগি শক্তিধারকঃ ॥” ধ্যানান্তে আবাহন্যানি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা অগ্নির আবাহন করিলেন। যথা—“ও বলদাগ্নে ইহাগ্নঃ ইহাগ্নঃ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসমিধেহি, ইহসমিক্রিয়ায় অগ্ন্যধিষ্ঠানং কুরু, যম পূজাং গৃহ্যণ।” অতঃপর “এষ গন্ধঃ ও বলদাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ও বলদাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ও বলদাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ও বলদাগ্নয়ে নমঃ, ইদম্ আজ্যনৈবেদ্যং ও বলদাগ্নয়ে নমঃ।” এইরূপে পঞ্চোপচারে পূজা পূর্বক সমিধের অর্চনা করিলেন। যথা—“এতেভ্যঃ বিষ্ণুপত্ৰ সমিষ্টো নমঃ।” এই মন্ত্ৰ তিনবার পাঠান্তে তিনবার কূশোপকে অত্যাশ্রয় পূর্বক, “এত গন্ধপুষ্পম্ এতেভ্যঃ বিষ্ণুপত্ৰ সমিষ্টো নমঃ।” এত গন্ধপুষ্পম্ এতদধিপত্যে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ত্রীং ও ভগবদুর্ণীয়ে নমঃ।” অতঃপর “ভক্তদ্বী মঙ্গলা কালী ভক্তকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা কমা ধাত্রী দ্বাহা স্বধা নমো বৃদ্ধতে দ্বাহা ॥” (কালিকা পুরাণে—“ও দুর্গে দুর্গে রক্ষসি দ্বাহা। বৃহদ্রনিতেশ্বর পুরাণে—“ও লক্ষ্মজ্জবিনশিতা মহাঘোষায় ইত্যাদি) মন্ত্ৰে চিৎহস্তে একটি করিয়া সাজা বিষ্ণুপত্ৰ অগ্নিতে আঘতি নিকেন।

উক্তরূপে হোম শেষ করিয়া মহাবাহুতি হোম করিলেন। যথা—“ও ভূঃ দ্বাহা, ইদম্ অগ্নয়ে। ও ভুবঃ দ্বাহা, ইলং বায়বে। ও স্বঃ দ্বাহা, ইলং সূর্য্যায়।” প্রজাপতিঋষি বৃহদীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্বেতা বাহুসমন্ত মহাবাহুতিহোমে বিনিয়োগঃ। ও ভূর্ভুবঃ স্বঃ দ্বাহা ॥” অতঃপর প্রাণে প্রাণে একটি ঘৃতাক্ত কূশ সমিধ অমল্যক অগ্নিতে দিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম করিলেন।

প্রায়শ্চিত্ত হোম—প্রথমে সঙ্কল্প করিলেন। যথা—বিকুরৌ তৎসমল আখিলে মাসি ওত্তপক্ষে মহানবম্যাং দিবৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মী

শ্রীশ্রীভগবদ্গুণীপূজা কৰ্মাস হোম কৰণি যদবৈত্তণাং জাতং তদ্ব্যৰ্থে প্রশমনায় ঐ স্বস্তেদ্বয়ে ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভির্মন্ত্রৈঃ হোমমহং করিষ্যে।" অতঃপর "অগ্নে ত্বং বিধুনামসি" মন্ত্রে অগ্নির বিধুনামকরণ পূর্বক ধ্যান করিবেন। যথা— "ঐ পিসক্রম্যক্র কোলাক পিনাস জঠরোহরুণ। ছাগহঃ সাক্ষসূত্রোরি সপ্তাষ্টি শক্তিধারকঃ ॥" অতঃপর "ঐ বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহাসম্মিধেহি, ইহসম্মিধাশ্ব, অত্রাযিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহ্যণ ॥" মন্ত্রে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন পূর্বক "এব গচ্ছঃ ঐ বিধুনামাগ্নে নমঃ। এব পূঙ্গঃ ঐ বিধুনামাগ্নে নমঃ। এব ধূপঃ ঐ বিধুনামাগ্নে নমঃ। এব দীপঃ ঐ বিধুনামাগ্নে নমঃ। ইদম্ আজ্ঞানৈবেদ্যং ঐ বিধুনামাগ্নে নমঃ।" এইরূপে পঞ্চোপচারে পূজা পূর্বক নিম্নলিখিত পঞ্চমন্ত্রে হোম করিবেন। যথা— স্বয়ং ইত্যাস্য বামদেব্যা- ঋষিগ্নিষ্টুপ্হনো হরিকল্পশৌ দেবতে প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ঐ স্বস্তো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলো অববাসিসীতাঃ। যজ্ঞিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোভতানো বিধা দেবাতৃসি প্রমুদ্যন্তঃ স্বাহা। ইদমগ্নিবরুণাত্যাম্ ॥ ১ ॥ স্বয়ং ইত্যাস্য বামদেব্যাঋষিগ্নিষ্টুপ্হনো হরিকল্পশৌ দেবতে প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ঐ স্বস্তয়ে অগ্নে হবমো ভবোহী নৈমিষ্ঠো অস্য উষণোব্যুষ্ঠো অববাক্ষ্যশো বরুণং বরার্ণো ব্রীহি মুড়িকং সুহবো ন এষি স্বাহা ॥ ইদমগ্নিবরুণাত্যাম্ ॥ ২ ॥ অয়ন্তায় ইত্যাস্য প্রজাপতিঋষির্গারব্রীহ্নোহরিশ্বেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ঐ অয়ন্তায় ইদং নভিশ্চিপাক্ষ সত্যমিত্তময়া অসি। অরানো যজ্ঞং বহু স্যরানো যেহি ভেবজ্ঞং স্বাহা ॥ ইদমগ্নয়ে ॥ ৩ ॥ ঐ যেতেশতমিত্যস্য তন্যশেকঋষির্জগতীহ্নো বরুণঃ সবিতা বিকৃর্ষিষ্বেসেবা মরুতঃ স্বর্কঃ দেবতাঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ঐ যেতে শতং বরুণ হেসহস্রং যজিয়াঃ পাশা বিততা মহাক্তঃ তেভির্নো অদ্য সবিতোহ্ বিকৃর্ষিষে মুকন্ত মরুতঃ স্বর্কঃ স্বাহা। ইদং বরুণায় সবিত্রে বিকৃষে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো মরুতঃ স্বর্কেভ্যঃ ॥ ৪ ॥ ঐ উদুত্তম মিত্যস্য তন্যশেকঋষিগ্নিষ্টুপ্হনো বরুণো দেবতা অরনে কল্পপাশরোক্তম্বোচনে বিনিয়োগঃ। ঐ উদুত্তমং বরুণ পাশবন্দনবান্ধমং বিমধ্যমং অখায় অখাবয় মানিত্যব্রতে তথা নাপসো অনিতয়ে স্যাম স্বাহা। ইদং বরুণায় ॥ ৫ ॥ ঐ প্রজাপত্যয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপত্যয়ে ॥ ঐ অয়য়ে বিষ্ণিকৃতে স্বাহা। ইদং সূর্যায় ॥ পুনর্বার মহাব্যাহতি হোম করিবেন।

মহাব্যাহতি হোম— "ঐ ভূঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে ॥ ঐ ভূবঃ স্বাহা। ইদং বায়বে ॥ ঐ স্বঃ স্বাহা। ইদং সূর্যায় ॥ অতঃপর ২৮টি ঐভূম্বর সমিধ দ্বারা বিষ্ণুর হোম করিয়া নবগ্রহ ও নন্দিকপালের হোম করিবেন। শেষে প্রত্যাক দেবতার হোম করিবেন।

বিষ্ণুর হোম— "ঐ তদ্বিকো পরমং পদম্, সদাপশ্যতি সুরয়ঃ দিবীং চকুরাততম্ স্বাহা। ইদং বিষ্ণবে ॥" অতঃপর ২৮টি বিষ্ণুপত্র দ্বারা চতীর হোম করিবেন। যথা— "ঐ ব্রীং চতিকায়ে স্বাহা। ইদং চতিকায়ে ॥" অনন্তর ২৮টি বিষ্ণুপত্র দ্বারা শিবের হোম করিবেন যথা— "ঐ নমঃ শিবায় স্বাহা। ইদম্ শিবায় ॥" (অথবা— "ঐ ত্রাশ্বকং যজ্ঞামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ডনম্। উর্বরকর্মিব বন্ধনা মৃত্যোর্মুখীং মামৃত্যং স্বাহা। ইদং শিবায় ॥) অতঃপর নবগ্রহ হোম করিবেন।

নবগ্রহ হোম— (সূর্য্য)— "ঐ আ কৃকেন রজসা বর্ডমানো, নিকেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যক। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেন, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যান, স্বাহা। ইদং সূর্য্যায় ॥" (সোম)— "ঐ ইদং দেবা অপসপত্বং সুবকং, মহতে কত্রায়, মহতে জোষ্ঠায়, মহতে জ্ঞানরাজ্যায়েন্ত্রসোক্ত্রিহায়। ইমমমুবা পুত্র মমুষো পুত্রমসৌ বিশ, এব বোহমী রাজা, সোমোহস্বাকং ব্রাক্ষণানাত্ত রাজা স্বাহা। ইদং সোমায় ॥" (মঙ্গল)— "ঐ অগ্নিমূর্ত্তা দিবঃ ককুংপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাওসি জিহ্বতি স্বাহা। ইদং মঙ্গলায় ॥" (বুধ)— "ঐ উদবুধ্যদ্বায়ে প্রতিজাগৃতি হুমিষ্টাপূর্তে সত্ত্বজ্জৈথাময়ক। অগ্নিনঃ সধ্যহে অধ্যাত্তরমগ্নিন, বিশ্ব দেবা যজ্ঞমানন্ত সীদত স্বাহা। ইদং বুধায় ॥" (বৃহস্পতি)— "ঐ বৃহস্পত্যে অতি অনর্ঘো অর্হাদ, দুমদ্ বিভাতি ক্রতুমজ্ঞনেষু। যদীনয়চ্ছব। অতপ্রজাত তদস্যাসু ব্রবিনং যেহি চিত্রং স্বাহা। ইদং বৃহস্পত্যে ॥" (শুক্র)— "ঐ অগ্নাং পরিবৃত্তো রসং ব্রক্ষণা ব্যপিবৎ, কত্রং পয়ঃ সোমং প্রজাপতিঃ। কতেন সত্যমিত্ত্রিয়ং বিপানং তক্রমক্স ইন্ত্রসোক্ত্রিয়-মিদং পয়োহমৃতং মধু স্বাহা। ইদং শুক্রায় ॥" (শনি)— "ঐ শত্রো দেবীরতিষ্টয়ে আপো ভবন্ত পীতয়ে। শং যোরতিঃ শ্রবন্ত নঃ স্বাহা। ইদং শনৈশ্চরায় ॥" (রাহু)— "ঐ কাণ্ডাং কাণ্ডাং প্ররোহন্তী, পুরুষঃ পুরুষপরি। এবা নো দুর্বে প্রতনু সহস্রেন শতেন চ স্বাহা। ইদং রাহবে ॥" (কেতু)— "ঐ

কেতুং কৃষ্ণং কেতবে শোশো মর্য্যা অপেশসে। সমুদ্বিষ্টরজাযথা বাহা। ইদং কেতবে ॥" অনন্তর দিকপাল হোম করিবেন।

দিকপাল হোম—(ইজ)—“ও ত্রাতারমিত্র মবিতারমিত্রতঃ, হবে হবে সুহবতঃ পুরমিত্রম্। জয়ামি শক্রং পুরদুতমিত্রতঃ, হন্তি নো মঘবা ধাবিত্রঃ বাহা। ইদমিত্রায় ॥” (অগ্নি)—“ও বৈশ্বানরো ন উত্তর, আ প্রহাটু পরাকতঃ। অগ্নিকৃৎখনে বাহসা বাহা। ইদমগ্নয়ে ॥” (যম)—“ও অসি যমো অস্যানিত্যো অর্বরসি, ত্রিতো গুহোন ব্রতেন। অসি সোমেন সময়্য বিপুল, আশ্বস্তে ত্রীণি মিবি বন্ধনানি বাহা। ইদং যমায় ॥” (নিরুতি)—“ও যং তে দেবী নিরুতিরাববন্ধঃ, পাশং গ্ৰীবাশ্বকিতাম্। তং তে বিব্যাভাযুবো ন মধ্যা, দীযেতং নিতুমছি প্রসূতঃ বাহা। ইদং নিরুতিয়ে ॥” (বরুণ)—“ও উদুত্তমং বরুণ পাশমশ্র-দবায়মং বিমধ্যামতঃ প্রধায়। অথা বয়মাসিতাত্রেতে, তবানাগসো অমিতয়ে স্যাম বাহা। ইদং বরুণায় ॥” (ঋতু)—“ও বাটো বা, মনো বা গন্ধর্বাঃ সপ্তবিধতঃ। বৃষ অগ্রে অশ্বিমযুজ্যং, ত্রে অগ্নিহবমাদধুঃ বাহা। ইদং বায়বে ॥” (কুবের)—“ও কুবিরসদ যবমস্তো যবকিনু, যথা দাত্তানুপূর্বং বিবুয়। ইহেইহেবাঃ কৃণুহি ভোজনানি, যে বর্হিষো নম উত্তিং যজতি বাহা। ইদং কুবেরায় ॥” (জিনান)—“ও তমীশানং জগতন্তুদুযম্পতিং, বিয় জিবমবসে দুমহে বয়ম্। পূষা নো যথা বেদসা-মসদবুধে, বকিতা পায়ুরদকঃ স্বতয়ে বাহা। ইদমীশানায় ॥” (ব্রহ্মা)—“ও আ ব্রহ্মণ, ব্রহ্মণো ব্রহ্মবর্ষী জায়তা, মা ব্রাহ্মি ব্রাহ্মণাঃ পুর ইববোহুতিব্যধী মহারথো জায়তাং সোপদ্বী ধেনু-বোঢ় হনড়া নাতঃ, সন্তিঃ পুরকির্যোসা, জিহু রথেষ্টাঃ, সতেয়ো বুবা হস্য যজমানস্য বীত্রো জায়তাং, নিকামে নিকামে নঃ পর্জন্যো বর্ষতু, ফলবন্ত্যো ন ওষধয়ঃ পচান্ত্যঃ, যোগক্ষেমো ন কলতাতঃ বাহা। ইদং ব্রহ্মণে ॥” (অন্নত)—“ও নমোহস্ত সর্পেভ্যো, যে কে চ পৃথিবীমনু। যে অন্তরীক্ষে যে মিবি, তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ বাহা। ইদমনস্তায় ॥” অতঃপর প্রত্যেক দেবতার হোম করিবেন।

প্রত্যেক দেবতার হোম—“ও নবপত্রিকাযাসিনো দুর্গায় বাহা।” এইরূপে—“ও গণেশায়, ও কার্তিকেয়ায়, ও লাক্ষ্মী, ও সরস্বতী, ও বহুবলদেবতায় বাহা। মহাসিংহায় হং ফট বাহা। ও মহিষাসুরায়, ও নাগপাশায়, ও মূষিকায়, ও ময়ূরায়, ও পেচকায়, ও হংসায়, ও জরায়, ও বিজরায়, ও শীতলায়, ও মনসায়,

ও গঙ্গায়, ও যমুনায়, ও বাস্তবদেবতায়, ও কুল দেবতায়, ও ইন্দ্ৰ দেবদেবীভ্যো ॥” এইরূপে অগ্নিতে “ও” অগ্নে “হং” যোগ হোম করিবেন। অতঃপর পূর্ণাচুতি দিবেন।

পূর্ণাচুতি—“ও অগ্নে হং মৃড়নামসি।” মন্ত্রে অগ্নির মৃড় নামকরণ করিয়া, ধ্যান করিবেন। যথা—“ও লিঙ্গভ্রমরভ্রমরশঙ্কঃ পীনাক ভ্রাতো ভূতপঃ। ছাগহুঃ সাক্ষসূত্রায়ি সপ্তাচি শক্তিদারকঃ ॥” ও মৃড়নামায়ে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিবেহি, ইহসন্নিবেহ, অহ্রদিষ্টানং কুল, মম পূজাং গৃহাণ ॥” এষ গচ্ছঃ ও মৃড়নামায়ে নমঃ, এষ পুষ্পঃ ও মৃড়নামায়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ও মৃড়নামায়ে নমঃ, এষ দীপঃ ও মৃড়নামায়ে নমঃ। ইদং আজ্ঞা নৈবেদ্যম্ ও মৃড়নামায়ে নমঃ ॥” এইরূপে পঞ্চোপচারে পূজা পূর্বক তাখুল, বহুবল, ব্রহ্মা ও প্রজুর ঘৃত লইয়া যজমানসহ স্তোত্রমান হইয়া পূর্ণাচুতি দিবেন। মন্ত্র, যথা—“ও মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানর মুত অজাতমহিম্। কবিশং সত্যাজ মতিখিঃ জনানা-মাস্ত্রা পাত্রং জনবন্ত সেবাঃ বাহা ॥” এইরূপে পূর্ণাচুতি দিয়া পূর্ণপাত্ররূপ ব্রহ্মদক্ষিণা দিবেন। যথা—“ও এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ” তিনবার পাঠান্ত্রে তিনবার কুশোদকের দ্বারা অনুক্ষণ করিবেন। “এতে গচ্ছপুষ্পে পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ। এতদধিপত্যয়ে দেবায় ও বিজয়ে নমঃ, এতং সম্প্রদানায় ও ব্রহ্মণে নমঃ। এইরূপে অর্চন পূর্বক উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—“বিকুরৌ তৎসং অদা আখিনে মসি ওক্রেপক্ষে মহানবমাস্ত্রিধৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) কুতৈতৎ শ্রীশ্রীভগবদুর্গা মহাপূজাঙ্গীভূত হোম কর্মণি ব্রহ্মকর্ম প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণায়মতং পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং ব্রহ্মণে অহং দত্তে। (পরার্থে—দদানি)। পরে কুল ব্রহ্মাকে “ও ব্রহ্মণ ক্ষমত্ব ॥” মন্ত্রে বিসর্জন দিবেন। অতঃপর দক্ষিণা, বৈশ্বা সমাধান ও অচ্ছিন্নাবধারণ করিবেন। (দক্ষিণান্ত, বৈশ্বা সমাধান ইত্যাদি করিয়া পৃঃ ১১৪ দ্রষ্টব্য)। পরে হৃৎশেষ মিশ্রিত ভস্ম গ্রহণ করিয়া—তিলক করিবেন। প্রথমে নারায়ণ শিলা ও ঘটে স্পর্শ করিয়া নিজে তিলক গ্রহণ করিবেন ও যজমানকে তিলক দিবেন। যথা, (ললাটে)—“ও কশ্যাপসা হ্রাদুবাং ॥” (কণ্ঠে)—“ও জয়দম্বেস্ত্রাদুবাং ॥” (দক্ষিণ বাহুদলে)—“ও

यद्देवानां त्रायूषम् । (बाम बाहूने) — " ओं तवेहसु त्रायूषम् " । (हृदि) — " ओं तन्नेहसु त्रायूषम् " ।

---- इति यजुर्वेदीय होम ----

॥ समाप्त ॥